মহারাজ্ঞী
ভিক্টোরিয়া চরিত।

(চিত্র সম্বলিত।)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস
প্রণীত।

কলিকাতা—বাগবাজার, "আদর্শিনী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা।
১৮০ নং অপার চিৎপুররোড় মণিরাম যন্ত্রে
শ্রীগোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৩ সাল।

PRINTED BY

G. C. CHAKRAVATTI AT THE MANIRAM PRESS,

No. 180 UPPER CHITPORE ROAD

CALCUTTA.

উৎসর্গ পত্র ঃ

প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিণী,

স্বদেশহিতৈষিণী, দানশীলা, অপার-

রাজভক্তিপরায়ণা

শ্রীযুক্তা ফয়েজন্‌নেছা চৌধুরাণী

মহোদয়ার

সুকোমল করকমলে

গ্রন্থকারের

আন্তরিক ও অকৃত্রিম

শ্রদ্ধা

সহকারে

এই

গ্রন্থখানি

উপহার প্রদত্ত

হইল।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

—:o(*)o:—

অনেক পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ে নানাবিধ ইংরাজি গ্রন্থ হইতে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার জীবন চরিত্র যত টুকু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইল। ইংরাজিতে মহারাজ্ঞীর জীবন চরিত নাই, সুতরাং তাঁহার জীবনের ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ঘটনাবলী লিখিতে পারিলাম না। ইংরাজি পুস্তকে তাহা প্রকাশিত না হইলে বিদেশবাসী বাঙ্গালী কর্ত্তৃক তাহা সংগৃহীত হওয়া এক প্রকার অসম্ভব।

মহারাণীর ন্যায় দেশপূজ্য রমণী-চরিত যত সাধারণ হয়, ততই নর নারী সকলেরই উপকার, এবং সেই জন্যই ইহার প্রচার। আধুনিক রমণীদিগের মধ্যে এরূপ উজ্জ্বলচরিতা রমণী অতি অল্প, আশা করি, এই দেশপূজ্যা রমণী-চরিত পাঠে মহিলাদিগের বিশেষ উপকার দর্শিবে।

মহারাণী আমাদের বড় আদর ও ভালবাসার সামগ্রী, তাঁহার জীবন চরিত যতই সাধারণে অবগত হন, তাঁহার ন্যায় রমণীর হৃদয়গত অপূর্ব্ব ভাব ভারতবাসীর চক্ষে যতই প্রতিবিম্বিত হয়—ততই ভাল,—ততই লোক তাঁহাকে আরও ভক্তি শ্রদ্ধা করিবে,—ভালবাসিবে। তিনি আপনা হইতে এই পঞ্চবিংশতি কোটী রাজভক্ত ভারতবাসীর হৃদয়ে ততই অক্ষয়রূপে আধিপত্য বিস্তার করিবেন। এক্ষণে আশা করি 'ভিক্টোরিয়া-চরিতের' আদর হইবে। এবং ইহা প্রত্যেক রাজভক্ত বঙ্গবাসীর গৃহে শোভা পাইবে।

১লা বৈশাখ ১২৯২
বাগবাজার। } শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এখানিতে অনেক নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইল। একটী বৎসরের মধ্যে এই পুস্তক খানির তৃতীয় সংস্করণ হইল, ইহা বড়ই আহ্লাদের বিষয়। ইহাতে বাঙ্গালী কিরূপ রাজভক্ত তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যে দেশে পুস্তকের একটী সংস্করণ বিক্রয় হইতে পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়, সে দেশে "ভিক্টোরিয়া চরিতের" এতাদৃশ আদর যে কেবল রাজভক্তির নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই।

১লা চৈত্র ১২৯২ বাগবাজার। } শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

তৃতীয় সংস্করণ "ভিক্টোরিয়া-চরিতের" মুদ্রণ কার্য্য শেষ হওয়ার অল্পদিন মধ্যেই চতুর্থ সংস্করণের মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিতে হইয়াছিল; "ভিক্টোরিয়া-চরিত" পাঠে সাধারণের এতাদৃশ আগ্রহ বিশেষ গৌরবের কথা বটে। আমরা এ জন্য রাজভক্ত বঙ্গবাসীকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

১লা ভাদ্র ১২৯৩ বাগবাজার। } শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস

THANKS TO DONORS.

The undersigned as duty bound offers his best thanks to those who have been kind enough to assist him with their liberal donations to enable him to distribute gratis to the public the 1st edition of this book "Moharajni Victoria Charita,"

The object of such gratis distribution was to enlighten public with the sublime life of our dear Empress and thereby to invoke more and more loyal feelings from the public minds. Our most humble object has to an extent been fulfilled by the kind liberality of Her Royal and Imperial Majesty's most loyal and faithful subjects and admirers who are the most worthy personages of our cordial thanks through the medium of this.

Amongst them our best thanks are due to Bibi Foyjunnessa Chowdhurani, one of the most loyal Zaminders of Puschimgnaw in the District of Tipperah, for her kind encouragements and handsome donation ; without which it would have been impossible for us to bring our humble object to a pass.

In addition to Bibi Foyjunnessa Chowdhurani our thanks are also due to several loyal Moharajas, Moharanees, Zamindars, Government officers, and public in general of Bengal for their kind support in the

co-operation of our project, amongst them we beg to mention the following ;—

Her Highness Moharani Sornomoye C.I.of Cossimbazar ; His Highness Maharaja Beerchand Dev Burmon Manikko Bahadur of Agurtolah ; Raja Rash behary sing of Jhoria in Manbhoom ; Raja Jogendra narayan Roy Bahadur of Lalgola, Moorshidabad ; Kumar Rajendra narayan Roy Bahadur of Joydevpur, Dacca; Roy Seetab chand Naha Bahadur, of Azimgunge ; Baboo Amrita narayan Acharjya chowdhury Zaminder of Mooktagacha in Mymonsing ; Babu Lalit mohon Sing Roy, Zaminder of chukdighi in Burdwan; Babu Brojendra Cumar Seal, District Judge of Bankura; and Babu Horo Gobind Sen, Zaminder of Sachar in Tipperah.

Rajendra Lal Biswas
The Publisher.

সূচীপত্র।

চিত্রপট নির্ঘণ্ট

মহারাজ্ঞী

ভিক্‌টোরিয়া চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।



বাল্যাবস্থা।

তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ড ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দের ২ রা নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। ডাক্তার ফিসার যিনি পরে সেলিস্‌-বেরিস বিশপ্‌ হইয়াছিলেন, তিনিই ইহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। * ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে এডওয়ার্ড কেণ্ট ও ষ্ট্র্যাথারণের ডিউক এবং ডবলিনের আরল্‌ উপাধি প্রাপ্ত হন। † ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ই জুলাই স্যাক্সকোবার্গের ডিউকের ভিক্টোরিয়া লুইসি মেরিয়া নাম্নী বিধবা ভগ্নীর সহিত পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হন। রাজপুত্রের বিবাহ কার্য্য অতিশয় মিতব্যয়ে সমাহিত হয়, এই শুভ পরিণয়োৎসবের জন্য পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা এক লক্ষ বিংশতি সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারণ করেন, বিবাহের পর ডিউক-পত্নীর ভরণ পোষণ নির্ব্বাহার্থ ষষ্টি সহস্র মুদ্রা নির্দ্দিষ্ট হয়।

---

* Life of the *Duke of Kent*.

† *Grotous* Biographical Dictionary.

রাজপুত্র এডওয়ার্ড বাল্যকাল হইতেই অর্থ কষ্টে পতিত হন। তাঁহাকে অমিতব্যয়ী জ্ঞানে তাঁহার পূজ্যপাদ পিতা তাঁহার আর্থিক কষ্ট বিষয়ে করুণ দৃষ্টিপাত করিতে নিতান্ত কৃপণতা প্রকাশ করিতেন। ১৮১০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জের জ্যেষ্ঠ পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে তিনিও সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই, সুতরাং ভারতেশ্বরীর পিতাকে ক্রমশঃ ঋণ জালে জড়িভূত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু এতাদৃশবিপন্ন দশায় পতিত হইয়াও রাজপুত্রের হৃদয়গত অতুল তেজ বিন্দুমাত্র দমিত হয় নাই. তিনি পিতা বা ভ্রাতার প্রতি বিন্দুমাত্র বীতস্পৃহ হন নাই। তিনি অটুট হৃদয়ে স্বকার্য্য সুসম্পাদনে বীর বলিয়া বীরজগতে গণ্য হইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে সকলে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। সেনাগণ তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ছিল এবং তিনিও তাঁহাদিগকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ ও যত্ন করিতেন, তাহাদের উন্নতি কামনা তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

বিবাহের পর রাজপুত্র কোথায় পতিগত প্রাণা পত্নীর সহবাসে সুখী হইবেন, না তাঁহাকে আবার ঋণের মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধ হইতে হইল। তিনি পুনরায় তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয় জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া, তাঁহার সহধর্ম্মিণীর পূর্ব্বস্বামী হইতে প্রাপ্ত "অমরবেচের" রাজ প্রাসাদে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় তাঁহার প্রাণাধিকা পত্নী গর্ভবতী হইলেন, ক্রমে সপ্তম মাস অতীত হইলে রাজপুত্র তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রসবার্থ লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্নবান হইলেন, কেন না এই সময়ে ইংলণ্ডের বৃদ্ধ ভূপতি—তৃতীয় জর্জ্জের পুত্রগণ নিঃসন্তান বশতঃ তাঁহার ঔরস জাত সন্তানের রাজ্যলাভের বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, সুতরাং ইংলণ্ডের দেশাচার অনুসারে রাজবংশে ও ইংলণ্ড ভূমিতে জন্মগ্রহণ না করিলে যখন তাঁহার সিংহাসন প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই, তখন যে ডিউক পত্নীর ইংলণ্ডে প্রসব-

হওয়া নিতান্ত বিধেয় তাহাতে সন্দেহ কি? কিন্তু এ সময়ে ডিউকের হস্তে এমন অর্থ ছিল না যাহাতে তিনি সসত্ত্বা ডাচেস্‌কে ইংলণ্ডে নিরাপদে প্রসবার্থ লইয়া যাইতে পারেন। তিনি আশান্বিত প্রাণে ইংলণ্ডের রাজ দরবারে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই। যাঁহারা ইচ্ছা করিলে দুশ্চিন্তা নিপীড়িত রাজ পুত্রকে উপস্থিত বিপদ হইতে অনায়াসে উদ্ধার করিতে পারিতেন, তাঁহারা বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন নাই। পরিশেষে তাঁহার কতিপয় প্রকৃত বন্ধু তাঁহাকে এই আশু বিপদ হইতে উদ্ধার করেন। বস্তুতঃ যৌবরাজ্যাভিষিক্ত চতুর্থ জর্জ্জ, কেণ্টের ডিউকের এরূপ বিপদের সময় কৃপাদৃষ্টি না করিয়া বরং বিপরীতাচরণ ও বিপগ্রস্ত করিবার চেষ্টা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য করিয়াছিলেন। †

১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে মে কেসিংটন প্যালেসে শুভদিনে শুভ-ক্ষণে এই দম্পতি যুগলের একটী রূপবতী কন্যা ভূমিষ্ঠ হন,—ইনিই আমাদের ক্ষণজন্মা মহারাণী আলেকজেণ্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া। ২৯ শে জুন ইংলণ্ডের প্রথানুসারে সেলিশবেরির ধর্ম্মযাজক দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া কেসিংটনের ধর্ম্মমন্দিরে মহারাণীর পিতা ও মাতা রাজকুমারী ভিক্টোরিয়ার জন্ম উপলক্ষে ঈশ্বরোপাসনা করেন।

কন্যাটী পিতা মাতার যে কত আদরের ধন ছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। ডিউকের বিবাহ হেতু ব্যয় বাহুল্য হওয়ায় তাঁহার অর্থের আরও অসচ্ছলতা হইয়াছিল। তিনি ভয়ঙ্কর রূপে ঋণজালে জড়িভূত হইয়া এবং ঋণ পরিশোধের উপায় অবলম্বনে নানারূপে বিড়ম্বিত ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারা নিগ্রহিত হইয়া অত্যন্ত মনোকষ্ট পাইয়াছিলেন, কিন্তু কন্যার পবিত্র মুখারবিন্দ অবলোকনে তাঁহার

† Dukes and Duchesses of the family of George III. Vol II Page 232.

হৃদয় হইতে সে সকল ক্লেশ অনেক পরিমাণে অপসৃত হইয়াছিল, তিনি যেন পৃথিবীতে নূতন সংসার পাইয়াছিলেন, তাঁহার দেহে যেন নবজীবনের আবির্ভাব হইয়াছিল।

২৪ শে ডিসেম্বর মহারাণীর পিতা তাঁহার প্রাণাধিক দুহিতার রুশ-সম্রাটের নামানুসারে আলেকজেণ্ড্রিনা নাম করণ করেন। তাঁহার নাম "জর্জ্জিয়ানা" রাখিবার প্রস্তাব হয় কিন্তু ডিউক প্রথমেই "আলেকজেণ্ড্রিনা" নাম রাখিবার কল্পনা করায় তাহাই স্থায়ী করিবার নিমিত্ত নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ হয়।

এডওয়ার্ড ডিউক অভ কেণ্ট, তাঁহার স্ত্রীর শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য সিডমাউথের উলব্রুক কটেজে বাস করিবার স্থির করিলেন, এবং ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে ডিসেম্বর তথায় উপনীত হইলেন। সেই দিবসই তথায় একটী লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত হয়। একটী যুবক কতকগুলি পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করে, কিন্তু দৈবঘটনা বশতঃ গুলি জানালা ভাঙ্গিয়া একটী গৃহমধ্য দিয়া চলিয়া যায়, বালিকা ভিক্টোরিয়া তখন সেই কক্ষমধ্যে ধাত্রীক্রোড়ে ছিলেন। গুলিটী বালিকার মস্তকের অতি নিকট দিয়া যায়। কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার অসীম দয়া প্রভাবে সে দিন আমাদের মহারাণীকে রক্ষা করেন।

সেই অদূরদর্শী বালকটীকে তৎক্ষণাৎ ধরিয়া আনা হয়, কিন্তু এডওয়ার্ড তাঁহার অসীম ক্ষমাগুণে তাহাকে মার্জ্জনা করিয়াছিলেন।†

মহারাণীর পিতা যে কত সোহাগে, কত যত্নে কন্যাটীকে লালন পালন করিতেন, তাহা বলা যায় না, তাঁহার কন্যাগত প্রাণ ছিল,—তিনি মধ্যে মধ্যে আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে কন্যাটীকে দেখাইয়া

† The Life the Duke of Kent. Page 291.

বলিতেন "আমার এটীকে কেহ তাচ্ছিল্য করিওনা, ইনিই ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের অধিশ্বরী হইবেন।" কিন্তু অধিক কাল তাঁহাকে এ সুখ ভোগ করিতে হয় নাই, অতি অল্প দিনের মধ্যেই তিনি কন্যাটীকে পিতৃস্নেহাস্বাদনের পরম প্রীতিকর সুখ হইতে চিরদিনের জন্য বঞ্চিত করিলেন, পতি শোকাতুরা পত্নী ও অবলা বালিকাকে রাখিয়া ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০ শে জানুয়ারিতে উলব্রুক্ কটেজে কালের করালকবলে আত্মসমর্পণ করিলেন। এই দুর্ঘটনার সপ্তাহমধ্যে বৃদ্ধ ভূপতি তৃতীয় জর্জ্জ পরলোকগত সন্তানের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র, যিনি এই দশ বৎসরকাল যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজকার্য্য চালাইতেছিলেন, তিনিই ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইলেন।

রাজপুত্র এডওয়ার্ড দেখিতে সুন্দর, দীর্ঘ এবং বীরাকৃতি পুরুষ ছিলেন, ইংলণ্ডের এবং অপরাপর দেশের অধিকাংশ লোক তাঁহাকে ভক্তি করিতেন,—মনে মনে ভাল বাসিতেন। যখন রাজপুত্র এডওয়ার্ডের শবদেহ সমাধিস্থ করিতে উইনৃডসরে লইয়া যাওয়া হয়, তখন যে সকল স্থান দিয়া সেই প্রাণশূন্য কায়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, সেই সকল স্থানের লোকেরা সেই মৃত মহাত্মার সম্মানার্থ আপনাপন কাজ কর্ম্ম বন্ধ করিয়াছিল এবং ধর্ম্মমন্দির হইতে শোক সূচক ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়াছিল। এই সর্ব্বজন প্রিয় উইকের মৃতদেহ ১২ ই ফেব্রুয়ারি মহাসমারোহ সহকারে উইনৃডসরের সেণ্ট জর্জ্জ সমাধিক্ষেত্রে সমাধিস্থ হয়।

১৮ ই ফেব্রুয়ারি লর্ড সভা ডিউক পত্নীকে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপক সান্ত্বনা সূচক পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে স্পষ্টাক্ষরে তাঁহার অসীম পতিনিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করা হইয়াছিল।

এডওয়ার্ডের অকাল মৃত্যুতে তাঁহার পত্নী ভিক্টোরিয়া লুইসি মেরিয়া শোকে অভিভূতা হইয়াছিলেন, তদুপরে কাহার তত্ত্বাবধানে

বালিকা কন্যাটী প্রতিপালিতা ও শিক্ষিতা হইবে, তাহা ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। কোবার্গের লিওপল্ড,লুইসি ভিক্টোরিয়ার ভ্রাতা এই শোচনীয় ঘটনার সময় স্কটলাণ্ডে ছিলেন। তিনি এই নিদারুণ সংবাদ পাইবামাত্র তথা হইতে সিড্‌মাউথ অর্থাৎ যেখানে ডিউক অভ কেণ্টের মৃত্যু হয়,তথায় আসিলেন; এবং নানা প্রকারে শোকসন্তপ্তা ভগ্নীকে সান্ত্বনা করিয়া, অতি যত্ন ও আহ্লাদ সহকারে ভগ্নীপুত্রী প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়াকে প্রকৃত পিতৃ স্নেহে লালন পালন করিতে লাগিলেন।†

এই শোচনীয় ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া তদীয় মাতা সহ লণ্ডনের কেন্সিংটন প্রাসাদে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; এবং তথায় তাঁহার মাতুলের তত্ত্বাবধানে ও বুদ্ধিমতী জননীর যত্নে দিনে দিনে বৰ্দ্ধিতা হইতে লাগিলেন। বাল্যকালে ব্যারনেস্ লেহজেন তাঁহার রক্ষয়িত্রী নিযুক্তা হইয়াছিলেন, তিনি রাজকুমারীকে যারপর নাই স্নেহ করিতেন এবং অপত্য নির্ব্বিশেষে সদা সাবধানে রাখিতেন।

কোবার্গ রাজ পরিবারের সকলেই বালিকাটীকে ভালবাসিতেন ও বিশেষ যত্ন করিতেন। মে মাসে প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়ার জন্ম বলিয়া সকলে তাঁহাকে আহ্লাদ করিয়া "মে ফ্লাওয়ার" অর্থাৎ "মে মাসের পুষ্প" বলিতেন। বস্তুতঃ সেই বালিকার তৎকালীন সুন্দর প্রফুল্ল বদন চন্দ্রিমা, প্রস্ফুট পুষ্পের ন্যায়ই ছিল। এই বালিকার কোমল করে যে সুবিস্তৃত ব্রিটিস রাজ্যের শাসন দণ্ড অর্পিত হইবে, তাহা তখন কেহ জানিত না, কিন্তু তথাপি তাঁহার সহিত স্যাক্সকোবার্গের কোন রাজপুত্রের বিবাহ হয়, এই ইচ্ছা তখন হইতেই উক্ত রাজ পারিবারিক সকলেরই হইয়াছিল।

† Martin's Life of the prince consort Vol. 1. Page 14.

প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে অতি যত্ন সহকারে নানা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়, তিনিও অতি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে সে সকল ভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজি ও ল্যাটিন ভাষায় তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাল্যাবস্থা হইতেই প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়ার উন্নত মনের নিদর্শন পাওয়া যায়। অহঙ্কার কাহাকে বলে তাহা তিনি কখন জানিতেন না। রাগ তাঁহার হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্যও আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে নাই। অধিক কি, তিনি দাস দাসীদিগেরও প্রতি কখন রাগ প্রকাশ করেন নাই। দয়া, মায়া, সরলতা প্রভৃতি রমণী-স্বভাব-সুলভ গুণ নিচয়, যেন অবিরত তাঁহার বদন প্রান্তরে বিভাসিত হইত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ জর্জ্জ বালক বালিকাদিগের একটী বল (Ball) দেন। তাহাতে আমাদিগের মহারাণী উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম একাদশ বৎসর মাত্র। কিন্তু তাঁহার সেই বালিকা বয়সের সরলতাময়ী মূর্ত্তি দর্শনে দর্শকবৃন্দমাত্রেই প্রীত হইয়াছিলেন।†

১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নিঃসন্তান চতুর্থ জর্জ্জের মৃত্যুতে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা চতুর্থ উইলিয়েম রাজ্যাভিষিক্ত হন, এই সময় হইতে বালিকা ভিক্টোরিয়া একটু আধটু করিয়া দিনে দিনে সকলের নিকট পরিচিতা হইতে লাগিলেন। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতঃ উইলিয়েম দি ফোর্থের একটি ড্রয়িংরূম হইয়াছিল, তাহাতে প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া নিমন্ত্রিত হন, সম্ভবতঃ এই তাঁহার প্রথম ড্রয়িংরূমে আগমন।‡

† সাধারণের মহারাণীর সহিত উইলিয়েম, জর্জ্জ, লিওপল্ড প্রভৃতি রাজাদিগের সহিত সম্বন্ধ বুঝিবার সুবিধার জন্য অপর পৃষ্ঠায় সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র দেওয়া গেল।

‡ The Greville's Memoirs Vol. II. Page 119.

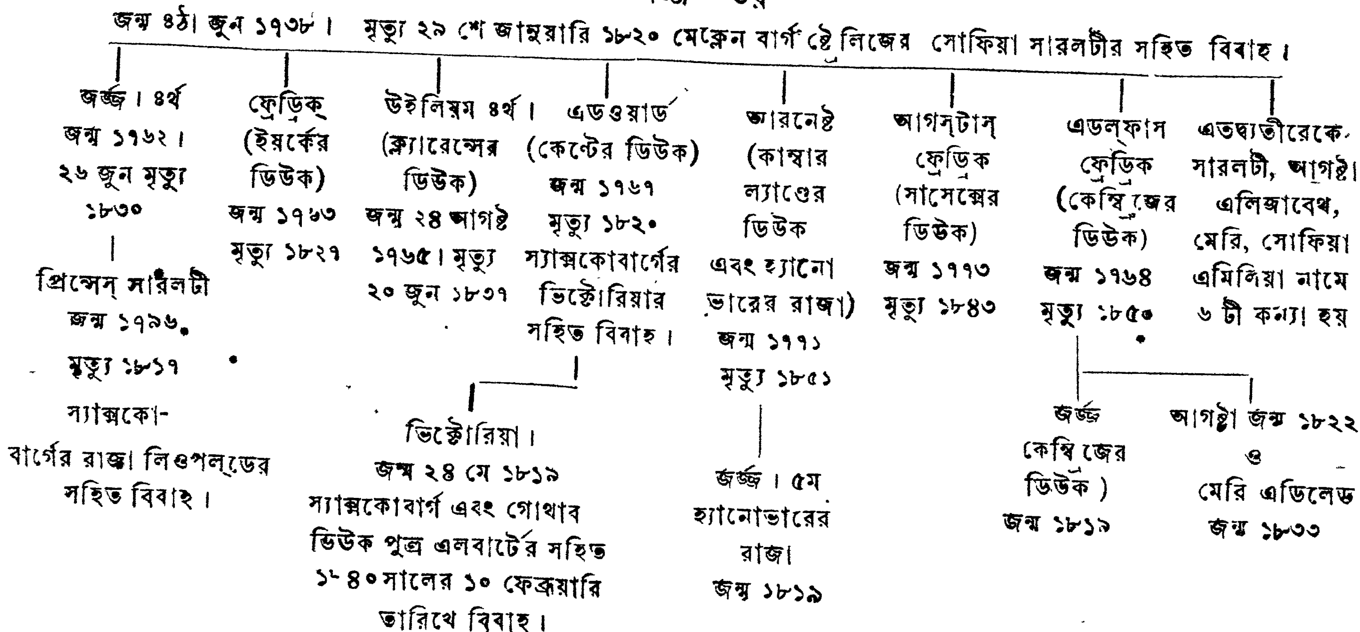
যে দিবস মহারাণীর পিতার বিবাহ হয়, সেই দিনই তাঁহার জ্যেষ্ঠতাতের বিবাহ হইয়াছিল। তাঁহার যথা সময়ে দুইটী কন্যাও হয়, কিন্তু তাঁহারা অতি শৈশবাবস্থাতেই মৃত্যু গ্রাসে পতিত হন। যদিও কন্যাদ্বয় শৈশব কালেই ইহলোক ত্যাগ করেন, তথাপি ভিক্টোরিয়ার জেঠাই মাতা অল্প বয়স্কা বলিয়া তাঁহার সন্তানাদি হইবার সম্ভাবনা ছিল, এবং এই জন্যই উইলিয়েম দি ফোর্থের মৃত্যুর পর কে যে সুবিস্তৃত ইংরাজ রাজ্যের অধীশ্বর হইবেন, তদ্বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ ছিল। *

প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার যে ইংলণ্ডের সিংহাসন পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল, এ কথা তিনি বাল্যাবস্থায় জানিতেন না। এ সুসংবাদ তাঁহাকে কেহ দেয় নাই, এবং সুখ সৌভাগ্যের নিশ্চিত আশা জন্মিয়া পাছে বিদ্যানুশীলনে ঔদাসীন্য জন্মে এই জন্য কাহাকেও সে সংবাদ দিতে দেওয়া হইত না। মহারাণী যাহাতে সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা থাকেন, ইহাই তাঁহার মাতা, মাতুল প্রভৃতি কর্ত্তৃপক্ষদিগের একান্ত অভিপ্রেত ছিল। দাস দাসীদিগের নিকট হইতে এরূপ নিস্তব্ধতা প্রত্যাশা করা বড়ই কঠিন, কিন্তু তাহারাও ঘুণাক্ষরে এ সংবাদ মহারাণীর কর্ণগোচর করিতে সাহস পায় নাই; তথাপি তিনি যেন একথা জানিতেন, আকাশের কোন পাখি যেন উড়িয়া গিয়া সেই বালিকার ক্ষুদ্র হৃদয়ে এ কথার মৃদু আভাস দিয়াছিল।

যখন প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া বালিকা, যখন তাঁহার বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখন ব্যারনেস লেহজেন মহারাণীর মাতার অনুমতি ও অনুমোদন অনুসারে ইংলণ্ডের সিংহাসনের সহিত তঁহার কতদূর নিকট সম্বন্ধ তাহা জ্ঞাত করেন। সেই বালিকা,—সেই দ্বাদশ

* Lockhart's Life of Scott Vol IX Page 242.

বংশাবলীর সম্বন্ধ নির্ণয়।



বর্ষীয়া বালিকা সেই সংবাদ শ্রবণে কি উত্তর দিয়াছিলেন তাহা শ্রবণ করিলে প্রাণ পুলকে পুর্ণ হয়, ঈশ্বর যে সেই বালিকা হৃদয়ে কি অগাধ বুদ্ধি বিবেচনা অকাতরে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই দ্বাদশ বর্ষীয়া প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া গম্ভীর ভাবে বলিয়াছিলেন—"অনেকে হয় ত এ সংবাদ শ্রবণে আনন্দে উন্মত্ত ও অধীর হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে সিংহাসনাধিকারের সুখ সম্ভোগ অপেক্ষা দায়িত্ব কত অধিক।" এই বলিয়া আপন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উত্তোলন করিয়া বলিয়াছিলেন—"কিন্তু আমি ভাল শাসন কর্ত্রী হইব।"

ব্যারনেস লেহজেন সেই বলিকা হৃদয়ের গভীরতা পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন—"কিন্তু আপনার জেঠাই মাতা বর্ত্তমান, তাঁহার বয়সও অধিক নয়, তাঁহার যদ্যপি সন্তানাদি হয়, তাহা হইলে আপনার সিংহাসনাধিরোহণের আশা বিফল হইবে।" মহারাণী ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন "আমি ইহাতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি, জেঠাইমা (এডিলেড) অত্যন্ত ছেলে ভালবাসেন,—আমার প্রতি তাঁহার অসীম ভালবাসাই তাহার জ্বলন্ত নিদর্শন। তাঁহার সন্তানাদি হয় ইহা আমার নিতান্ত অভিপ্রেত।" †

রাণী এডিলেডের দ্বিতীয় কন্যাটীর মৃত্যুর পর তিনি মহারাণীর মাতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ;—"আমার আর সন্তানাদি নাই, তোমার আছে,—তোমার ও যে আমারও সে।" ইহাতে প্রকাশ পায় যে তিনি প্রকৃতই প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে ভালবাসিতেন, বস্তুতঃ বালিকা ভিক্টোরিয়া ভালবাসারই পাত্রী ছিলেন।

† Letter from the Baroness Lehzen (the Princess's Governess) to Her Majesty (2nd December 1867).

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যৌবন।

১৮৩১ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরীর শরীর অল্প অসুস্থ হওয়ায় তিনি মাতার সহিত কিয়ৎ দিবসের জন্য "ওয়াইট" দ্বীপের স্বাস্থ্যকর জল বায়ু সেবনে গমন করেন। এই সময়ে রাজসম্মতিক্রমে তাঁহার মাতার ও তাঁহার ভরণ পোষণ এবং বিদ্যাশিক্ষা ব্যয় নির্ব্বাহার্থ বার্ষিক বৃত্তি বর্দ্ধিত হয়। পূর্ব্বে যাহা এক লক্ষ বিংশতি-সহস্র মুদ্রা ছিল, এক্ষণে তাহা দুইলক্ষ বিংশতি সহস্র টাকায় পরিণত হইল।

১৮৩২ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ভারতেশ্বরী তাঁহার মাতার সহিত ইংলণ্ড ও ওয়েলসের প্রধান প্রধান স্থান সকলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিতে গমন করেন। তাঁহারা যে যে স্থানে গিয়াছিলেন, সেই সেই স্থানের লোকেরা তাহাদিগকে যথেষ্ট ভক্তি ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ৮ই সেপ্টেম্বর সাউথ্যামটনে একটী জলাশয় স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়, প্রতিষ্ঠা কালে তথায় প্রায় বিংশতি সহস্র লোকের সমাগম হইয়াছিল। আমাদের মাননীয়া ভারতেশ্বরী তাঁহার মাতাসহ তথায় উপস্থিত হইলে মিউনিশিপাল কর্ম্মচারীদিগের প্রতিনিধি তাঁহাদিগের ভাবী অধীশ্বরীকে সম্ভ্রমের সহিত অভ্যর্থনা ও অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। ভারতেশ্বরীর মাতা অতীব প্রীতি সহকারে উক্ত স্তম্ভটীর "রয়েল পিয়ার" নাম করণ করেন। কার্য্য সমাপনান্তে রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া "কাউইতে" প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তাঁহাদিগের সম্মানার্থ উক্ত স্তম্ভে সেই রজনীতে আতসবাজী পোড়ান হয়।

২৪ শে মে "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবিতে' রাজকীয় সঙ্গীতোৎসব হয়। ইহাতে ভারতেশ্বরী, তাঁহার মাতা ও জ্যেষ্ঠতাত রাজা উইলিয়মের সহিত উপস্থিত হইয়াছিলেন। আপন জন্মোৎসবের দিন সত্ত্বেও ভারতেশ্বরী এরূপ শুভকার্য্যে যোগদান করিতে ক্রটী করেন নাই।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১ শে সেপ্টম্বর, প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া তাঁহার মাতার সহিত বার্গলিতে (Burghley) গিয়াছিলেন। তথায় তাঁহাকে দেখিবার জন্য সকলেই আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিয়াছিল,—পথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল।

২৭ শে তারিখে তথায় একটী মহাভোজ দেওয়া হয়, তাহাতে প্রায় তিন শত প্রধান প্রধান লোকের সমাগম হইয়াছিল। লর্ড এক্সেটর (Lord Exeter) এবং প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া 'বলের" কার্য্যারম্ভ সূত্রপাত করেন। মহারাণী পরিশেষে নৃত্য দ্বারা দর্শক বৃন্দকে সাতিশয় পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। পর দিন প্রাতর্ভোজের পর তাঁহারা হল্‌কহ্যাম (Holkham) অভিমুখে যাত্রা করেন। *

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে আমাদিগের মহারাণীর, উইলিয়েম দি ফোর্থের উত্তরাধিকারিণী হইবার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রহিল না। সকলের মুখেই এ বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল; এবং সাধারণ প্রজামাত্রেই জানিল যে, তৎকালিন বর্ত্তমান রাজার মৃত্যুর পর প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াই তাঁহাদের রাজ্ঞী হইবেন। এই সংবাদে অতি অল্প দিন মধ্যেই অনেকে মহারাণীর পাণিগ্রহণ আশায় সচেষ্ট ও উৎকণ্ঠিত হইলেন। বলা বাহুল্য যে তখন মহারাণীর বয়ক্রম অষ্টাদশ বৎসর মাত্র।

এই খৃষ্টাব্দে রাজা উইলিয়েম দি ফোর্থের একটী উৎসবে,

* Greville's Memoirs Vol. III. Page 316.

সাধারণকে মহা উৎসাহে প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়ার স্বাস্থ্যোদ্দেশে সুরা-পান করান হয়। রাজা উইলিয়েম প্রিন্সেস আগষ্টার স্বাস্থ্যোদ্দেশ করিয়া সুরাপাণের পর, প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে আত্মীয়তা ও প্রশংসা সূচক গুটীকত কথা বলিয়া, অভ্যাগত ব্যক্তিদিগকে বলিয়াছিলেন—"রাজপরিবারের সর্ব্ব জ্যেষ্ঠার স্বাস্থ্যোদ্দেশে সুরাপাণ করা হইল, এখন সর্ব্ব কনিষ্ঠারও তদুদ্দেশে সুরা পাণ করা যাউক।"

মহারাণী তখন রাজার সম্মুখে উপবিষ্টা, সহসা রাশিকৃত লোকের চক্ষু তাঁহার দিকে পতিত হওয়ায়, তিনি কোন প্রকার অস্বাভাবিকতা বোধ করেন নাই। তিনি অতি মাধুর্য্য ও নম্রতা সহকারে স্বীয় মস্তক ঈষৎ নত করিয়া রাজা ও সমাগত জনমণ্ডলীকে স্বীয় সম্মাননা প্রকাশ করিয়াছিলেন। †

রাজা উইলিয়েম মহারাণীর মাতাকে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই আগষ্ট, উইন্ডসরে আসিতে নিমন্ত্রণ করেন, এবং অনুরোধ করেন—যে ১৩ই রাণীর জন্ম দিন এবং ২১ শে তাঁহার,—অতএব তাঁহার জন্ম দিনের উৎসব শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে তথায় থাকিতে হইবে।—কিন্তু ১৫ই আগষ্ট মহারাণীর মাতার জন্ম দিন বলিয়া, তিনি লিখিয়াছিলেন যে "আমার জন্ম দিন উৎসবের পর ২০ শে তথায় যাইব"—ইহাতে উইলিয়েম মহা রাগ করিয়াছিলেন। ২০ শে তারিখে তাঁহারা আসিলে, রাজা উইলিয়েম অতিশয় যত্ন ও আহ্লাদ সহকারে ভিক্টোরিয়ার দুটী হস্ত ধারণ করিয়া বলিয়াছিলেন "তোমায় দেখিয়া আমি বড়ই প্রীত হইলাম, কিন্তু তুমি সতত এখানে আস না বলিয়া আমি বড় দুঃখিত।" এই কথা বলিয়া ভিক্টোরিয়ার মাতার দিকে ফিরিয়া কতকগুলি তীব্র বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ডাচেস্ অভ কেণ্ট ভিক্টোরিয়াকে সতত

† Greville's Memoirs Vol. III. Page 364.

রাজার নিকট যাইতে দিতেন না বলিয়াই যে তিনি রাগ করিয়াছিলেন, এবং অধীর ভাবে তাঁহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি এ কথা তাঁহার জন্ম দিনের উৎসবভোজের সময় স্পষ্টই প্রকাশ করেন। সে দিনও তিনি প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়ার প্রতি তাঁহার অসীম স্নেহভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার মাতার প্রতি এত তীব্রোক্তি প্রয়োগ করেন, যে উপস্থিত ব্যক্তিমাত্রেই তৎশ্রবণে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। মহারাণীর কোমল হৃদয়ে মাতৃ-নিন্দা, মাতৃতিরস্কার সহ্য হয় নাই, তিনি সর্ব্বসমক্ষে আকুল ভাবে রোদন করিয়াছিলেন। *

মহারাণীর মাতা একটী কথাও বলেন নাই,—নিস্পন্দভাবে উপবিষ্টা ছিলেন। বস্তুতঃ এ কার্য্যের জন্য আমরা মহারাণীর মাতাকে দোষ দিতে পারি না। পুত্রের প্রতি মাতার যত স্নেহ, তত আর কাহারও নহে,—তাই তিনি রাজার বা কাহারও নিকট নিশ্চিন্ত মনে তাঁহার স্নেহাধার কন্যাকে ছাড়িয়া দিতে পারিতেন না। তাঁহার মন সতত ভিক্টোরিয়ার অমঙ্গল ভাবিত। যিনি ইংলণ্ডের ভাবি অধীশ্বরী, তাঁহার জীবন যে পদে পদে কত বিপদসঙ্কুল তাহা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন।

পাঠক বোধ হয় অবগত আছেন, যে স্যাক্সকোবার্গের রাজা লিওপল্ড-ও তাহার পরিবারবর্গের সকলেরই বহুদিবসাবধি ইচ্ছা, যে প্রিন্সস ভিক্টোরিয়ার সহিত তাঁহার মাতুল পুত্রের † (ফ্রান্সিস্

---

* A Journal of the Reign of King William IV. by Greville Vol. III. Page 368.

† জর্জ্জ দি থার্ডের পাঁচ পুত্র, তাঁহার প্রথম পুত্র জর্জ্জ দি ফোর্থের একটি মাত্র কন্যা ছিলেন, তাঁহার নাম সারলটী। স্যাক্সকোবার্গের লিওপল্ডের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। লিওপল্ডের ভ্রাতুষ্পুত্র এলবার্টের সহিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিবাহ হয়। জর্জ্জ দি থার্ডের

চার্লস্ আগষ্টাস্ এলবার্ট এমানুয়েল) বিবাহ হয়। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার অনভিমতে ত এ বিবাহ হইতে পারে না, সুতরাং কিসে উভয়ের আলাপ হইবে, কিসে পরস্পরে পরস্পরের প্রণয় ভাজন হইবেন, ইহারই সদ্‌যুক্তি করিতে লিওপল্ড ও তাঁহার ভ্রাতা (প্রিন্স এলবার্টের পিতা) নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে মহারাণীর মাতা কোবার্গের ডিউক ও তাঁহার পুত্রদ্বয়কে কেসিংটন প্যালেসে আসিবার নিমন্ত্রণ করিলেন। ইহাই তাঁহাদের আলাপ ও পরিচয়ের প্রথম সুযোগ। কিন্তু এ নিমন্ত্রণের গুহ্য উদ্দেশ্য ভিক্টোরিয়া বা এলবার্ট কাহারও নিকট প্রকাশ করা হইল না। * তাঁহাদিগের মানসিক তরল স্রোতকে ইচ্ছামত প্রবাহিত করিবার প্রশস্ত উপায় দেওয়া হইল। পরের ইচ্ছায় যে প্রণয় হয় না, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, সেই জন্যই এই অভিনব নিঃস্বার্থ উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল।

সেই নিমন্ত্রণানুসারে ডিউক পুত্রগণ সহ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কেসিংটন রাজ-প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহারা প্রায় এক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রিন্স এলবার্ট যদিও গুহ্য বৃত্তান্ত কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিলেন বটে, তথাপি তিনি সে আশাকে হৃদয় মধ্যে স্থান দেন নাই। প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া যে তাঁহাকে বিবাহ করিবেন, ভালবাসিবেন, তাহা তিনি সহসা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই।

কেসিংটন হইতে প্রিন্স এলবার্ট প্রভৃতির প্রত্যাবর্ত্তনের অব্যবহিত পরেই, রাজা লিওপল্ড প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে তাঁহার মানসিক

চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ডের একমাত্র কন্যা আলেকজেণ্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া। আবার ভিক্টোরিয়ার মাতা রাজা লিওপল্‌ডের সহোদরা ভগ্নী।—সম্বন্ধ নির্ণয় পত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবেন।

* Memorabilia from Baron Stockmar's Papers.



শিল্প: এমবাঈ ৪ বৎসর বয়সে।

ভাব পত্র দ্বারা জ্ঞাত করেন। মহারাণী তাহার উত্তরে উক্ত রাজা বাহাদুরকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টতঃ প্রকাশ পায় যে প্রিন্স এলবার্টকে তিনি মনে মনে ভালবাসিয়াছেন, এবং তাঁহাকে বিবাহ করিতে তাঁহার সম্পূর্ণ ইচ্ছা আছে।†

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২৪ শে মে, আমাদিগের মহারাণীর অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমপূর্ণ হওয়ায় পার্লিয়ামেন্টের নূতন বিধি অনুসারে তিনি বয়োপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই উৎসব উপলক্ষে সমস্ত রাজ-কার্য্যালয়াদি বন্ধ ছিল এবং লণ্ডন মহানগরী আলোকমালায় বিভূষিত হইয়া এক অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছিল।

† I have only now to beg you my dearest uncle, to take care of the health of one now so dear to me, and to take him under your special protection. I hope and trust that all will go on prosperously and well on this subject now of so much importance to me

Letter of Princess Victoria to king Leopold (7th June 1836.)

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—— o ——

সিংহাসনাধিরোহণ।

ইংলণ্ডাধিপতি ৪র্থ উইলিয়মের, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টের আবশ্যকীয় সংস্করণ কার্য্য সমাপন করার পর হইতেই দিনে দিনে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইতে লাগিল। তাঁহার সেই সুদৃঢ় মন নিস্তেজ, ও দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িল। * অতি অল্প দিন মাত্র পীড়া ভোগের পর ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০ শে জুন রাত্রি দুইটার পর † উইন্‌ডসরে তিনি ইহ জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এই সময়ে রাজতনয়া ভিক্টোরিয়া কেসিংটন প্রাসাদে অবস্থান করিতে ছিলেন। রাজার মৃত্যু হইবা মাত্র কেণ্টারবেরীর বিশপ, লর্ড চেম্বারলেন, এবং মার্কুইস কানিংহাম প্রভৃতি কতিপয় লোক মহারাণীকে এই নিদারুণ সংবাদ দিতে কেসিংটন প্রাসাদাভিমুখে যাত্রা করিলেন। প্রত্যুষে ৫টার সময় তাঁহারা তথায় পৌঁছিয়া রাজকুমারীর পরিচারিকাকে বলিলেন "তাঁহারা কোন বিশেষ কার্য্যানুরোধে প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎ কামনা করেন" কিন্তু পরিচারিকা প্রথমতঃ তাঁহার সুখ শান্তিপ্রদায়িণী নিদ্রাভঙ্গ করিতে সাহসিনী হয় নাই, তৎপরে তাঁহাদের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, অগত্যা তাঁহাকে জাগরীত করিতে হইয়াছিল। মহারাণী তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, তখন তাঁহার পরিধান—সামান্য রাত্রি কালিন গাউন, অঙ্গে একখানি শাল এবং পদযুগলে মরক্কো

* Guizot's History of England Vol. III.

† New General Biographical Dictionary by Rev. Hugh James.

দীপার মাত্র ছিল। সেই রেশম পরিলাঞ্ছিত আলুলায়িত কেশ দাম পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, মস্তক অনাবৃত—চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। মহারাণী পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে সমাগত ব্যক্তিগণ তাঁহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ তাতের মৃত্যুর নিদারুণ সংবাদ দিতেই আসিয়াছেন। মহারাণী অনেক কষ্টে আপন হৃদয় সংযত করিয়া স্বায়ত্তাবলম্বন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। উইলিয়মের মৃত্যুতে তদীয় একমাত্র ভ্রাতষ্পুত্রী ভিক্টোরিয়ার কোমল করে সেই বিশাল রাজ্যের শাসন দণ্ড অর্পিত হইল। ‡ ২১ শে জুন বেলা একাদশ ঘটিকার সময় আমাদের পূজনীয়া মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যৌবনের প্রারম্ভে,—পূর্ণ অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়, কেন্সিংটন প্যালাসে—ইংলণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এবং বহুসংখ্যক দূরস্থ উপনিবেশ সমূহের রাজ্ঞী পদে মহা সমারোহে বরিতা হইলেন। কেবল মাত্র পুরুষ ভিন্ন অপর কেহ হ্যানোভারের রাজা হইতে পারিবেন না বলিয়া, তৃতীয় জর্জ্জের পঞ্চম পুত্র আরনেষ্ট—কাম্বারল্যাণ্ডের ডিউক,—হ্যানোভারের রাজা হইলেন। *

মহারাণী যে দিন সিংহাসনাধিরোহণ করেন, সে দিন রাজপ্রাসাদ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল; এবং সকলেই তিনি তাঁহাদিগের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ উৎসুক হইয়াছিলেন। একে তাঁহার অল্প বয়স, তাহাতে সাধারণের সহিত তিনি বড় একটা মিশিতেন না বলিয়া সকলেই তাঁহাকে সংসার জ্ঞানে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা বলিয়া জানিতেন। কিন্তু সে দিন তাঁহার স্বাভাবিক সরলতা, অমায়িকতা ও কার্য্যতৎপরতা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইয়াছিলেন, এবং সেই সকল কার্য্যের জন্য তিনি

‡ Life of william IV. Vol II.

* History of Engalnd,—by David Hume.

যতদূর সাধারণের বিস্ময় ও প্রশংশার পাত্রী হইয়া ছিলেন, তত কোন রাজা আর কখন হন নাই।

আরও আশ্চর্য্যের বিষয় যে মহারাণীর অবস্থার এরূপ আমূল পরিবর্ত্তনে, তাঁহার হৃদয়গত বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই—তাঁহার নবাবস্থার নূতনত্ব, বা অসীম অভাবনীয় জাঁকজমকে তাঁহার নয়ন ঝলসিত হয় নাই। বস্তুতঃ মহারাণী তাঁহার সেই অল্পবয়সে যেরূপ মানসিক অচল অটল তেজ দেখাইয়াছিলেন, সেরূপ কোন বৃদ্ধও রাজ্যাভিষেককালে দেখাইতে কৃতকার্য্য হন নাই। *

প্রথমতঃ আমাদের মহারাণী শোকসূচক আড়ম্বরশূন্য পরিধান পরিহিত হইয়া সমাগত জন মণ্ডলীকে অভিবাদন করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন, এবং পরিস্কার স্বরে সুন্দর তেজস্বিনী ভাষায় তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি সম্বন্ধীয় বক্তৃতাপাঠ করিলেন। তাঁহার সেই সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা শ্রবণে সকলেই প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বক্তৃতা পাঠ সমাপ্ত হইলে লর্ড চ্যান্সেলার তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা পত্র সাক্ষর করাইলেন। পূর্ব্ব মন্ত্রী ও প্রিভি কাউনসিলের সভ্যগণ নতজানু হইয়া সিংহাসন সম্মুখে সেই সাক্ষরিত প্রতিজ্ঞা পত্র পাঠান্তর রাজকার্য্যালয়ের শিল মোহর গুলি মহারাণীকে অর্পণ করিলেন। মহারাণী সে গুলি একবার মাত্র গ্রহণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন এবং তাঁহারাও স্ব স্ব পূর্ব্ব-পদ প্রাপ্তিতে সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ নবীনা রাজ্ঞীর কর-তল চুম্বন করিলেন।

যৎকালে তাঁহার খুল্লতাত রাজবংশীয় ডিউকদ্বয় জানু পাতিয়া তাঁহার কর চুম্বন করিতেছিলেন, তখন তাঁহার প্রফুল্ল বদন কমল লজ্জাজনিত চিহ্নের বিমিশ্রনে এক অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিয়া

* Greville's Jonrnal of the reigns of George IV and william. IV. Vol. III. Page 410.



ভারতেশ্বরীর অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রমের প্রতিমূর্ত্তি

ছিল। মহারাণী তাঁহাদিগের উভয়কেই সভক্তি চুম্বন দান করিয়া, সাসেক্সের বৃদ্ধ ডিউক বার্দ্ধক্য বশতঃ তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইতে অসমর্থ হইয়া লজ্জিত হইতেছিলেন দেখিয়া, তিনি তাঁহার সমীপ-বর্ত্তিনীহইয়া আপন আমায়িকতা ও নিরহঙ্কারিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাশি রাশি লোক তাঁহাকে অভিবাদন ও করচুম্বন করিতেছিলেন বলিয়া তিনি অল্প ব্যস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন প্রকার চিত্ত বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই—তখনও সেই ভাব, সেই কার্য্যতৎপরতা প্রভৃতি সমস্তই তাঁহার বদন প্রান্তরে পরিদৃশ্যমান হইতেছিল। তিনি সকল শ্রেণীর, সকল পদবীয় লোকের প্রতি সমভাবে আপন যত্ন প্রকাশ করিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী করেন নাই। অল্প বয়স্কা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এই গুরুতর কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন সম্বন্ধে কাহারও উপদেশ না লইয়া যেরূপ সুচারুভাবে সকল কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়।

পরিশেষে রাজমন্ত্রীগণ মহারাজ্ঞীর রাজ্যঘোষণা করিলেন, এবং পরদিবস রাজধানীর প্রকাশ্য স্থান সমূহে মহারাণী ভিক্টো-রিয়ার রাজ্যপ্রাপ্তির ঘোষণা পত্র সসমারোহে পঠিত ও প্রচারিত হইল।

মহারাণী ২২ শে জুন হইতে পার্লিয়ামেণ্টের নবাধিবেশন পর্য্যন্ত বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্যব্যতীত সাধারণ রাজকার্য্য পরিচালন করেন নাই, তাঁহার পরলোকগত জ্যেষ্ঠতাতের মৃত্যুজনিত শোকই তাহার অন্যতম কারণ এবং মহারাণী এই মর্ম্মে লর্ড এবং কমন্স্ সভায় সংবাদও প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়া, রাজ্ঞী হওয়ার পর ৯ইসেপ্টেম্বর প্রথম ইংলণ্ড দর্শনে বহির্গত হন, সে দিন তাহার অভ্যর্থনার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত ও মহা আড়ম্বর হইয়াছিল। অনেক ডিউক ডাচেস্ লর্ড লেডী প্রভৃতি

ইংলণ্ডের সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও রমণীগণ তাঁহার সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিলেন। সে দিন পথে মহাজনতা ও প্রত্যেক আনন উৎফুল্ল দৃষ্ট হইয়াছিল। রাজমন্ত্রী ও সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ দুইশত শকট আরোহণে রাজ শকটের অনুসরণ করিয়াছিলেন। মহারাণী সে দিবস লর্ড মেয়রের সহিত আহারাদি করেন। দিবা দুই ঘটিকার সময় তাঁহারা সমারোহ সহকারে বাকিংহাম রাজ প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইয়া সেণ্টপল কেথিড্রেল, গিলড্ হল প্রভৃতি পরিদর্শনের পর রাত্রি সার্দ্ধ অষ্ট ঘটিকার সময় প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গিলড্হলে একখানি অভিনন্দন পত্র পঠিত হইলে মহারাণী অতি মধুর ভাষায় মধুরভাবে তাহার উত্তর দেন এবং এতদুপলক্ষে তিনি লর্ড মেয়রকে ব্যারণেট এবং দুই জন সেরিফ্‌কে নাইট উপাধী প্রদান করিয়াছিলেন।

ডিসেম্বর মাসে মহারাজ্ঞী তাঁহার মাতার বার্ষিক বৃত্তি বর্দ্ধিত করিবার জন্য পার্লিয়ামেণ্টে প্রস্তাব করিলে তাহা সকলে আগ্রহের সহিত অনুমোদন করেন এবং একশ্চেকারের প্রস্তাব অনুসারে তাহা বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

মহারাণীর সিংহাসনাধিরোহণের প্রথম বৎসর ক্যানেডায় ভয়ানক বিদ্রোহিতা হয়,—দুই বৎসর শস্যের অবস্থা ভাল ছিল না এবং এক দল লোক যাহারা আপনাদিগকে চারটীষ্ট বলিয়া আখ্যাত করিত, তাহারা দেশে বিদ্রোহিতা ও বিশৃঙ্খলতা সংস্থাপন করিয়াছিল। শুনাযায় যে ম্যানচেষ্টারের নিকটবর্ত্তী কায়-সেলমুর নামক স্থানে ইহাদের একটী সমিতি হয়, তথায় না কি দুই লক্ষ লোক উপস্থিত হইয়াছিল। কয়েক জন রাজকর্ম্মচারী ও ইহা-দিগের দলে ছিলেন। প্রায় বিংশতি লোকের প্রাণ নাশ ও দল-কর্ত্তাদিগকে দ্বীপান্তরিত করায়, এবং আরও কতকগুলি, তন্ন্যান্য কারণে এ গোলযোগ মিটিয়া যায়।

প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়ার রাণী হইবার সময় প্রিন্স এলবার্ট বন্ (Bonn) নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি সেখান হইতে যে ইংলণ্ডের কোন সংবাদ রাখিতেন না, তাহা নহে,—বরং তথায় কোন দিন কি হইতেছে, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ সহকারে উৎকণ্ঠিত থাকিতেন।

প্রিন্সেস্ ভিক্টোরিয়ার রাজ্য প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই প্রিন্স এলবার্ট তাঁহাকে তাঁহার রাজ্যপ্রাপ্তি উপলক্ষে অতি সরল ভাবে স্বীয় আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপক একখানি পত্র লেখেন। ✝ তাহাতে তাঁহার হৃদয়গত ভাব সম্যক প্রকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

✝ Martin's Life of The Prince Consort Vol. I. Page 25.

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অভিষেক।

মহারাণীর সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে সাধারণ হৃদয়ে তাঁহার অভিষেকোৎসব সম্বন্ধে বড়ই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য জন্মিয়াছিল। যদিও ইতিপূর্ব্বে রাজললনার কোমল করে বৃটীশ রাজদণ্ড শোভা পাইয়াছিল বটে; কিন্তু মহারাণীর ন্যায় কোন অল্প বয়স্কা রাজ-কুলাঙ্গনা এ পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত রাজ্যের শাসনদণ্ড-ভার প্রাপ্ত হন নাই। যাহাই হউক, নানা কারণে সাধারণ হৃদয়ে যে এই সম্বন্ধে সাহানুভুতী ও অনুরাগ উদ্দীপিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৮ শে জুন অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হয়। সকলেই আশান্বিত চিত্তে ঔৎসুক্য ভাবে সেই দিনের আগমন প্রতীক্ষায় ছিলেন।

২৮ শে জুন এতদুপলক্ষে মহা জনতা হইয়াছিল। যে পথ দিয়া সমারোহ গমন করিয়াছিল, সেই পথের বাতায়ন দ্বার প্রভৃতি কয়েক ঘণ্টার জন্য দর্শকদিগকে উচ্চমূল্যে ভাড়া দেওয়া হয়। সেণ্ট জেম্স ষ্ট্রীটের বাড়ীগুলি এক দিনের জন্য দুই হাজার টাকা করিয়া ভাড়া হইয়াছিল এবং প্রত্যেক লোকের বসিবার আসন, স্থান বিশেষে দশ টাকা হইতে পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত বিলি হইয়াছিল। ধন্য ইংরাজ—ধন্য তোমাদের উৎসাহ! ধন্য তোমাদের আগ্রহ!

দিবা দশ ঘটিকার পর মহারাণী বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে

সমারোহ * সহকারে প্রকৃতি পুঞ্জের রাজভক্তি দর্শনে প্রীত হইয়া "কনষ্টিটিউসন হিল" "পিকাডিলি" "পলমল" "চেরিং ক্রস" "হোয়াইট হল" হইয়া পার্লামেন্ট ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়া "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবির" পশ্চিম দ্বারে সদলে উপনীত হইলেন।

---

* সমারোহের শ্রেণী বিভাগঃ—

১। সামরিক বাদ্যকরগণ বাদ্য করিতে করিতে অগ্রসর।

২। একদল বন্দুকধারী সুসজ্জীভূত সেনা।

৩। একদল নিস্কোসিত অসিধারী সেনা।

৪। চতুরশ্ব সংযোজিত শকটারোহণে বিদেশীয় মন্ত্রীগণ।

৫। ঐ রাজদূতগণ।

৬। একদল বন্দুকধারী সেনা।

৭। রাজমাতা ডাচেশ অভ কেন্ট চতুরশ্ব যোজিত শকট সমারূঢ়া।

৮। ডাচেশ গ্লশেষ্টার।

৯। কেম্ব্রিজের ডিউক এবং ডাচেশ।

১০। সাসেক্সের ডিউক।

১১। একদল অশ্বারোহী সেনা।

১২। দ্বাদশ খানি চতুরশ্ব সংযোজিত শকটারোহণে মহারাণীর নাবিক-গণ ও তাঁহাদের অধ্যক্ষ।

১৩। রাজবংশীয় সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণ।

১৪। একদল অশ্বারোহী সৈন্য।

১৫। একদল বন্দুকধারী সৈন্য।

১৬। অশ্বপৃষ্ঠে সামরিক কর্ম্মচারী ও এডিকং প্রভৃতি।

১৭। রাজশিকারী।

১৮। সম্ভ্রান্ত কৃষিজীবীগণ।

১৯। বনস্বামীগণ।

২০। একদল সামরিক বাদ্যকর।

২১। আটটী পিঙ্গলাভ শ্বেতবর্ণের তুরঙ্গম সংযোজিত সুন্দর রাজকীয় শকটারোহণে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

সভাগৃহ অতি রমণীয় রূপে সজ্জিত হইয়াছিল। এই উৎসবে রাজ্যের প্রায় সমস্ত সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও মহিলাগণ এবং রাজ্ঞীর বিদেশীয় অনেক আত্মীয় কুটুম্ব উপস্থিত ছিলেন। ইংরাজ-কুল-ললনাগণের মনোহর রূপ বিভা, ও বসন ভূষণের চাক্‌চিক্যে সভাস্থল উজ্জলিত হইয়াছিল।

যখন এই অপরূপ সভাস্থলে আমাদের প্রতিষ্ঠান্বিতা ভাগ্যবতী মহারাণী ভিক্টোরিয়া সুন্দর সুবর্ণ মণ্ডিত কারুকার্য্য সম্বলিত প্রগাঢ় লোহিত বর্ণের মক্‌মলের পরিচ্ছদ পরিহিতা হইয়া গলদেশে অর্ডার অবদি গার্টার, থিসল, বাথ, সেণ্ট পাট্রীক এবং মস্তকে সুবর্ণ কিরীট +

২২। ডিউক বক্লিউ অনুচরবর্গসহ অশ্বপৃষ্ঠে ধাবমান।

২৩। একদল পদাতিক সৈন্য।

তদ্‌পশ্চাৎ সংখ্যাতিরিক্ত শকটে লণ্ডনস্থ পুরুষ ও মহিলা ও তাহার পশ্চাতে পদব্রজে আনন্দ রোল করিতে করিতে মহাজনতা। এতদ্ভিন্ন পথের উভয় পার্শ্বে পুলিশ প্রহরা তাহাদের অধ্যক্ষগণ সহ দণ্ডায়মান ছিল। এই বহু ক্রোশ ব্যাপি সমারোহ অতি শৃঙ্খলার সহিত গমন করিয়াছিল।

+ রাজা চতুর্থ জর্জ্জের মুকুটটী অত্যন্ত ভারি বলিয়া মহারাণীর জন্য একটী নব মুকুট নির্ম্মিত হয়। মেসার্স রণ্ডেল এণ্ড ব্রিজ কোম্পানির দ্বারা ইহা অতিশয় পারিপাট্যের সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই রজত মুকুটটী নীলবর্ণের মখমলের টুপি দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহা আবার রত্নরাজি খচিত। এই মুকুটটীর উপরিভাগে একটী রত্নরচিত ক্রুসাকৃতি অতি মনোহর ভাবে স্থাপিত। তাহার মধ্যস্থলের উপরিভাগে এক খানি জ্যোতিষ্মান নীলকান্ত মণি এবং মুকুটের চতুর্দ্দিকে একটী করিয়া বড় মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তা; তাহার পরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রত্নকুঞ্জ একএকটী ক্রুসের আকারে দেদীপ্যমান। "ব্ল্যাকপ্রিন্স" যে লোহিত প্রস্তর খানি মুকুটের সম্মুখভাগে পরিতেন, এ মুকুট মধ্যে সেটীও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে সময়ে জগত বিখ্যাত ভারতীয় অমূল্য নিধি "কহিনুর" রাজ ভাণ্ডার গত হয় নাই, নতুবা সেইটীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্টত্ব লাভ করিত। মুকুটটী সর্ব্বসমেত ওজনে প্রায় দেড় সের।

সুশোভিণী হইয়া ধর্ম্ম যাজক ও ইংলণ্ডের শীর্ষ স্থানীয় স্ত্রী পুরুষ ও মহিলা কুল পরিবৃতাবস্থায় সভাস্থলে উপনীত হইলেন ; যখন ঘোর নিনাদে গভীর গর্জ্জনে চতুর্দ্দিকস্থ দুর্গ হইতে তোপধ্বনি হইতে লাগিল, সৈন্যগণ সামরিক প্রথানুযায়ী বন্দুক উত্তোলন করিয়া রাজসম্মান প্রদান করিল, ব্রিটীশ রাজের সিংহবাহিনী বিজয় বৈজয়ন্তি কাঁপিয়া উঠিল, মধুর তালে সামরিক বাদ্যকরেরা জাতীয় গীত বাদিত করিল, তখন সেই মনোহর সভাস্থল বস্তুতই এক চিত্তোন্মাদিনী অদ্ভুত ভাব ধারণ করিয়াছিল।

যথা সময়ে ধর্ম্মযাজকগণ কর্তৃক যথা রীতি অভিষেক ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে নবীনা রাজ্ঞী-শিরে অভিনব রাজ মকুট সংস্থাপিত হইল। তদনন্তর প্রিন্সগণ সিংহাসণ সোপানে আরোহণ পুর্ব্বক আপনাপন কিরীট উম্মোচন করিয়া নত জানু হইয়া রাজ সম্মান প্রদান করিলেন, পরে মহারাণীর শীরস্থ মুকুট স্পর্শ করিয়া তাঁহার বাম গণ্ড চুম্বন করিলেন। তাহার পরে ডিউক, মার্কুইস আরল্, ভাইকাউন্ট ও ব্যারণগণ আপনাপন পদমর্য্যাদানুসারে ক্রমান্বয়ে পরে পরে নতজানু হইয়া রাজসম্মান অর্পণ পূর্ব্বক মহারাণীর কর চুম্বন করিলেন। বৃদ্ধ লর্ড রোল সিংহাসন সোপানে উঠিতে যাইয়া পড়িয়া যাইবার সময় মহারাণী শশব্যস্তে সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া হস্ত প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে যাহাতে আঘাত লাগিতে না পারে, এই আশায় ধরিতে গিয়াছিলেন। মহারাণীর সরল ভাব ও দয়ার ইহাও একটী বিশেষ প্রমাণ। অবশেষে ফ্রান্সের চির গৌরব—ইংলণ্ডের প্রধান শত্রু—নেপোলিয়ন-দর্পহারী ডিউক ওয়েলিংটন মহা আনন্দিতচিত্তে রাজ সম্মান অর্পণ করিলে কমনৃসভার সভ্যেরা উৎফুল্ল বদনে 'ঈশ্বর রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়াকে রক্ষা করুন' বলিয়া নয় বার আনন্দ ধ্বনি করেন। সভাস্থলে ২৪৫ জন সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও ২৫৮ জন মহিলা

উপস্থিত ছিলেন। আর কোন রাজার অভিষেক কালে এতাধিক মান্য গণ্য লোকের একত্র সমাবেশ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না।

উৎসব সমাপনান্তে মহারাণী অনেক সম্ভ্রান্তব্যক্তিদিগকে লইয়া আহারাদি ও আমোদ প্রমোদ করেন। এই উৎসব উপলক্ষে ডিউক ওয়েলিংটন একটী মহাভোজ (বল্‌) দিয়াছিলেন, তাহাতে দুই সহস্র ব্যক্তি প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহারাণীর খাস মন্ত্রী-গণের মধ্যেও অনেকে "বল্‌" দিয়াছিলেন। রজনীতে আলোকমালা অগ্নি ক্রীড়া এবং হাইড পার্কে একটী মেলাও হইয়াছিল। সে দিন সাধারণে বিনা মূল্যে সকল নাট্যশালায় প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বেলুন যন্ত্র উঠিবার সময় একটী মাত্র দুর্ঘটনা হয়, নতুবা এতাদৃশ বহুজনতা সত্ত্বেও একটীও দুর্ঘটনা হয় নাই। এই অভিষেক উৎসব সম্পাদনার্থ রাজকোষ হইতে সাত লক্ষ্য টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল।

৬ই জুলাই এতদুপলক্ষে সৈনিক গণের একটী কৃত্রিম যুদ্ধ প্রদর্শিত হয়, তাহাতে আমাদের মাননীয়া মহারাণী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। ১৩ই জুলাই মিউনিসিপাল সভা বিদেশীয় রাজদূত ও নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে গিল্‌ড্‌হলে একটী প্রীতিভোজ দিয়াছিলেন, তাহাতে প্রায় ছয়শত নিমন্ত্রিত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

অভিষেক উপলক্ষে অনেককে উপাধি বিতরিত হইয়াছিল। ঊনত্রিংশ জন লোক নূতন ব্যারণেট হইয়াছিলেন, এবং আরল্‌ লিটন বুলওয়ার সাহিত্য ও জন ফ্রেড্রিক উইলিয়েম হার্সেল দর্শনোন্নতির জন্য পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন অনেকের পদোন্নতি এবং অনেকে নাইট উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ফলতঃ এ উৎসবে সকল সাম্প্রদায়িক লোকই সুখী হইয়াছিলেন। *

* Courts & Cabinets of William IV and Victoria Vol II Page 349.

৪ টা সেপ্টেম্বর বেলজিয়মাধিপতি রাজা লিওপল্‌ড সস্ত্রীক ইংলণ্ডে আগমন করেন। ১৮ই সেপ্টেম্বর তাঁহাদের সন্তোষার্থ উইণ্ডসরের উদ্যানে সৈনিক প্রদর্শনী হইয়াছিল। মহারাণী অর্ডার অবদি গার্টার বেশ ভুষায় ভূষিতা হইয়া তদ্দর্শনে অশ্বপৃষ্ঠে সমারূঢ়া হইয়া উপস্থিত হন। রাজা লিওপল্‌ড ফিল্‌ড মার্শেল বেশে তাঁহার দক্ষিণে, লর্ড হিল সৈন্যদিগের নায়করূপে এবং ডিউক ওয়েলিংটন ও লর্ড পামারষ্টন্ পশ্চাৎভাগে দণ্ডায়মান ছিলেন। রাজা লিওপল্‌ড দুই পক্ষ কাল ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া পরম প্রীত হইয়া স্বদেশ যাত্রা করেন।

এই সময়ে এলবার্টের সহিত মহারাণীর বিবাহ হইবার কথা সাধারণ জনশ্রুতি হইয়া উঠে। কিন্তু যাহাতে আপাততঃ সাধারণের চক্ষু এলবার্টের উপর পতিত না হয়, এই অভিপ্রায়ে তাঁহার পিতৃব্যেরা তাঁহাকে কিছু দিনের জন্য দেশ পর্য্যটনে পাঠাইবার স্থির করিলেন। এই সময়ে বিদ্যালয়ের ছুটী ছিল,—প্রিন্স এই অবকাশ কাল সুইজারল্যাণ্ড,ইটালী প্রভৃতি দেশের স্বাভাবিক শোভা সন্দর্শনে নিরত হইলেন। কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পবিত্র ছবি ক্ষণকালের জন্যও তাঁহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয় নাই—তিনি তাঁহার একমাত্র হৃদয়ের উপাস্যদেবীর সন্দর্শন লালসায় গোপনে গোপনে যে অসহ্য উৎকণ্ঠা সহ্য করিতেছিলেন, তাহা ইটালী বা সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক শোভা, সান্ত্বনা করিতে পারে নাই। যদ্যপি প্রকৃতি ভাণ্ডারের যাবতীয় সৌন্দর্য্যরাশির সমষ্টি একত্রিত করিয়া মোহন ভঙ্গিতে তাঁহার নয়নদর্পণে প্রতিবিম্বিত করান হইত, তাহা হইলেও হয় ত তাহারা সান্ত্বনা হইত না, সে মুর্ম্মুর দাহন হইতে পরিত্রাণ পাইতেন না।

কিছু দিবস পরে উপযুক্ত সময় বুঝিয়া মহারাণীর পিতৃব্য তাঁহার বিবাহের প্রকাশ্য প্রস্তাব করিলেন। মহারাণী এ সময়ে

অনেক বিবেচনার পরেও কোন বিশেষ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন নাই, বরং বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি দেখিলেন,—তিনি স্বয়ং অল্পবয়স্কা—প্রিন্স এলবার্টও তাহাই—তখনও সাবালকত্ব প্রাপ্ত হন নাই। পাছে সাধারণ লোকে এ বিবাহকে অসিদ্ধ বিবেচনা করে, এই বিষয়ে তাঁহার ঘোরতর সন্দেহ জন্মিয়াছিল।* বস্তুতঃ মহারাণীর এইরূপ দূরদর্শিতার আমরা প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি না।

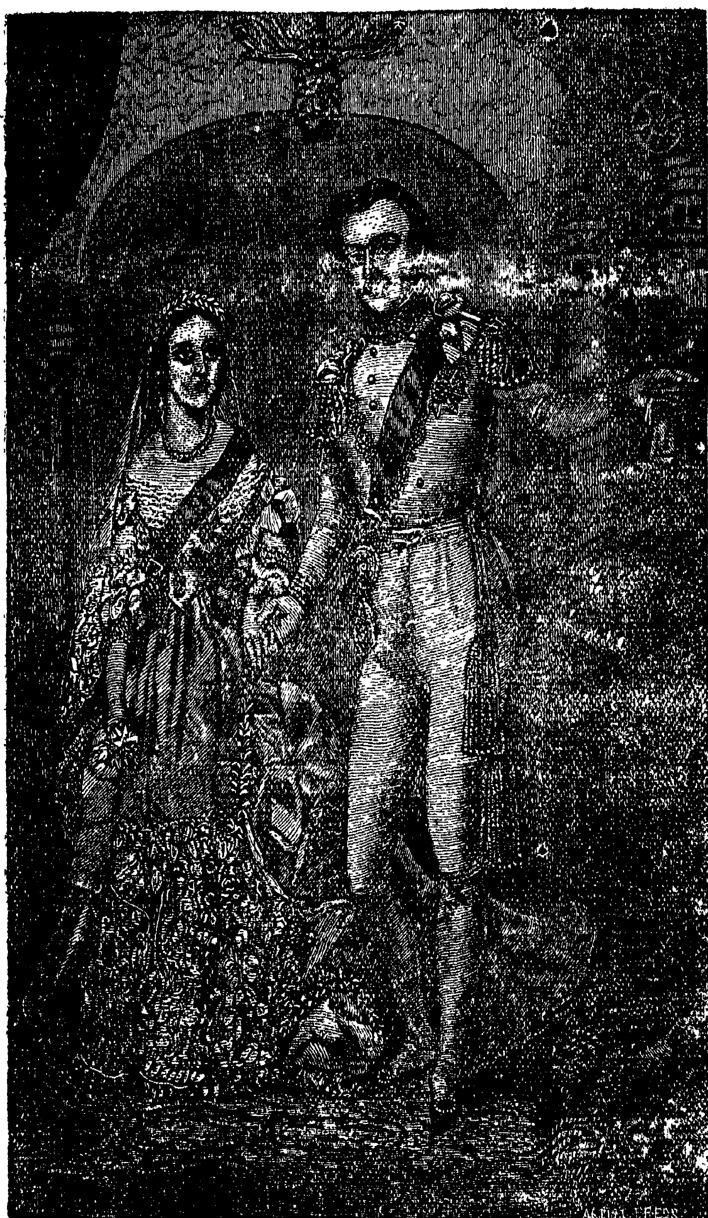
বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষ করিয়া প্রিন্স এলবার্ট আবার ইটালী প্রদেশ পরিভ্রমণে গমন করেন। এই সময় মহারাণী তাঁহার অতি বিশ্বাসী বন্ধু ব্যারণ ষ্টক্মারকে তাঁহার সহিত প্রেরণ করেন। পর্য্যটনান্তে প্রিন্স এলবার্টের কোবার্গে প্রত্যাবর্ত্তনের অতি অল্প দিন পরেই ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ২১শে জুন সমারোহ সহকারে তাঁহার ভ্রাতার বয়োপ্রাপ্তি কার্য্য সম্পাদিত হয়। প্রিন্স এলবার্টের তখন বয়োপ্রাপ্তির সময় পূর্ণ না হইলেও—কর্ত্তৃপক্ষদিগের অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহারও সাবালকত্ব ঘোষণা করা হইয়াছিল। প্রিন্স ইহাতে মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।†

ব্যারণ ষ্টক্মার ইটালী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, প্রিন্স এলবার্টের চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যে সন্তোষপ্রদ ধারণা হয়, তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার চরিত্র সম্বন্ধে শতমুখে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার লেখনী সহস্র ধারে তাহা গীত করিয়াছে।‡

* Martin's Life of The Prince Consort Vol. I. Page 26.

† Martin's Life of the Prince Consort Vol. I. Page 32.

‡ See The Memoirs of Baron Stockmar during the Italian tour.



বিবাহের দিন মহারাণী ও প্রিন্স এলবার্ট

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বিবাহের প্রস্তাব ও বিবাহ।

এদিকে মহারাণী বিবাহ করিতে যত কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন,—কাহাকে বিবাহ করা স্থির, সাধারণে তাহা যত বুঝিতে পারিতেছিল না, ততই তাঁহার বিবাহ লইয়া আবার নূতন করিয়া আন্দোলন হইতে লাগিল। ঘরে বাহিরে নানা প্রকার ষড়যন্ত্র হইতে লাগিল। যদিও এ সকল ষড়যন্ত্রে কোন ফল নাই, তাহা জানা ছিল, তথাপি সে সকলের মূলচ্ছেদ ও চিরবিনাশ সাধন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিল।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া যদিও মনে মনে এলবার্টকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, যদিও তিনি তাঁহাকে অন্তরে অন্তরে ভালাবাসিতেন, যদিও তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে, এলবার্ট ব্যতীত অপর কাহাকেও তিনি বিবাহ করিবেন না, তথাপি তিনি বিবাহে কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। *

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সহিত প্রথম সাক্ষাতের তিনটী বৎসর পরে প্রিন্স এলবার্ট ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের ১০ ই অক্টোবর উইণ্ডসর ক্যাসলে উপস্থিত হইলেন, বিবাহের বিলম্ব হেতু প্রিন্সের নিদারুণ চঞ্চলতা দর্শনে মহারাণী বিলম্বের কথা অনন্যোপায় হইয়া হৃদয় হইতে অপসারিত করিতে বাধ্য হইলেন।

এই তিন বৎসরের পর এলবার্টকে দেখিয়া তিনি প্রকৃতই তাঁহার নিরুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়াছিলেন, ইতিপূর্ব্বে যাহা

* Martin's Life of the Prince consort Vol. I. Page. 37.

দেখিয়াছিলেন; এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক সৌন্দর্য্য দেখিলেন, বস্তুতঃ যৌবনের প্রারম্ভে তাঁহার সৌন্দর্য্যের প্রকৃতই পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল। †

প্রিন্স এলবার্টের রূপ ও গুণে নিতান্ত প্রীত হইয়া মহারাণী তাঁহার পিতৃব্যকে সরলান্তঃকরণে প্রিন্সের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়গত ভাব সুস্পষ্টই প্রকাশ পাইয়াছিল। ‡

১৪ ই অক্টোবর মহারাণী তাঁহার মনোভাব লর্ড মেল্‌বোরণ্‌কে জ্ঞাত করিলেন; তিনি এ সংবাদে সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং আরও বলেন যে, দেশস্থ সমস্ত লোক এ সংবাদে নিরতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিবেন। মহারাণী রাজা লিওপল্‌ডকে এ শুভ সংবাদ পরিজ্ঞাত করিতে আর বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিলেন না। বহুদিবসাবধি সযত্ন পরিপোষিত আশার আকস্মিক সফলতা দর্শনে তিনি যে নিরতিশয় সুখানুভব করিয়াছিলেন, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। *

প্রিন্স এলবার্টের স্বদেশ প্রত্যাগমন করিবার পর, আর কাল বিলম্ব করা হইল না। ২৩ শে নভেম্বর বাকিংহাম প্যালেসে প্রিভি কাউনসিলের একটী অধিবেশন হইল। ইহাতে অশীতিজন লোক

---

† General Grey's Early Years Page. 223.

‡ এ কথায় আমাদের মিরন্দার ফার্দ্দিনন্দকে প্রথম সন্দর্শনের সরল মধুমাখা কথা গুলি স্মরণ হয়, যথা ;—

"I might call him
A thing divine, for nothing natural
I ne'er saw so noble—''Tempest.

প্রস্‌পেরোর ন্যায় রাজাও হয় ত তাঁহাদের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া ভাবিয়াছিলেন ;—

"It goes on I see
As my Soul prompts it"— Tempest.

* Martin's Life of The prince Consort Vol. I. Page 37.

উপস্থিত ছিলেন। প্রত্যেকেই প্রিন্স এলবার্টের সহিত বিবাহ প্রস্তাবে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া মহারাণীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। এ সংবাদ যদিও সাধারণকে জ্ঞাত করান হয় নাই; তথাপি তাহারা কিরূপে তাহা জানিতে পারায়, মহারাণী প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইবামাত্র, মহা আনন্দ ধ্বনি করে। ১৬ই জানুয়ারি মহাসভা পার্লিয়ামেণ্টে ইহা অপেক্ষা আরও ন্যায় সঙ্গত বিধিমত ঘোষণা করা হয়। সে দিন বাকিংহাম প্যালেস হইতে ওয়েষ্টমিনিষ্টার পর্য্যন্ত পথের দুইপার্শ্ব লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। মহারাণী আপন সমুজ্জল সিংহাসনে উপবেশন করিয়া এই পরিণয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঘরে, বাহিরে, পথে, ঘাটে, মাঠে, বাজারে, যে যেখানে ছিল, সে সেই স্থান হইতেই আপনাপন সহানুভূতি সূচক আনন্দ ধ্বনি করে। স্বনামখ্যাত সার রবার্টপীল বলিয়াছিলেন, "আমি কায় মনে আশা করি যে আকাঙ্ক্ষিত বিবাহে মহারাণীর ভবিষ্যত জীবন চিরসুখে পূর্ণ হইবে, এবং এই বিবাহে সাধারণে বৈবাহিক সুখের উচ্চাদর্শ দেখিতে পাইবে।" ‡

রবার্ট পীলের আশা সফল হইয়াছিল, যাহা স্বর্গীয় প্রণয়, যে প্রণয় বহু তপস্যার ফল; আমাদের ভারতেশ্বরী সেই অলোক সামান্য প্রণয় রত্নের অধিকারিণী ছিলেন, কিন্তু নিদারুণ কাল তাহা সহ্য করিতে পারিল না, অকালে তাঁহার প্রণয়াধার হরণ করিল, সেই কোমল প্রাণে অসহ্য ব্যথা দিল, জগৎ অভিনব চিত্র—পাতিব্রত্যের জীবন্ত ছবি দেখিল, ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর তপস্যা বুঝিল, মরভুবন দেবী হৃদয় দর্শনে পুলকিত হইল।

বিবাহ-সন্ধি বন্ধনের সময়, ব্যারণ ষ্টকমার প্রিন্স এলবার্টের

‡ Sir Robert Peel's Address of Congratulation.

পক্ষ সমর্থন করিতে তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপে ইংলণ্ডে আসেন। এন্‌সন্ নামক এক ব্যক্তি এলবার্টের প্রাইভেট সেক্রেটরী নিযুক্ত হন, এবং পার্লিয়ামেন্টের মহাসভা কর্ত্তৃক প্রিন্সের নিজ খরচের জন্য বার্ষিক ৩০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ তিন লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত হয়।

বার্ষিক এই সামান্য টাকা তাঁহার জন্য নির্দ্ধারণ হওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া মহারাণীকে এক পত্র লেখেন, কিন্তু তাহাতে আরও লেখাছিল যে, 'আমি যতক্ষণ তোমার প্রণয় অধিকার করিব, ততক্ষণ এ সকল কিছুতেই আমায় অসুখী করিতে পারিবে না।' †

লর্ড টরিংটন এবং জেনারল গ্রে প্রিন্‌স এলবার্টকে সঙ্গে করিয়া লণ্ডনে আনিবার জন্য গোথায় গমন করেন। তাঁহারা গার্টার খেলাতের বাহক হইয়া গিয়াছিলেন। প্রিন্‌সকে লণ্ডনে আনিবার পূর্ব্বে সেই খেলাত দিবার আদেশ ছিল, সেই আদেশানুযায়ী ২৩ শে ডিসেম্বর মহা ধুমধামের সহিত গোথায় প্রিন্‌স এলবার্টকে উক্ত খেলাত প্রদত্ত হয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রিন্স এল্‌বার্ট ডোভারে উপস্থিত হইলেন, সেখান হইতে তিনি মহারাণীকে যে পত্র লেখেন, ‡ তাহাতে তাঁহার হৃদয়গত ভাব কতকটা বুঝিতে পারা যায়, এবং তিনি যে

† Letter from Prince Albert to Her Mejesty from Brussels (1st Feb. 1840.)

‡ It is thus the Prince writes to the Queen from Dover (7th February 1840.)

" * * Now am I once more in the same country with you. What a delightful thought for me! * * * "It will be hard for me to have to wait till to-morrow evening. Still our long parting has flown by so quickly, and to-morrw's dawn will soon be here. * * *—"

মহারাণীকে কিরূপ আকুল প্রাণে ভালবাসিতেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। ৭ই ফেব্রুয়ারি তিনি ক্যাণ্টারবেরিতে ছিলেন, পর দিন বাকিংহাম প্যালেসে উপনীত হইলেন। তিনি সাধারণ কর্ত্তৃক যেরূপ সম্মানিত হন, তাহাতে বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, এ বিবাহে সাধারণ প্রজামাত্রেই সুখী—এ বিবাহে কাহারও অমত নাই।

৯ ই ফেব্রুয়ারি রবিবার উপাসনা কার্য্য সমাধান্তে কুমার মহারাণীকে হীরক ও পান্না খচিত একটী কণ্ঠাভরণ উপহার দেন, ভারতেশ্বরী কর্ত্তৃক প্রিন্সকে তদ্বিনিময়ে হিরণ্ময় গার্টার, বক্ষভূষণ তারকা, এবং সম্মান সূচক পদক (badge) অর্পিত হয়।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই ফেব্রুয়ারি আমাদের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া প্রিন্স এলবার্টের সহিত পবিত্র পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। প্রিন্স এলবার্ট মহারাণী অপেক্ষা প্রায় তিন মাসের ছোট। *

বিবাহের দিন প্রাতঃকালে অত্যন্ত কুজ্ঝটিকা ও অল্প অল্প বৃষ্টি হইয়াছিল, তথাপি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নবদম্পতীকে দেখিবার নিমিত্ত পথে কাতার দিয়া লোক দাঁড়াইয়াছিল। †

পথের উভয় পার্শ্বের ছাদ বারান্দা গবাক্ষ প্রভৃতিতে এক এক জনার বসিবার আসন এক টাকা হইতে তিন টাকা পর্য্যন্ত ভাড়া হইয়াছিল। ১১টা ৫ মিনিটের সময় প্রিন্স এলবার্ট তাঁহার পিতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর ও আরও অনেকানেক সম্ভ্রান্ত লোক সমভিব্যাহারে বাকিংহাম প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইলেন, সে সময়ে দর্শকমণ্ডলী সঘন আনন্দ ধ্বনি করে। বেলা দ্বিপ্রহর ১৫ মিনিটের সময় আমাদের মহারাণী বহির্গত হইলে, তাঁহাকে দেখিয়া দর্শক

* Hume's History of England.

† Martin's Life of the Prince Consort Vol. I. Page. 66.

মণ্ডলী আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছিলেন। প্রিন্স এবং মহারাণী উভয়েই মহা সমারোহ সহকারে সেণ্ট জেমস প্রাসাদে গমন করিয়াছিলেন। এখন মহারাণীর মস্তকে মুকুট নাই—কেবল মাত্র এক গাছি নেবু ফুলের মালা, কর্ণে হীরণ্ময় এয়ারিং এবং কণ্ঠে হীরণ্ময় হার ব্যতীত অন্য কোন অলঙ্কার ছিল না, ইহাতেই তাঁহাকে অতীব পরিপাটী দেখাইতেছিল। সেণ্ট জেমস্ প্রাসাদ অতি রমণীয় ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল, শরীররক্ষী সেনা, পদাতিক ও অশ্বারোহি সৈন্য, সামরিক বাদ্যকর প্রভৃতিরা সুশ্রেণীবদ্ধ ভাবে দণ্ডায়মান হওয়ায় অতি সুন্দর দেখাইতেছিল। প্রাসাদের তল ভূমি সমস্তই সুন্দর মূল্যবান কার্পেট দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়াছিল। প্রত্যেক নিমন্ত্রিত ব্যক্তিকে সুন্দর মখ্মলাবৃত আসন প্রদত্ত হয়। প্রিন্স ও মহারাণীর সুবর্ণ খচিত সুন্দর কারুকার্য্য সম্বলিত মখমল আচ্ছাদিত আসন শোভা পাইতেছিল। মহারাণী আসিবামাত্র সামরীক বাদ্যকরদিগের দ্বারা "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" বাদিত হইল। পরে তিনি প্রিন্সের সহিত একাসনে উপবিষ্ট হইলে ক্যাণ্টারবেরির বিষপ্ যথা বিধি তাঁহাদিগকে বৈবাহিক প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিলেন।

বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হইলে রাজদম্পতী রাজকীয় পুস্তকে বিবাহ সম্বন্ধীয় সাক্ষরাদি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে সাধারণ জনতা তাঁহাদিগকে একত্রে দেখিয়া পুনর্ব্বার পূর্ব্বমত আনন্দধ্বনি করেন। তাঁহারা প্রীতিভরে ঈষৎ মস্তক অবনত করিয়া প্রত্যাভিবাদন করিতে থাকেন। এই সময় রাজদম্পতীর পরমাহ্লাদ দেখিয়া প্রকৃতি সতী যেন আর বিষন্ন ভাবে থাকিতে লজ্জিত হইতে লাগিলেন। মেঘমালা পরিষ্কৃত হইয়া বেলা চারিটার সময় দিবাকর আপন সুবর্ণ ময় কিরণজাল বিস্তার করিয়া উঠিলেন! ‡

‡ The Times (London) 11th Fabruary 1840.

বিবাহের পর তিন দিবস মহারাণী স্বামী সহ উইণ্ডসর ক্যাসেলে অবস্থান করেন, তাহার পর পরম সুখী নব দম্পতীযুগল লণ্ডনে আসিলেন। লণ্ডনে তাঁহারা মহা সভা কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন। ১৯ শে ফেব্রুয়ারি একটী লিভি (Levee) হইয়াছিল, তাহাতে প্রিন্স এলবার্ট মহারাণীর বামপার্শ্বস্থ আসন গ্রহণ করেন, সেই পর্য্যন্ত তিনি মহারাণীর বামাসন গ্রহণ করিতেন। ২৫ শে ফেব্রুয়ারি রবিবার মহারাণী স্বামীসহ রাজকীয় ধর্ম্মালয়ে প্রথম ঈশ্বরোপাসনা করেন।

বিবাহের অল্পদিন পরেই স্বামী প্রেমানুরক্তা মহারাণী এলবার্টের নিঃস্বার্থ প্রণয়দর্শনে পুলকিত হইয়া লিখিয়াছিলেন, "স্বামী যে কি প্রিয় ও অমূল্য রত্ন, তাহা বুঝিয়াছি। যিনি আমার জন্য স্বদেশ পিতা, ভ্রাতা, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ঈশ্বর করুন আমি যেন তাঁহাকে সুখী করিয়া সুখানুভব করিতে পারি। সাধ্যমতে তাঁহাকে সুখী করিতে আমি কখনই বিরত হইব না। এ পৃথিবীতে আমার প্রাণাধিক প্রিন্স এলবার্ট অপেক্ষা পবিত্র ও উন্নতমনা ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই।" * বস্তুত ইহা অপেক্ষা পবিত্র প্রেমের সুচারু জ্বলন্ত নিদর্শন সংসারে নিতান্ত বিরল।

The Queen's Journal, Quoted in Early Years Page 312.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

---o---

নবদম্পতী।

বিবাহের পর কিছু দিবস অতিসুখে নিরাপদে অতিবাহিত হইল, এবং দিন দিন উভয়ে উভয়ের প্রেমে সমধিক অনুরক্ত হইতে লাগিলেন। কিন্তু অতিসুখের সময়ও আপদ বিপদ কাহাকেও ভুলিয়া থাকে না, আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া সে সুখের ব্যাঘাত জন্মাইতে কুণ্ঠিত হয় না। ২০ শে এপ্রেল প্রিন্স এলবার্ট অশ্ব হইতে পতিত হইয়াছিলেন, তাঁহাকে যদিও কোন বিশেষ আঘাত লাগে নাই, তথাপি মহারাণী তাঁহার পতন সংবাদ শ্রবণে বিশেষ ভীতা হইয়াছিলেন।

বিবাহের অল্পদিন পরেই ডাচেশ অব কেণ্ট সতন্ত্র আবাসে বাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি প্রায় প্রত্যহই ভারতেশ্বরীকে দেখিতে আসিতেন। এই সুখের সময়ে সুখের দিনে. ১০ ই জুন মহারাণী অশ্বযানারোহণে ভ্রমণ করিতে ছিলেন, এমত সময়ে রহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া অক্সফোর্ড নামক এক ব্যক্তি দুইবার গুলি করে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সৌভাগ্য বশতঃ কোনটীই তাঁহাকে লাগে নাই। বিচারে তাহার জ্ঞানের বিকৃতাবস্থা প্রমাণ হওয়ায়, অক্সফোর্ডকে যাবজ্জীবন পাগ্লা গারদে আবদ্ধ রাখিবার আদেশ হয়।

১১ ই আগষ্ট প্রথমবার প্রিন্স এলবার্ট মহারাণীর সহিত পার্লিয়ামেণ্ট সভায় উপস্থিত হয়েন। ২৭ শে আগষ্ট প্রিন্সের জন্ম দিন উপলক্ষে বেশ সমারোহ হইয়াছিল। ভোজ নৃত্য গীতাদির ত্রুটী হয় নাই। রজনীতে লণ্ডন নগরী আলোকমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। ১১ ই সেপ্টম্বর প্রিন্স প্রিভি কাউন্সিলের একজন সভ্য নিযুক্ত হন।

১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২১ শে নভেম্বর অর্থাৎ মহারাণীর শুভ বিবাহের ঠিক দশ মাস পরে বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে মহারাণীর প্রথম কন্যা প্রিন্‌সেস রয়েলের জন্ম হয়। মহারাণী বলেন,—পুত্র না হইয়া কন্যা হইল বলিয়া প্রিন্স এল্‌বার্ট অতি অল্পক্ষণ মাত্র বিষাদিত হইয়াছিলেন। *

সূতিকাগারে, প্রিন্‌স কন্‌সর্ট (এলবার্ট) মহারাণীর বিশেষ সেবা সুশ্রুষা করিয়াছিলেন। তিনি এক দণ্ডও কোথাও যাইতেন না, এমন কি অতি সামান্য ক্ষণের জন্য ভ্রমণ করিতে যাইবারও প্রবৃত্তি হইত না। তিনি স্বয়ং তাঁহাকে শয্যা হইতে উত্তোলন করিতেন, এবং এক শয্যা হইতে অপর শয্যায় শয়ন করাইতেন। যে পর্য্যন্ত মহারাণী আহার কালে তাঁহার সহিত যোগদান করিতে সক্ষম হন নাই, সে পর্য্যন্ত প্রিন্স কন্সর্ট কেবল মাত্র মহারাণীর মাতার সহিত আহার করিতেন। মহারাণী তাঁহার অসীম যত্নে প্রীত হইয়া বলিয়াছিলেন যে 'তিনি (এলবার্ট) আমার প্রতি মাতার ন্যায় যত্ন করিতেন; বস্তুতঃ তাঁহার ন্যায় বিচক্ষণ জ্ঞানী দয়ালু পরিচর্য্যা-কারী আর ছিল না।" তাঁহার অসীম যত্নে মহারাণী শীঘ্রই পূর্ব্ববৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ মহারাণীর প্রথম বার্ষিক পরিণয়োৎসবের দিনেই বাকিংহাম প্যালেসে প্রিন্সেস রয়েলের খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষা ও "ভিক্টোরিয়া এডেলেড মেরি লুইসা" নাম রাখা হয়।

৯ই ফেব্রুয়ারি প্রিন্স কন্‌সর্ট বড় বিপদ গ্রস্থ হইয়া ছিলেন, অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত বাগানের পার্শ্ববর্ত্তী জলাশয় সকল বরফে পরিণত হইয়াছিল। তিনি তাহার উপরে স্কেট ক্রিড়া করিতে ছিলেন। মহারাণীকে তাঁহার সখীসহ এক স্থানে দণ্ডায়মানা দেখিয়া তিনি

---

* . Martin's Life of The Prince Consort Vol I. Page 97.

যেমন সেই দিকে যাইবেন, অমনি জলে পতিত হইলেন, যে স্থানের বরফ ভাঙ্গা হইয়াছিল, কিন্তু পুনর্ব্বার অল্প জমাট হওয়ায় স্থানটী নির্ণয় করিতে পারেন নাই। এই আকস্মিক বিপদ দর্শনে মহারাণীর সখী সাহায্য পাইবার আশায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কিন্তু প্রত্যুৎপন্নমতীসম্পন্না মহারাজ্ঞী তাহা না করিয়া প্রিন্সের সন্তরণের সহায়তা করিলেন, এবং সেই সাহায্যে অতি অল্পক্ষণ মাত্র সন্তরণের পর তিনি রক্ষা পাইলেন। অত্যন্ত শীত প্রযুক্ত যে কষ্ট হইয়াছিল, এতদ্ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ক্লেশ হয় নাই।

এই বৎসর মে মাসের শেষ ভাগে আমাদের ভারতেশ্বরীর জননী ডাচেশ অব কেণ্ট জন্ম ভূমি পরিদর্শনার্থ গমন করেন। মহারাণীর জন্ম পরিগ্রহের পর হইতে ডাচেশ অব কেণ্ট আর জার্ম্মাণীতে গমন করেন নাই, এই তাঁহার প্রথম গমন।

এই খ্রীষ্টাব্দেই মহারাণী স্বামী সহ অক্সফোর্ড, ব্রোকেটহল, হ্যাট্‌ফিল্‌ড প্রভৃতি আরও কতকগুলি স্থান পরিভ্রমণ করিতে যান, এবং সকল স্থানেই তাহারা সাধারণ প্রজাসমিতি কর্ত্তৃক প্রভূত রাজভক্তি সহকারে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

মহারাণীর স্বদেশ প্রত্যাগমনের কিছু দিবস পরে তাঁহার ও প্রিন্স এলবার্টের চিরপোষিত আশা, ফলবতী হইল। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে প্রিন্স অভ ওয়েলস্ জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই শুভ ঘটনায় প্রিন্স এলবার্ট, রাজ্ঞী ও সমগ্র ইংরাজ জাতি যে কতদূর আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত।

প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের জন্ম দিনের বার দিন পরেই মহারাণীর প্রথম কন্যা ভিক্টোরিয়ার সাম্বৎসরিক প্রথম জন্ম দিন। সেই দিন মহারাণী শয্যায় শায়িতা, এমত সময় প্রিন্স এলবার্ট প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়াকে একটী সুন্দর শ্বেত পরিচ্ছদে পরিশোভিতা করিয়া,

মহারাণীর নিকট লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাঁহার শয্যার এক পার্শ্বে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার নিকট উপবেশন করিয়াছিলেন। মহারাণীর হৃদয়ে এ দৃশ্য অতীব সুন্দর ও সম্মোহন বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল, তিনি লিখিয়াছিলেন "আমার অমূল্য নিধি এলবার্ট আমার নিকট উপবিষ্ট—আমাদের উভয়ের মধ্যস্থলে স্নেহময়ী কন্যা, আমি জানি না যে ইহা দর্শনে কি অপার সুখানুভব করিয়াছিলাম, এবং এই সুখাস্বাদনের জন্য ঈশ্বরের নিকট কত কৃতজ্ঞ।"

মহারাণী স্বামীরূপ মহাধনের অধিকারিণী হইয়া মহা সুখী হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ ইহাই তাঁহার সুখের সময়,—একদিকে স্বামীর অতুল প্রণয়ের অধিকারিণী, অপরদিকে অনেক প্রকার বাধা বিপত্তি অতিক্রম করিয়া কতক পরিমাণে সচ্ছন্দ হইয়াছিলেন। তাঁহার শত্রুগণও কালক্রমে তাঁহার অসীম বুদ্ধি, বিচক্ষণতা, চিন্তাকুশলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে অচিরে তাঁহার মিত্র হইয়া উঠিলেন। যাঁহারা রোমানক্যাথলিধর্ম্মাবলম্বী প্রিন্স এলবার্টকে বিবাহ করিয়া মহারাণীও উক্ত ধর্ম্মাবলম্বিনী হইবেন ভাবিয়া বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মহারাণী ও প্রিন্সের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিলেন। যে টোরী * সম্প্রদায় হ্যানোভারের রাজার পক্ষ হইয়া মহারাণীর জীবন হানি করিয়া ডিউক কাম্বারল্যাণ্ডকে তাঁহার সিংহাসনে বসাইবে বলিয়া জনরব করিয়াছিল, তাহারা ডিউক কাম্বারল্যাণ্ডকে সাহঙ্কারী বিকৃত ভাবাপন্ন দর্শনে গুণবতী ভিক্টোরিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা সম্পন্ন হইয়া উঠিল। এই রূপ মহা গোলযোগের সময় ওকনেল নামা জনৈক আয়ারল্যাণ্ডবাসী মহাপুরুষ বলিয়াছিলেন

*দ্বিতীয় জেমস্‌কে রাজ্যচ্যুত করিবার প্রোটেসটেন্ট ষড়যন্ত্রকারীরা "হুইগ্" অধুনা লিবারেল বা উদারনৈতিক, এবং রোমানক্যাথলিক্‌রা "টোরী" অধুনা কন্‌সরভেটিব বা রক্ষণশীল সম্প্রদায় বলিয়া আখ্যাত।

"যদি আবশ্যক হয় তাহা হইলে পাঁচলক্ষ আইরিশ সেনা ইংলণ্ডের সর্ব্বজন প্রিয়া বর্ত্তমান অধীশ্বরীর মান সম্ভ্রম ও জীবন রক্ষার জন্য পাওয়া যাইতে পারিবে।" বস্তুতঃ ইহাতে মহারাণী যে সাধারণ হৃদয়ে কিরূপ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারাযায়।

প্রিন্স এলবার্ট মহারাণীর রাজনৈতিক ব্যাপারের সহায়তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন, তিনি যে উপযুক্ত বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, দূরদর্শী স্বামী পাইয়া রাজকীয় কূট নীতির পর্য্যালোচনায় বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি স্বয়ং একবার নয়, শতবার স্বীকার করিয়াছেন। মহারাণী যে স্বামীকে কত ভালবাসিতেন, কতদূর স্নেহ ও ভক্তি করিতেন তাহা বলা যায় না। স্বামী সুখে তিনি সংসারকে অমরাবতী বলিয়া জানিতেন। এ সংসারে রাজা হইতে ভিখারী পর্য্যন্ত সকল হৃদয়েই বৃশ্চিক দংশন যাতনা অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে, কিন্তু মহারাণী বলিয়াছিলেন "যাহার গৃহ এরূপ সুখের আস্পদ, তাহার সংসারে কোন ক্লেশই নাই, আমার আর কোথাও কোন সুখ থাকুক না থাকুক, আমার গৃহ সুখ পূর্ণ,—আমার জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামীর প্রণয়, তাঁহার অসীম দয়া, মায়া, ভালবাসা, উপদেশ এবং সহবাস সাংসারিক সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণার শান্তি করে, আমি সেই সকল স্বর্গীয় ভাবের আস্বাদনে সকল ভুলিয়া যাই।" *

স্বামী হৃদয়ে কিরূপে প্রবেশ করিতে হয়, স্বামীর হৃদয়গত ভাব কি করিয়া অঙ্কুরে অনুধাবনা করিতে হয়, কি করিয়া আপনা ভুলিয়া একাগ্রচিত্তে স্বামীর হইতে হয়, তাহা মহারাণী বিলক্ষণ জানিতেন। স্ত্রীর স্বামী-গত-প্রাণা হওয়া উচিত, স্বামীর সুখানুসন্ধান

---

* Letter from Her Majesty to King Leopold dated 14th December. 1841.

স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য, এ কথা অবিরত তাঁহার হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রিতে প্রতিধ্বনিত হইত। এই বৎসর উইণ্ডসরক্যাসলে ক্রিসমাস্ ইভে(Christmas Eve) নৃত্যাদির সময় রাত্রি দুই প্রহর বাজিবা মাত্র জার্ম্মানদিগের প্রথানুযায়ী ঘোর নিনাদে দুন্দুভি ধ্বনি হয়। এই আকস্মিক দুন্দুভি ধ্বনি শ্রবণে প্রিন্স এলবার্টের বদন মণ্ডল সহসা গম্ভীর ও বিবর্ণ হইয়াছিল,—কিন্তু মহারাণীর কোমল দূরদর্শী হৃদয় স্বামীর মনোভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ শোক সন্তপ্ত হয়। তিনি বুঝিয়াছিলেন, যে তাঁহার স্বামী-হৃদয়ে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি অর্থাৎ যে জন্মভূমি তিনি কেবল মাত্র তাঁহারই জন্য ত্যাগ করিয়াছেন, তাহা উদিত হইয়াছে। মহারাণী তখন সকল ভুলিলেন, সকল আহ্লাদ আমোদ পরিহার করিয়া এরূপ ভাবে স্বামীর মানসিক ভাবান্তর অপনোদনে যত্নবতী হইলেন, যে প্রিন্স এলবার্ট তাহা কিছুই বুঝিলেন না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

দুইটী বিপদ।

যুবরাজের খ্রীষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষা উপলক্ষে প্রুসিয়ার রাজা নিমন্ত্রিত হইয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। তিনি ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে জানুয়ারি গ্রিনূউইচে পৌঁছিলে তথায় প্রিন্স এলবার্টের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। উইনূডসর ক্যাসলের দ্বার দেশে উপস্থিত হইলে, মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে যথা রীতি রাজসম্মান প্রদান করিয়া অভ্যর্থনা করেন। মহারাণী তাঁহার সহিত মহা আহ্লাদে নৃত্য করেন। * তিনি মহারাণীর প্রভূত সমাদর ও অমায়িকতায় যৎপরোনাস্তি প্রীত হইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "ইংলণ্ডে আসা তাঁহার জীবনের একটী সুখময় ঘটনা, তিনি ইহ জীবনে সে সুখ কখন বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।"

২৫ শে জানুয়ারি দিবা ১০ ঘটিকার সময় মহা সমারোহ সহকারে যুবরাজ প্রিন্স অভ ওয়েলস্, উইণ্ডসরের সেণ্ট জেম্‌স চ্যাপেলে খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তাঁহার পূর্ব্বে রাজপারিবারিক সকলেরই দীক্ষাকার্য্য রাজ প্রাসাদ মধ্যে হইত,—সাধারণ ধর্ম্মশালায় এই প্রথম দীক্ষা। ইহার পূর্ব্বে রাজপারিবারিক আর কাহারও এরূপ হয় নাই। যুবরাজের নাম এলবার্ট এডওয়ার্ড রক্ষিত হয়। এই দিন মহানগরী লণ্ডন অতি সুন্দর রূপে সজ্জিত হইয়াছিল; রজনীতে আলোক মালায় সমগ্র রাজধানী সুন্দর রূপে আলোকিত হইয়াছিল।

এই সময়ে ইংরাজদিগের চীন, আফগান প্রভৃতি নানা স্বাধীন জাতীর সহিত যুদ্ধ বাধিয়া ছিল, কিন্তু ইংরাজ সৈন্যেরা কাবুলে

---

* Bunsen's Life. Vol II, Page 9.

যেরূপ বিপন্ন হইয়াছিলেন এমন আর কখন কথাও হয় নাই,—মহারাণী এই শোকাবহ লোমহর্ষণ ঘটনা শ্রবণে নিরতিশয় দুঃখিত হইয়াছিলেন।

একদিন মহারাণী স্বামী সহ ধর্ম্মশালা হইতে দিবা দুই ঘটিকার সময় রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমত সময়ে প্রিন্স এলবার্ট দেখিলেন যে একটী লোক তাঁহাদের প্রতি পিস্তল উত্তোলন করিয়াছেন। মুহুর্ত্ত মধ্যে পিস্তলের ঘোড়া খটাস্ করিয়া পড়িল, কিন্তু আওয়াজ হইল না। প্রিন্স রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "শুনিলে?" মহারাণী সে সময়ে পথের দক্ষিণ দিকস্থ জনতাকে প্রত্যাভিবাদন করিতেছিলেন, সুতরাং তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না। বাটীতে পৌছিয়া প্রিন্স সহিসদিগকে সে কথা জিজ্ঞাসা করায় তাহারাও কেহ সে সংবাদ দিতে পারিল না। সুতরাং তিনি এ সংবাদ করনেল্ আরবুথ্নট্ ব্যতীত আর কাহারও নিকট প্রকাশ করিলেন না, এবং তাঁহাকে আদেশ করিলেন, যেন এ কথা ত্বরায় পুলিস ইন্সপেক্টরকে জানান হয়।

তাহার পর দিবস একটী চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স্ক বালক সেই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ দিল, এবং বলিল আরও দুই একজন ইহা দেখিয়াছিলেন কিন্তু সাক্ষ্য দিবার ভয়ে বোধ হয় তাঁহারা কেহ আসেন নাই। সে বালকটি আরও বলিল যে গুলি করিতে না পারায় সে লোকটীকে দুঃখ করিতেও শুনিয়াছি।

মহারাণী এ সংবাদে নিতান্ত ভীত হইলেন, সুধু তিনি নয়, তাঁহার আত্মীয়বর্গ সকলেই ভীত হইলেন—ভয়ের বিশেষ কারণ যে, সে পাপাত্মা ধৃত হয় নাই—সে এখনও হত্যা করিবার জন্য সম্পূর্ণ চেষ্টিত আছে। পুলিস চেষ্টার ক্রটী করিল না, কিন্তু কিছুই হইল না। শেষ একদিন গোপন ভাবে ছদ্মবেশী পুলিস চতুর্দ্দিকে রহিল, এবং রাজ দম্পতী গাড়ি করিয়া ভ্রমণ করতে বহির্গত

হইলেন। অশ্বগণকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর বেগে চালনা করা হইল। এমন সময়ে একটী পিস্তলের শব্দ হইল, সেই লোকই সেই পিস্তল দ্বারা গুলি করিয়াছে। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় গুলি গাড়ির তলা দিয়া চলিয়া গেল, কাহাকেও আহত করিতে পারিল না। বলা বাহুল্য যে, ছদ্মবেশী পুলিস কর্ত্তৃক সে তৎক্ষণাৎ ধৃত হইল। মহানগরীতে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। এ লোকটীর নাম ফ্রান্সিস, বিচারে তাহার প্রাণ দণ্ডাজ্ঞা হয়। দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া লোকটী মূর্চ্ছিত হইয়াছিল। দয়াময়ী ভিক্টোরিয়া এ সংবাদে ব্যথিত হইলেন, তিনি বলিলেন, যে তাহার পিস্তলে যে গুলি ছিল তাহার প্রমাণ নাই; সুতরাং তাহার প্রাণদণ্ড না হয়। তাঁহার কথা মতে তাহার প্রাণ-দণ্ড না হইয়া যাবজ্জীবন দীপান্তর হইল। যে ব্যক্তি মহারাণীর প্রাণ নাশে উদ্যত—যে তাঁহার প্রাণ নাশ করিতে কতবার উদ্যম করিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে,—দয়ানিধান মহারাণী তাহারই প্রতি দয়া করিতে বদ্ধ পরিকর হইলেন, আপন হৃদয়ের কারুণ্যের ও ন্যায় বিচারের পরাকাষ্ঠা প্রকাশ করিলেন। বস্তুতঃ এরূপ হৃদয় সংসারে মিলে না, এরূপ চরিত্র স্বর্গীয় প্রভায় প্রভান্বিত!

এই সংবাদ প্রচার হওয়ার পর, সেই দিনই মহারাণী, প্রিন্স এলবার্ট ও রাজা লিওপল্‌ডের সহিত বায়ু সেবনার্থ বহির্গত হইয়াছিলেন। এমত সময় বীন্ নামক একটী লোক তাঁহাদের প্রতি গুলি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু দৈব ঘটনা বশতঃ আওয়াজ হয় নাই,—বিচারে তাহার ১৮ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারা-বাস দণ্ডাজ্ঞা হয়।

এই ঘটনার কিছু দিবস পরে, অর্থাৎ ম্যানচেস্‌ষ্টারের শ্রমজীবীদিগের বিদ্রোহানল প্রশমিত হইবার অব্যবহিত পরেই মহারাণী স্কট্‌ল্যাণ্ড প্রদেশ পরিভ্রমণ করিতে যাইবার অভিলাষ করেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্কট্‌ল্যাণ্ড ভ্রমণ।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে আগষ্ট মহারাণী স্বামী সহ স্কট্‌ল্যাণ্ড যাত্রা করেন; সঙ্গে অনেকগুলি ষ্টীমার ও অনেক সম্ভ্রান্ত লর্ড ও লেডী গিয়াছিলেন। ৩১ শে আগষ্ট তাঁহার আদেশ মতে কতকগুলি লোক জাহাজে নৃত্য গীত করিয়াছিল, এতদুপলক্ষে একটী নাবিক বালক অতি সুন্দররূপে বেহালা বাজাইয়াছিল।

মহারাণী নাবিকদিগকে অসীম সাহসে সাতিশয় তৎপরতার সহিত জাহাজের মাস্তলে উঠিতে দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে আলো দিবার জন্য লাঠান মুখে করিয়া সর্ব্বোচ্চ মাস্তলে উঠিতে দেখিয়া সমধিক প্রীত ও বিস্মিত হইয়াছিলেন।

জল বিহারে মহারাণী বড়ই প্রীতা হইয়াছিলেন, ডান্‌কেল্‌ড়ে (Dunkeld.)অবস্থান কালে চার্‌লী ক্রিষ্টী (Charlie Christe)নামক জনৈক হাইল্যাণ্ডবাসী 'করবাল নৃত্য" † দেখাইয়া তাঁহাকে বড়ই প্রীত করিয়াছিল। ডানকেল্‌ড় হইতে টে-মাউথ (Taymouth.) যাইবার সময় তৎপ্রদেশিক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহার মন আনন্দ রসে আপ্লুত হইয়াছিল। ‡

---

† একখানি তরবারির উপর আর একখানি তরবারি লম্বা ভাবে "ঢেরার" আকারে রাখিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া তদুপরি এরূপ ভাবে নৃত্য করিতে হইবে, যে অঙ্গে তরবারি স্পর্শ হইবে।

‡ ১৮৬৬ সালে মহারাণী আর একবার গোপন ভাবে এই স্থানে ভ্রমণ করিতে যান। তাঁহার সমভিব্যাহারে দুইটী মাত্র স্ত্রীলোক ব্যতীত অপর কেহ ছিল না। এই সময়ে তিনি চতুর্ব্বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে আর একবার যখন এখানে

মহারাণী নরফোকের ডাচেসের (Duchess of Norfolk.) সহ টে-মাউথের একটী উদ্যানে ভ্রমণ করিতে যান। তথাকার দ্বার রক্ষিরা নিস্কোসিত অসি হস্তে তাঁহাদের অনুসরণ করে, কিন্তু মহারাণী তাহাদিগকে তাঁহাদের অনুগমন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তিনি এ সকল রাজকীয় আড়ম্বর ভালবাসেন না, তিনি সতত সরল ভাবে সাধারণ মহিলাদিগের ন্যায় পরিভ্রমণ করিতে অভিলাষিণী। কিন্তু সকল হৃদয়ে কি এ ভাব দেখা যায়? সকলে কি এরূপ সরলতার পক্ষপাতী?

উদ্যানে ভ্রমণ কালে একটী বৃদ্ধা তাঁহার ও তাঁহার সমভিব্যাহারিণীর হস্তে কতকগুলি মনোহর পুষ্প প্রদান করে। ডাচেস্ সেই বৃদ্ধার হস্তে "মহারাণী তোমায় দিতেছেন" বলিয়া কিছু টাকা প্রদান করায়, সে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিল দেখিয়া, মহারাণী নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি ভাবেন যে, তাঁহাকে সহসা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোন কারণ নাই,—অথবা বিস্মিত হইবারও কিছুই নাই। পাঠক দেখুন আমাদের ভারতের মহারাণীর হৃদয় কিরূপ, আর ভারতীয় সামান্য ইংরাজ রাজ কর্ম্মচারীদিগের হৃদয় কি রূপ!

একটী আজানুলম্বী বসন পরিহিতা দরিদ্রা রমণীকে বৃষ্টির সময় নদীতে আলু ধুইতে দেখিয়া মহারাণী সে কথাটী আপনার ডায়ারিতে (Diary.) লিখিয়া রাখিয়াছেন। হায় ভারত! সেই সকরুণ নেত্র যদি তোমার অগণ্য দরিদ্র, অনাথা সন্তানদিগের

আসিয়াছিলেন, সেই কথা দেদীপ্য ভাবে স্মৃতি পথে উদিত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন "তখন এলবার্ট ও আমার বয়ক্রম ২৩ বৎসর মাত্র, তখন আমাদের উভয়েরই পূর্ণ যৌবন.আমরা উভয়েই পরম সুখী। আহা! তখন আমাদের সহিত পরম উৎসাহে কত লোক.আসিয়াছিল, কিন্তু হায়! সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত তাঁহাদিগের কত জনকে আমরা চিরদিনের জন্য হারাইয়াছি।"

প্রতি পতিত হইত, তাহা হইলে না জানি কি উপকার দর্শিত,—না জানি, সেই সকল বিষন্ন ছবি সেই কোমল স্বর্গীয় হৃদয়ে কি দৃঢ় রূপে অঙ্কিত হইত।

মহারাণী কখন নিষ্কর্ম্মা থাকেন না, ও থাকিতেও ভালবাসেন না। কোন একটী কার্য্যে নিযুক্ত থাকা তাঁহার স্বভাব সিদ্ধ গুণ। এইরূপ ভ্রমণ কালে অনেক সময় তাঁহাকে যদিও রাজকার্য্যে বিশেষ রূপে বিব্রত থাকিতে হইত না, তথাপি তিনি সে সময় বৃথা গল্পে বা আলস্যে অতিবাহিত করিতে পারিতেন না। সময়ই জীবন, সুতরাং তাহার মূল্য আছে, এবং তাহার প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, এ কথা তাঁহার হৃদয়ের অতি নিভৃত কন্দরেও দৃঢ়রূপে অঙ্কিত ছিল। অবকাশ কাল তিনি নানা প্রকার পুস্তক পাঠে সুখানুভব করিতেন। অনেক সময় মনোরম্য পুস্তক সকল পাঠ করিয়া স্বামীকে শুনাইতেন। স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখিতে মহারাণী যেন সদাই ব্যস্ত থাকিতেন। স্বামীর সুখানুসন্ধান যেন তাঁহার ইষ্ট ব্রত ছিল। প্রিন্স এলবার্ট শীকার করিতে গমন করিলে মহারাণী নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইতেন, তাঁহাকে সুস্থ শরীরে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইতে দেখিলে তাঁহার হৃদয়ে আর আনন্দ ধরিত না, তিনি যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইতেন।

মহারাণী তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ভিক্টোরিয়া, যাঁহাকে তাঁহারা "ভিকি" বলিয়া ডাকিতেন, তাঁহাকে উল্লেখ করিয়া স্বামীকে বলিয়াছিলেন—"আমার বিশ্বাস হইতেছে না, যে আমার সন্তান সন্ততীগণ আমার সহিত আসিয়াছে—আমার বোধ হইতেছে যেন আমি আমার বাল্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমি নিজেই যেন "ভিকি।" এই কথায় মহারাণীর স্বামী বলিয়াছিলেন যে "কথিত আছে, পিতা মাতা তাঁহাদের পুত্রগণে বর্ত্তমান থাকেন, বস্তুতঃ কথাটী বড় আনন্দ প্রদ।"

মহারাণীর ইস্‌লা (Isla.) নদী পার হইবার সময় তাঁহার উক্ত নামা কুক্কুরীকে মনে পড়ে। * হায় ভারতেশ্বরি! তোমার কোমল দয়াল হৃদয়ে সামান্য কুক্কুরীর পর্য্যন্ত স্থান আছে, কিন্তু অভাগা ভারতবাসীর কি নাই মা? এই যে পঞ্চ বিংশতি কোটী ভারতবাসী—কি রাজা, কি প্রজা সকলে মিলিয়া দীন নেত্রে—আকুল ভাবে—সজল চক্ষে অবিরত তোমার কৃপা-কণা ভিক্ষা করিতেছে, মাতঃ! তাহাদের কথা কি তোমার মনে উদয় হয় না? এই পঞ্চবিংশতি কোটী ভারতবাসীর সকরুণ আর্ত্তস্বর কি সমুদ্র তরঙ্গ ভেদ করিয়া তোমার চরণ স্পর্শ করিতে পারে না,—দয়াময়ি! তুমি যদি তাহাদের দুঃখ না দেখিবে তবে আর কে দেখিবে? তুমি যদি তাহাদের অবস্থা না ভাবিবে তবে আর কে ভাবিবে? মাতা হইয়া যদি পুত্রের অশ্রুজল মুছাইয়া না দিবে তবে আর কে দিবে মা! আমরা আর কাহার কাছে কাঁদিয়া হৃদয়ের অসহ্য গুরুভার লাঘব করিব? এই অনাথ অনাশ্রয় ভারতবাসীর আর ইহ জগতে কে আছে মা?

আমাদের দীন জননী মহারাণী একদা অশ্বারোহণে পর্ব্বতোপরি বিচরণ করিতেছিলেন, সেই সময় সূর্য্যদেব আপন রক্তিম বিভায় পার্ব্বতীয় প্রদেশ সুশোভিত ও সুরঞ্জিত করিয়া ধীরে ধীরে পশ্চিমাকাশে বিশ্রাম লালসায় প্রধাবিত। সেই সময়ে পর্ব্বত প্রদেশে সূর্য্যাস্তের যে মনোহর দৃশ্য শোভা পাইয়াছিল, তাহা ভাবগ্রাহী মহারাণীর হৃদয়ে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি তাহার অতি সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কবির কল্পনার সহিত সুনিপুণ শিল্পির তুলিকা সমভাবে বর্ত্তমান, বস্তুতঃ তাহা অতি মনোহর, তাহা পাঠ কালে বোধ হয়, কে যেন আমাদের নয়ন সম্মুখে একখানি সুদক্ষ শিল্পি নির্ম্মিত চিত্রপট ধরিয়াছেন।*

হাইল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে মহারাণী সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন, তথায় তাঁহার অবস্থান কাল অতি সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল। সে সুখের স্থান পরিত্যাগ করিয়া লণ্ডন আসিবার সময় তিনি নিরতিশয় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। †

মহারাণী আর একবার অতি অল্প কালের জন্য স্থানান্তরে পর্য্যটনে গমন করেন। পথে পাছে ক্লেশ হয় বলিয়া সন্তানগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া যান নাই। কিন্তু স্বদেশের ছবি তাঁহার নয়ন হইতে অন্তরাল হইবামাত্র, সেই স্নেহাধারগণের অদর্শন দুঃখ যাতনায় তাঁহার কোমল স্নেহময় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়াছিল। ‡ মহারাণীর হৃদয় বড়ই কোমলতা ও স্নেহপূর্ণ, তাঁহার ন্যায় স্নেহময়ী জননী এ সংসারে নিতান্ত বিরল। তিনিই ভাগ্যধর, যিনি বহুপুণ্যবলে সেরূপ দয়াবতীকে মাতা সম্বোধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। তাই বলি ভারতবাসি, তুমি ভাবিও না, তোমায় ভালবাসিবার, স্নেহ করিবার মাতা আছেন, তিনি অচিরে তোমার নয়ন জল মুছাইবেন।

প্রিন্স এলবার্ট একদিন গুপ্তভাবে গ্লেনকো (Glencoe) (যাহা হত্যাকাণ্ডের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ) দেখিতে যান। কিন্তু তথাকার লোকেরা তাঁহাকে চিনিতে পারায় মহা আনন্দ ধ্বনি করিয়াছিল, এবং তাঁহার গাড়ি হইতে ঘোড়া খুলিয়া আপনারা তাহা টানিয়া মহা রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। মহারাণী স্বামী মুখে এই কথা শুনিয়া মহা-

---

going as safely and securely as possible. As the sun went down the scenary became more and more beautiful, the sky crimson, golden-red and blue, and the hill looking purple and lilac, most exquisite, till at length it set and the hues grew softer in the sky and the outlines of the hills sharper.

† Leaves from the Journal &c.

‡ Tour round the west coast of Scotlond and visit to Adverikie

প্রীত হইয়াছিলেন, এবং তাহাদের অসীম রাজভক্তির কথা স্বীয় দৈনিক বিবরণী পুস্তকে (Diary Book) লিখিয়া রাখিয়াছেন।

হা হত বিধি! আমাদের রাজভক্তি, কি মহারাণী অনবগত? প্রিন্স অব ওয়েলস ও মহাত্মা লর্ড রীপণের মুখেও কি তিনি তাহা শুনিতে পান নাই—রাজভক্ত ভারতবাসীর কথা কি ক্ষণেকের জন্যও তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই?



ব্যারনেস্ লেহজেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

০-

নানা কথা।

মহারাণী লণ্ডনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অনেকগুলি সুসংবাদ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে কাবুল সমরে বিজয়লাভ, ও চিনদিগের সহিত সন্তোষপ্রদ সন্ধিবন্ধন, এই দুইটীই প্রধান। এই শুভ সংবাদে যে কেবল মহারাণীই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা নয়, সাধারণ প্রজাদিগেরও সন্তোষের সীমা ছিল না। তাহারা যুদ্ধের বহুল ব্যয় হইতে ত্রাণ পাইল, অত্যাচারী ইনকম ট্যাক্সের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইল,—মহারাণীর সুখের রাজ্যে আবার শান্তি বিরাজ করিল।

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে প্রিন্স এলবার্ট মহারাণীর প্রতিনিধি স্বরূপে ড্রয়িংরূম নামক দরবার করেন। ভারতেশ্বরী এই সময়ে অন্তঃসত্ত্বা থাকায় তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইতে পারেন নাই। সমাগত জনমণ্ডলী প্রিন্স এলবার্টকে মহারাণীর তুল্যরূপে সম্মান প্রদর্শন করিয়া তাঁহাদের রাজভক্তির ও প্রিন্সের প্রতি তাঁহাদের আন্তরিক শ্রদ্ধার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন।

এই খৃষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রেল মহারাণীর দ্বিতীয় কন্যা প্রিন্সেস এলিসের জন্ম হয়। প্রসবান্তে ভারতেশ্বরী ত্বরায় পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন।

২রা জুন সসমারোহে রাজকুমারীর দীক্ষা ও নামকরণাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল, রাজকুমারীর "এলিস মড্‌মেরী" নাম রক্ষিত হইয়াছিল।

এই সময়ে ভারতের সুপরিচিত দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত যান। ১৬ই জুন বেলা দুইটার সময় ভারতেশ্বরী অতীব প্রীতি সহকারে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। ২৩ শে জুন সৈনিক দিগের একটী রণাভিনয় হয়, তাহাতেও দ্বারকানাথ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন, এবং রাজবংশীয়েরা যথায় উপবেশন করিয়াছিলেন ভাগ্য ক্রমে তিনিও তথায় আসন প্রাপ্ত হন। বাঙ্গালির পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

মহারাণী বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে তাঁহাকে মহা সমারোহ সহকারে একটী ভোজ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মহারাণী ও তাঁহার স্বামী এই অবসরে তাঁহাকে ভারত সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ের নানা প্রশ্ন করেন। দ্বারকানাথের রাজনৈতিক জ্ঞানের প্রখরতা দর্শনে তাঁহারা সাতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন।

আর এক সময় দ্বারকনাথ মহারাণী কর্ত্তৃক রাজকীয় উদ্যান দেখিতে নিমন্ত্রিত হন। প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স অব ওয়েলস্‌কে তথায় আনা হয়। তাঁহারা সহসা বিদেশীয় লোক দর্শনে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই। মহারাণী বালক বালিকাকে সেই সৌভাগ্যশালী ভারতবাসীর করমর্দ্দন করিতে বলিয়াছিলেন। *

ঐ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই ওয়েষ্টমিনিষ্টার হলে প্রিন্স এলবার্টের বিশেষ সাহায্য ও উদ্যোগে একটী সুক্ষ্ম-শিল্প-প্রদর্শনী হয়, তাহাতে মহারাণী তাঁহার অসীম উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাণী ফরাসীর রাজা ও রাজ্ঞীর সহিত তাঁহাদের দেশে যাইয়া সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ করিলেন। সে সময়ে কোন প্রকার রাজকার্য্যের গোলযোগ না থাকায় ২৮ শে আগষ্ট তাঁহারা "ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট" নামক জাহাজে ফ্রান্স যাত্রা

* Memoir of Dwar ka nath Tagore Page 90.

করেন। ফ্রান্সের রাজা, রাজ্ঞী, দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, ও সাধারণ লোকে তাঁহাদিগকে দেখিয়া যথেষ্ট সন্তোষ ও সম্মাননা প্রকাশ করিয়াছিলেন। রাজদম্পতী তথায় প্রায় সপ্তাহ কাল অবস্থান করেন, আসিবার সময় ফ্রান্স প্রদেশাধিপতি তাঁহাদিগকে কতক গুলি মূল্যবান দ্রব্য উপহার দেন, এবং তাঁহাদের সহবাসে তিনি যে নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন।

এই সময়ে তাঁহারা বেলজিয়ম ও কেমব্রিজ প্রভৃতি স্থানেও গমন করিয়াছিলেন, সকল স্থানেই তাঁহারা মহা সমারোহ সহকারে সম্মানিত হইয়াছিলেন। কেম্ব্রিজে প্রিন্স এলবার্ট (D. C. L.) ডি, সি, এল, প্রভৃতি উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারি প্রিন্স এলবার্টের পিতার মৃত্যু হয়। প্রিন্স বড়ই পিতৃভক্ত ছিলেন। তিনি পিতাকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিতেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে পিতৃ মৃত্যুতে প্রিন্স এলবার্ট কতদূর শোকাভিভূত হইয়াছিলেন। পতির এতাদৃশ শোকদর্শনে, পতিরতা পতিপ্রাণা ভিক্টোরিয়ার হৃদয় বড়ই ব্যাকুল হইয়াছিল। তিনি কি করিয়া স্বামীকে প্রকৃতিস্থ করিবেন, কি করিয়া তাঁহার শোকাপনোদনে কৃতকার্য্য হইবেন, তাহাই ভাবিয়া আকুল হইয়াছিলেন। তিনি যে ইহাতে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাহা প্রিন্স এলবার্ট তৎকালে ব্যারণ ষ্টকমারকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এরূপ পতিগত প্রাণা পতি দুঃখ-কাতরা অলোকসামান্যা পত্নী পাইয়া প্রিন্স যে কত সুখী ছিলেন তাহা বর্ণনাতীত সে সুখ সেরূপ ভাগ্যধর ব্যতীত অপরের পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করাও দুরূহ। *

*** "Just such is Victoria to, who feels and shares my grief, and is the treasure on which my whole existance rests. The relation

এই সময়ে প্রিন্স এলবার্ট পিতৃ দেশে যাইবার অভিলাষ করিলেন। যদিও তিনি অতি অল্পদিনের জন্য যাইতেছিলেন, তথাপি সেই ক্ষণিক বিরহ স্মরণ করিতেও মহারাণীর অসীম ক্লেশ হইয়াছিল। বিবাহ অবধি মহারাণী একদিনও স্বামীছাড়া নহেন, সুতরাং বিরহ কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না, এই তাহার সূত্র পাত। কিন্তু তথাপি স্বার্থপরতা তাঁহার হৃদয়ে স্থান পায় নাই। তিনি বেশ জানিতেন যে তাঁহার স্বামী হৃদয়ও এ বিরহে ব্যথিত হইবে, কিন্তু তথাপি তিনি ভাবিলেন যে এ সময়ে একবার তাঁহার স্বদেশ যাত্রা করা উচিত। সেই ধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া তিনি যে কেবল স্বামীকে তাঁহার ইপ্সিত স্থানে যাইতে কোন বাধা দেন নাই তাহা নহে, বরং তাঁহাকে তথায় যাইতে উৎসাহ দিয়াছিলেন, বিরহের চিত্রকে অতিরঞ্জিত না করিয়া, অন্য ভাবে দেখাইয়া তাঁহার হৃদয়কে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ধন্য ভিক্টোরিয়া! ধন্য তুমি! আর ধন্য তোমার পতিভক্তি ও পতিপ্রেম!

সরলা পতিগতপ্রাণা রমণী রত্নের প্রণয় অপেক্ষা অমূল্য বিভব আর নাই। রাজা হও, বা সম্রাটই হও, যিনি এ সুখ হইতে বঞ্চিত তাঁহার হৃদয় সাহারার মরুভূমি সদৃশ অসার! তুচ্ছ তাঁহার রাজ-দণ্ড ভার, এ অসার অবনীতে আর তাহার বিন্দু মাত্র সুখ নাই—যদি কোন দরিদ্র পথের ভিখারীর হৃদয়ও পতিগতপ্রাণা রমণী-রত্নের প্রণয় পীযুষে পরিপোষিত হয়, আমরা বলি যে সে রাজা অপেক্ষাও ভাগ্যধর। এ সংসারে সেই সুখী, তাহার যে সুখ, রাজাধিরাজ বাহাদুরের তাহার কণা মাত্রও নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে

in which we stand to one another leaves nothing to desire. It is a union of heart and soul, and is therefore noble, and in it the poor children shall find their cradle, so as to be able one day to ensure a like happiness for themselves."

প্রিন্স এলবার্ট ভাগ্যধর, তিনি প্রকৃতই সংসারের অমূল্য বিভব, পতিপ্রাণা পত্নীর পবিত্র নিঃস্বার্থ প্রণয়ে আপন প্রাণ পরিতৃপ্ত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, বস্তুতঃ তাঁহার তুল্য ভাগ্যধর লোক এ সংসারে বড়ই বিরল। এরূপ সুখময় অপূর্ব্ব পবিত্র প্রেমাস্বাদন অতি পুণ্যাত্মা ব্যতীত অপর ভাগ্যে ঘটে না।

প্রিন্স এলবার্ট ২৬ শে মার্চ্চ স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি যে এই ক্ষণিক বিরহেও নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন, তাহা বেশ বুঝা যায়। তিনি তাহার পর দিবস মহারাণীকে লিখিতেছেনঃ—"যে সময় আমার জাহাজে অতিবাহিত হইল, সেই অমূল্য সময় যদ্যপি তোমার সহবাসে ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে না জানি কতই সুখানুভব করিতাম। আমি যে সময়ে তোমাকে পত্র লিখিতেছি সে সময়ে তুমি বোধ হয় আহারে যাইতেছ, গত কল্য যে স্থানে বসিয়া তোমার সহিত আহার করিয়াছিলাম, সে স্থান শূন্যময় দেখিয়া না জানি কতই ব্যথিত হইবে। কিন্তু আমি জানি যে তোমার হৃদয়ে আমার আসন শূন্য নহে। * * ইহার মধ্যেই প্রায় অর্দ্ধ দিবস তোমার সহবাস সুখে বঞ্চিত হইয়াছি, যখন এ পত্র পাইবে, তখন একটী দিন পূর্ণ হইবে—আর ১৩টী দিন মাত্র, আবার আমি তোমার সুখদ বাহু যুগলে বদ্ধ হইয়া অনন্ত সুখ সম্ভোগ করিব।" *

মহারাণী অতি দক্ষতা ও সহিষ্ণুতার সহিত এই সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় প্রকৃতই আন্তরিক প্রেমে পূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহা তিনি প্রকাশ করিতে অভিলাষিণী হইতেন না। অগাধ জলে তরঙ্গের ঘটা কিছু কম। প্রেম পরায়ণা মহারাণী, পাছে স্বামী হৃদয় বিচলিত হয় বলিয়া, কোন পত্রে

* The Life of The Prince Consort Vol. I, Page 207.

তাঁহার মানসিক বিকলতার কথা স্বামীকে লিখিতেন না। আপন যাতনা গোপনে হৃদয়ে পুষিতেন, স্বামীকে তাহা জানাইয়া আপন প্রগাঢ় ভালবাসা জানাইতে শিক্ষা করেন নাই। যথা সময়ে প্রিন্স এলবার্টকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া তিনি যে কি পর্য্যন্ত পুলকিত ও চরিতার্থ হইয়াছিলেন তাহা লেখনী মুখে বিবৃত করা নিতান্ত দুরুহ ব্যাপার।

দশম পরিচ্ছেদ।

-০-

রাজ সমাগম।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মে মহারাণী এবং প্রিন্স, রুশ সম্রাটের আগমন বার্ত্তা শ্রবণে আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তাঁহার আসিবার কোন কথাই ছিল না, বরং না আসিবারই কথা ছিল। যাহাই হউক, তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য রাজদম্পতী শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। ১লা জুন স্যাক্সনীর রাজা আসিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতাপান্বিত রুশ সম্রাট ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলেন।

রুশ সম্রাট ইংরাজদিগের অভ্যর্থনায় নিতান্ত প্রীত হয়েন, তিনি এবং স্যাক্সনীর রাজা উভয়েই—রাজ প্রাসাদ সমূহ, বিশেষতঃ উইণ্ডসর দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিমোহিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার ক্রুটী করা হয় নাই—ঘোড়দৌড়, সৈনিক প্রদর্শন প্রভৃতি নানা বিধ আনন্দপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া নাট্যশালায় লইয়া যান। মহারাণী রুশ সম্রাটের অমায়িকতায় নিতান্ত প্রীত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন।

সৈনিক প্রদর্শনের দিন প্রিন্স স্বয়ং একদল সৈন্য চালনা করেন। মহারাণী রণাভিনয় দর্শনার্থ প্রিন্সের সৈন্যগণের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময়, প্রিন্স আপন করবারী ঈষৎ নত করিয়া মৃদু হাস্য সহকারে এরূপ ভাবে সামরিক প্রথানুযায়ী তাঁহাকে রাজসম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যে সেই চিত্তহারী দৃশ্য টুকুর জন্য, প্রদর্শনিটী এখনও অনেকের হৃদয়ে জাগরূহ আছে। রুশ সম্রাট ইংরাজ

দিগের রণ কৌশল দর্শনে নিতান্ত বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। বৃহৎ বৃহৎ কামান সকল কি কৌশলে মুহূর্ত্ত মধ্যে স্থানান্তরিত করা যায়, তাহা তিনি ভাবিয়াও স্থির করিতে পারেন নাই।

রুশ সম্রাট পাঁচ দিবস ইংলণ্ডে অবস্থানের পর স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি যাইবার সময় অতি সমাদর ও স্নেহ ভরে মহারাণীকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়াছিলেন।

রুশ সম্রাটের স্বদেশ প্রত্যাগমনের পরও স্যাক্সনীর রাজা কিছু দিবস ইংলণ্ডে অবস্থান করেন। তিনিও মহারাণীর উপর নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলেন। এই সময়ে ফ্রান্স লইয়া মহাগোলযোগ উপস্থিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাহার তৎপর মিমাংশা হইয়াছিল। এই দারুণ দুশ্চিন্তার সময় ৬ই আগষ্ট উইণ্ডসর ক্যাসেলে মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র এলফ্রেড্ আরণেষ্ট এলবার্ট,—ডিউক অব এডিন্‌বারা জন্ম গ্রহণ করেন।

ইহার অতি অল্প দিন পরেই রাজপরিবারবর্গের দ্বিতীয়বার স্কট্‌ল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করিতে যাইবার কল্পনা হয়, কিন্তু তাহা অল্প দিনের জন্য স্থগিত থাকে। ৩১ শে আগষ্ট মহারাণী আর একটী রাজ অতিথি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে ইহাঁর সহিত মহারাণী অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, কিন্তু তখন তিনি সে সম্বন্ধের কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ইনি প্রুসিয়ার প্রিন্স,—বর্ত্তমান জার্ম্মাণ রাজ—মহারাণীর বৈবাহিক। পাঁচ দিন লণ্ডনে অবস্থানের পর তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন। ইনি আরও চারি বার ১৮৪৮, ১৮৫১,১৮৫৩ এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে আসেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণীর বৈবাহিক হওয়ায় উভয় বংশের সুখদ সম্বন্ধসূত্র বদ্ধমূল হয়।

সেপ্টম্বর মাসেই রাজদম্পতী স্কট্‌ল্যাণ্ড পরিভ্রমণে গমন করেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহারা প্রথম বারের ন্যায় এবারও তৎপ্রাদেশিক

প্রাকৃতিক অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে পুলকিত হইয়াছিলেন। রাজ-কার্য্যের ব্যস্ততায় তাঁহারা অধিকদিন তথায় বাস করিতে পারেন নাই, অক্টোবর মাসের প্রারম্ভেই তাঁহাদিগকে উইণ্ডসরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল।

৮ই অক্টোবর ফরাসিরাজ লুইস ফিলিপ্ ইংলণ্ডে আগমন করেন। মহারাণী তাঁহাকে তাঁহার স্বাভাবিক সৌজন্য ও নম্রতা সহকারে অভ্যর্থনা করেন। তিনি মহারাণীর অকৃত্রিম সরলতা দর্শনে নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন।

৯ই সেপ্টম্বর মহারাণী ফরাসী রাজকে নাইট (Knight of the Most Noble Order of the Garter.) উপাধি প্রদান করিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ১৪ই তিনি ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮ ই অক্টোবর মহারাণী রয়েল এক্সচেঞ্জ নামক সাধারণ গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। এতদুপলক্ষে প্রিন্স এলবার্ট সাধারণ প্রজাপুঞ্জ কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে সম্মানিত হওয়ায়, তিনি নিরতিশয় আনন্দানু-ভব করিয়াছিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ ।

০-

নিভৃত নিবাস ও পর্য্যটন।

রাজকীয় আড়ম্বরময় জীবন হইতে মধ্যে মধ্যে অব্যাহতি পাইয়া কোন নির্জ্জন স্থানে গোপন ভাবে বাস করেন, এ ইচ্ছা অনেক দিন হইতে মহারাণীর হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। এখন সেইরূপ একটী স্থান পাওয়া গেল। ওয়াইট্ দ্বীপে (Isle of Wight) অস্‌বোরন্ নামক একটী ভূসম্পত্তি মহারাণী নিজ ধনে ক্রয় করিলেন, এক্ষণে ইহার পরিমাণ প্রায় ৭০০০ বিঘা।

প্রিন্স এলবার্ট স্বীয় অসাধারণ শ্রমসহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও যত্নে অচিরে এটীকে একটী বিশ্রামোপযুক্ত রম্য-কাননে পরিণত করিলেন। নিভৃত কুঞ্জ, পাদপ বিহার পথ, ক্রীড়া ভূমি, নয়নাভিরাম কুসুমোদ্যান প্রভৃতি তাহার শোভার উচ্চাদর্শ হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ মহারাণী যখন স্বামীসহ হাত ধরাধরি করিয়া পরম কৌতুক ও প্রীতি ভরে, তাহার প্রাণীশূন্য নির্জ্জন, নীরব, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পথে ভ্রমণ করিতেন, যখন পক্ষী সকল বৃক্ষে বৃক্ষে, শাখায় শাখায় আপন মনে আনন্দ ভরে গান ধরিত, যখন মৃদু হিল্লোলে প্রফুল্ল প্রসূন পরিশোভিত পাদপ ধীরে ধীরে হেলিত দুলিত, যখন শ্যামল তৃণরাজি রমণীয় বেশে নয়নের শোভা সম্পাদন করিত, ফলাবনত বৃক্ষরাজি নয়ন বিমোহিত করিত, যখন অদূরস্থ অনন্ত সাগরের সফেন তরঙ্গমালা নয়নোপরি নাচিত—তখন তিনি যে কি অননুভূতপূর্ব্ব প্রীতি ও আনন্দানুভব করিতেন তাহা বলা যায় না। যে জীবন এক মুহূর্ত্তও প্রকাশ্য কার্য্য বা অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিতে অব্যাহতি পায় নাই, এরূপ

গুপ্ত নিভৃত নিবাসে সে জীবন যে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিবে তাহা বলা বাহুল্য।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট প্রিন্স এলবার্টের জন্মভূমি পরিদর্শনার্থ মহারাণী স্বামী সহ জল পথে যাত্রা করেন। রাজকুমার ও রাজকুমারীদ্বয় অসবোরণ্ প্রাসাদে অবস্থান করেন। যাইবার পূর্ব্বে, মহারাণীর পরিচ্ছদাদি পরিধানের সময়ে, যখন তাঁহার সুকুমারমতী কন্যাটী বিমর্ষ বদনে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিয়াছিলেন; "মা আমি কেন জার্ম্মাণী যাইবনা?" তখন যে ভারতেশ্বরীর হৃদয় কি রূপ ব্যাকুলিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। যদি ও তাঁহার সন্তান সন্ততি গুলিকে সঙ্গে লইয়া যাইবার বড় সাধ ছিল, তথাপি পথ ঘাট বড় কদর্য্য বলিয়া তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে সাহসিনী হন নাই। দ্বারদেশে দণ্ডায়মান সন্তান সন্ততি গুলিকে রাখিয়া যাইবার কালে, মাতার কোমল হৃদয় বড়ই বিচলিত হইয়াছিল, এবং যখনই তাঁহাদিগকে মনে হইত, তখনি তিনি আকুল হইতেন।

পরদিন অপরাহ্নে রাজদম্পতী এণ্টওয়ার্পে উপনীত হন, তথাকার অধিবাসীগণ যথেষ্ট রাজ ভক্তি প্রদর্শন করে। মেলিন্সে সস্ত্রীক বেলজিয়ম-রাজ তাঁহাদের সহিত মিলিত হন এবং ভার্ভিয়ারস্ পর্য্যন্ত অনুগমন করেন। এইলা স্যাপেলিতে প্রুসীয়রাজ তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করেন। দম্পতী যুগল কলোন্ নামক স্থানে মহা সমাদর সহকারে গৃহীত হন। সঙ্কীর্ণ রাজপথ সমূহ জনতায় পুর্ণ, বিবিধ মনোহর কেতনে সুসজ্জিত, এবং রাজ পথ অডিকলম্ (Eau de Cologne.) বর্ষনে সিক্ত হইয়াছিল। কলোন্ হইতে ব্রুলে উপস্থিত হইয়া তাঁহারা রাজপ্রাসাদে গমন করেন। প্রাসাদ সম্মুখে পাঁচশত সামরিক বাদ্যকরেরা বাদ্যধ্বনি করে। সমস্ত প্রাসাদ অতি সুন্দর রূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল।

পরদিন সকলে বন্ নামক স্থান অর্থাৎ যেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্স অধ্যয়ন করিতেন; তথায় গমন করেন। প্রিন্স যে বাটীতে বাস করিতেন, মহারাণী অতি আনন্দিত চিত্তে তাহা পরিদর্শন করিতে যান। সেই দিবস একটী মহৎ ভোজে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। প্রুসীয় রাজ ভোজ-সভায় মহারাণী ও প্রিন্সের স্বাস্থ্যোদ্দেশে সুরাপান প্রস্তাব করিলে সকলেই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য সহকারে তৎকার্য্য সম্পাদন করেন। সেই দিবস রজনীতে কলোন্ আলোক মালায় সুসজ্জিত হইয়া নয়নানন্দপ্রদ রমণীয় সৌন্দর্য্যে সুশোভিত হইয়াছিল। সকলে রেল-ওয়ে শকটে কলোনে পৌঁছিয়া বাষ্পতরী আরোহণ পুর্ব্বক আলোক মালার অপুর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে নিরূপম সুখানুভব করিয়াছিলেন। মধ্য রজনীতে সকলে ব্রুলে পৌঁছিলেন।

পরদিন দিবা দশ ঘটিকার সময় বনে ঐক্যতান বাদন হয়। এইস্থান হইতে মহারাণী তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে গমন করেন। সমবেত অধ্যাপকগণ তাঁহার নিকট পরিচিত হইয়া, তাঁহার ইহ জীব-নের সার ও সর্ব্বস্ব প্রিন্স এলবার্টের প্রশংসা ও গৌরব করায় তিনি অপার আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। পর দিন প্রত্যুষে গগনমণ্ডল ঘনঘটা সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু রাজদম্পতী জাহাজে আরোহণ করিবা-মাত্র তাহা প্রসন্নমূর্ত্তি ধারণ করে; এবং সৌরকরজালে নদীবক্ষ প্রতিবিম্বিত হয়। সকলে নদীর উভয় কুলস্থ মনোরম শোভা সন্দর্শন করিতে করিতে গমন করেন। আরণ্ বাইট্ টাইন নামক স্থানে রাজ অতিথি সমাগত হইলে তাঁহাদিগের সম্মানার্থ যথোচিত তোপ ধ্বনি হয়, এবং মুহূর্ত্তমধ্যেই যেন তাহার চতুস্পার্শস্থ দুর্গ-সমূহ হইতে ঘোর গভীর নিনাদে তাহার প্রতি উত্তর দেয়। সম-বেত বিংশতি সহস্র সৈনিকের করস্থ বন্দুকের ধ্বনি বড়ই মনোরম হইয়াছিল। তাঁহারা তথা হইতে প্রুসীয় রাজের একটী প্রাসাদে

গমন করেন এবং তথায় সে দিবস অবস্থানের পর, পরদিবস বিদায় গ্রহণ করেন।

১৭ই আগষ্ট মহারাণী ম্যাডাম হাইডেন বাঁই নাম্নী ধাত্রী, যিনি মহারাণী এবং প্রিন্স এলবার্ট উভয়েরই এ সংসারে জন্ম পরিগ্রহের সময় ধাত্রীত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ১৮ই আগষ্ট সোমবার কোবার্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। তাঁহারা নানা গ্রাম, নগর প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া যথা সময়ে কোবার্গ সীমায় উপনীত হইলেন।

কোবার্গ সীমার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মহারাণীর হৃদয় বিহ্বল ও বিচলিত হইয়াছিল। অনতিবিলম্বেই পতাকা শ্রেণী ও শ্রেণীবদ্ধ জনতা পরিলক্ষিত হয়, ইহার অত্যল্প সময় পরেই তাঁহারা সামরিক বেশ পরিহিত আরণেষ্ট [কোবার্গের ডিউক] কর্ত্তৃক গৃহীত হন। ইহাঁরা ছয়টী অশ্ব সংযোজিত যানে আরোহন পূর্ব্বক গমন করেন। আরণেষ্ট তাঁহাদের সম্মুখে উপবিষ্ট ছিলেন। পার্শ্বস্থ জনতা অতি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিহিত হইয়া এবং অসংখ্য বালিকা পুষ্প হস্তে দণ্ডায়মান রহিয়া পথের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। বস্তুতঃ মহারাণী এরূপ সাদর অভ্যর্থনায় যে সবিশেষ প্রীতা ও প্রসন্না হইয়াছিলেন তাহা উল্লেখ বাহুল্য।

রাজদম্পতী প্রাসাদ সম্মুখীন হইলে কতিপয় শ্বেতবেশধারিণী যুবতী যানোপরি পুষ্পহার বর্ষণ করেন। ভারতেশ্বরী, তাঁহার জননী, শ্বশ্রু (প্রিন্স এলবার্টের বিমাতা) এবং বহুসংখ্যক আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক মহা সমাদরে গৃহীত হন। প্রিন্সএলবার্টের পিতার বহুকালাবধি ইচ্ছা ছিল যে তিনি, পুত্র ও পুত্রবধুকে একবার স্বগৃহে আনয়ন পূর্ব্বক আমোদ আহ্লাদ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে আশা সফল হয় নাই, সহৃদয়া, স্নেহময়ী দয়াশীলা

* প্রিন্সের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা,—পিতার মৃত্যুর পর ইনিই পিতৃ উপাধি প্রাপ্ত হন।

মহারাণীর সেই কথা স্মরণ হওয়ায় তিনি ব্যথিতা হন, এবং এই জনতা মধ্যে সেই গুরুজন অদর্শন জনিত দুঃখ অনুভব করেন। প্রাসাদে কিয়ৎক্ষণ অবস্থানের পর রাজদম্পতী মৃত ডিউকের অতি প্রিয় স্থান, রোসেনিতে গমন করেন। রোসেনির প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে মহারাণী অত্যন্ত প্রীতা ও প্রফুল্লা হইয়াছিলেন,— রোসেনি প্রিন্সের জন্মস্থান।

কোবার্গে সেন্টগ্রিগেরিয়াস্ ভোজ নামক পর্ব্বোপলক্ষে বালক বালিকাদিগের একটী মহোৎসব হয়। এই উৎসবোপলক্ষে মহারাণী এবং প্রিন্স রাজ প্রাসাদের বারান্দা হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্কুলের প্রায় ১৩০০ বালক বালিকাদিগের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে আগমন দেখিয়াছিলেন। দুই দুইটী করিয়া সমস্ত বালক বালিকা অধ্যাপকগণ সহ শ্রেণী বদ্ধ ভাবে প্রাসাদ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। তিনটী বালিকা উপরিতলে যাইয়া "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" এইস্থুরে একটী গান করে। মহারাণী সে গীত শ্রবণে বড়ই পুলকীতা হইয়াছিলেন। গীত সমাপ্ত হইলে সমস্ত বালক বালিকারা যে ভাবে আগমন করিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে প্রতিগমন করে। উক্ত দিবস মহারাণী মহা উল্লাসসহ সেই সমস্ত বালক বালিকাদিগের সহিত একত্রে আহার ও আমোদ প্রমোদ করিয়া স্বীয় উদার ও উন্নত মনের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

মহারাণী গুটীকতক কৃষক বালিকাকে সামান্য কৃষকদিগের পরিচ্ছদ পরিহিতাবস্থায় অবলোকনে নিরতিশয় প্রীতা হইয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন "আমাদের দেশীয় রমণীরা যদ্যপি মূল্যবান রেশম ও সালের পোষাকের পরিবর্ত্তে এই কৃষক বালিকাদিগের ন্যায় সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করেন, তাহা হইলে না জানি কত সুন্দর দেখায়।"

২৬শে আগষ্ট প্রিন্স এলবার্টের জন্মদিন,—আজি সেই জন্মদিন প্রিন্সের জন্মভূমে;—ইহাতে মহারাণী যে কতদূর সুখানুভব

করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। কোবর্গের সমস্ত অধিবাসী এই উৎসবে মগান উৎসাহে যোগদান করিয়াছিলেন। কতকগুলি কৃষক পুরুষ ও রমণী সুবেশ পরিধান পূর্ব্বক বাদ্যকর সহ নাচিতে নাচিতে মহারাণী ও প্রিন্সের নিকট আসিয়াছিল। একটী রমণী প্রিন্সকে পুষ্পদান এবং একটী পুরুষ মহারাণীকে পুষ্প গুচ্ছ প্রদান করিয়া বলিয়াছিল "আপনার স্বামীর জন্মদিনে আমি মঙ্গল উদ্দেশে আপনার সম্বর্দ্ধনা করি এবং ইচ্ছা করি তিনি দীর্ঘজীবী হউন এবং আপনি আবার শীঘ্র এখানে আসিবেন।" মহারাণী তাহাদের নৃত্য দর্শনে পুলকিতা হইয়াছিলেন। বিদেশের সামান্য কৃষক দিগকে লইয়া মহারাণীর আমোদ করিবার প্রবৃত্তি হইয়াছিল, কিন্তু হা হতভাগ্য ভারত! তোমার সম্ভ্রান্ত সন্তানও একজন সামান্য ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী কর্ত্তৃক নিগ্রহীত হয়।

উৎসব সমাপন হইলে বৈকালে মহারাণী স্বামী সহ বহির্ভ্রমণে গমন করেন। তথায় লর্ড এবারডিনের সহিত সাক্ষাৎ হয়, প্রিন্স তাঁহার সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইলে, মহারাণী একাকিনী বসিয়া একটী চিত্র আঁকিতে ছিলেন, এমত সময় দুইটী তৃণকর্ত্তন-কারিণী কৃষক রমণী, তাঁহার সমিপবর্ত্তী হইল।—তাহারা অবশ্য মহারণীকে চিনিত না। দুইটী রমণীর এক জন প্রশ্রয় পাইয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। মহারাণী তাহাদিগের সরল অমায়িক ভাব দর্শনে নিতান্ত সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন। সেই নারীটির দুইটী শিশু সন্তান ছিল, ভারতেশ্বরী তাহাকে কিছু অর্থ প্রদান করায়, সে প্রীত হইয়া তাঁহার করমর্দ্দন করে। এখান হইতে মহারাণী,—প্রিন্স এলবার্ট ও আরণেষ্ট বাল্যকালে স্বহস্তে যে ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মান করিয়াছিলেন, তাহা পরিদর্শন করিতে গমন করেন। ❋

পুস্তক পাঠে যে জ্ঞান জন্মে তাহা কার্য্যে পরিণত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য

কয়েক দিবস নৃত্য, গীত, ভোজ, থিয়েটার প্রভৃতি আনন্দপ্রদ অনুষ্ঠানের সুখাস্বাদনের পর ২৭শে আগষ্ট প্রাতঃকালে রাজ-দম্পতী বিষণ্ণ চিত্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাইবার সময়ও তাঁহাদিগকে পূর্ব্বমত অভ্যর্থনা করা হয়। সন্ধ্যাকালে রাজ দম্পতী রিণার্টস্‌ক্রুণ্‌ নামক স্থানে উপনীত হইলেন। পরদিন এই স্থান হইতে গোথায়, প্রিন্স এলবার্টের মাতামহীর প্রাসাদে, গমন করিবার কথা ছিল, কিন্তু তাঁহাদের যাইবার পূর্ব্বেই স্থবীরা মাতামহী অতি প্রত্যুষে অশ্ব-যানারোহনে সেই গ্রাম্য নিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহা-রাণী তাঁহাকে দেখিবামাত্র দ্রুতপদে তাঁহার নিকট ধাবমানা হন। বৃদ্ধা মাতামহী তাঁহাকে দেখিয়া নিতান্ত প্রীত হইয়া, বার বার তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়াছিলেন। প্রিন্স এলবার্টকে তিনি ইহ-জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন। তিনি আনন্দিত চিত্তে অতি সদয়ভাবে তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া অনন্ত সুখানুভব করেন। অপ-রাহ্নে সকলে মিলিয়া গোথায় গমন করিয়াছিলেন।

রাজ-দম্পতী কোবার্গের ন্যায় গোথার অধিবাসীগণ কর্ত্তৃকও সমাদৃত হন। পতাকা, কুসুমদাম; তোরণ, দরবার, ভোজ, নৃত্য, ঐক্যতানবাদন, নাটকাভিনয় প্রভৃতিতে গোথা কয়েক দিনের জন্য আনন্দ নীরে ভাসমান হয়। ৩ রা সেপ্টেম্বর প্রাতরাশের পর মহারাণী গোথা হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। বিদায় কালে বৃদ্ধা মাতামহী সজল নয়নে প্রিন্স এবং মহারাণীকে বার বার আলিঙ্গন ও মুখ চুম্বন করিয়াছিলেন, বৃদ্ধার হৃদয় নিতান্ত বিচলিত

বোধে প্রিন্সের পিতা এলবার্ট এবং আরণেষ্টের বাল্যাবস্থায় তাঁহাদিগের দ্বারা এই দুর্গটী নির্ম্মাণ করান। ইহা আকারে ক্ষুদ্র হইলেও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়া-ছিল। ইহার সকল কার্য্য, এমন কি ইষ্টক পর্য্যন্ত রাজ-কুমারদ্বয় স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

হইয়াছিল। ৯ই সেপ্টেম্বর রাজদম্পতী স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন। কিন্তু আজি তাঁহারা যে সুখ, যে অভ্যর্থনা পাইলেন, সে সুখ সে অভ্যর্থনা তাঁহারা বুঝি আর কোথাও পান নাই, সম্ভবতঃ পাইবার আশাও নাই। যখন গোলাপ ফুলের ন্যায় প্রস্ফুট বদন,—সন্তান সন্ততিরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, তখন তাঁহারা যে সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন, সে সুখ কি ইহ জগতের আর কোথাও আছে?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

০-

নূতন ঘটনাবলী।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ২৫শে মে ভারতেশ্বরী আর একটী নবকুমারী প্রসব করেন। ২৫শে জুলাই সমারোহ সহকারে রাজকুমারীর দীক্ষাকার্য্য সমাপ্ত, এবং হেলেনা আগষ্টা ভিক্টোরিয়া নাম রক্ষিত হয়।

মহারাণী একদণ্ড তাঁহার প্রাণাধিক জীবনসর্ব্বস্ব স্বামীকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতেন না। ৩০শে জুলাই প্রিন্স লিভারপুলের নাবিক নিবাস ইত্যাদির ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে তথায় গমন করিলে, মহারাণী বিরহ বেদনার নিদারুণ যাতনা সহ্য করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি ব্যারণ্ ষ্টক্‌মারকে লিখিয়াছিলেন "আমার প্রভুর অদর্শনে আমি সকলই অন্ধকার দেখিতেছি, আমি জানি যে এরূপ বিচ্ছেদ সহ্য করিবার অনেকের অভ্যাস আছে, কিন্তু আমার সে অভ্যাস হইল না। আমি নিশ্চয় জানি যে, আপনি আমাকে ইহার জন্য দোষ দিবেন না। তাঁহার অভাবে আমার কিছুই ভাল লাগে না। যদ্যপি সামান্য দুটী দিনের জন্যও তিনি স্থানান্তরে গমন করেন, তাহা হইলেও আমি অসহ্য যাতনা ভোগ করি। আমি সেই সর্ব্বশক্তিমান অনাথসহায় ঈশ্বরের নিকট অবিরত প্রার্থনা করি, যেন তাঁহার অনন্ত বিচ্ছেদ আমাকে কখন সহ্য করিতে না হয়,—তাঁহার অপেক্ষা আমাকে দীর্ঘজীবিণী না করেন।" কিন্তু হায় ঈশ্বর! ভারতেশ্বরীর করুণ প্রার্থনা কি তোমার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে নাই? দয়াময়! যাঁহার হৃদয় এত প্রেমপূর্ণ, সে হৃদয়ে

শেলাঘাত করিতে কি তোমার দয়া হইল না? আমরা অল্প বুদ্ধি মানব, তোমার বিশ্বরাজ্যের অচিন্তনীয় কার্য্যকলাপের কথা কি করিয়া বুঝিব দেব!

আগষ্ট মাসের প্রারম্ভেই রাজ-দম্পতী সদলে পোর্টমাউথ, ডার্টমাউথ প্রভৃতি ভ্রমণ পূর্ব্বক অসবোরণে উপস্থিত হন। সেপ্টেম্বর মাসে অস্‌বোরণের নূতন প্রাসাদের, কতকাংশের নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপ্ত হইলে, তাঁহারা ১৫ই সেপ্টেম্বর তথায় প্রথম প্রবেশ এবং রাত্রি যাপন করেন। *

৫ই জুলাই ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স কেম্ব্রিজ অভিমুখে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহারা অতীব সমাদৃত হইয়াছিলেন। ব্যারনেস্ বান্‌সেন একখানি পত্রে লিখেন 'আমরা যতই অগ্রসর হইতে থাকি, ততই দেখিতে পাই প্রত্যেক রেলওয়ে ষ্টেসন, সেতু বিশ্রাম স্থান, ও আচ্ছাদিত স্থানসমূহ পুষ্পাদির দ্বারা পরিশোভিত; লোকপুঞ্জ মহারাণীকে দর্শন লালসায় আগ্রহ। কেম্ব্রিজ ষ্টেসনটী সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, আনন্দিত, লোকপূর্ণ,—এবং তথা হইতে ট্রিনিটী কলেজ পর্য্যন্ত রাজপথের সৌন্দর্য্য, মহাজনতা এবং লোকদিগের আগ্রহাতিশয় পরিদৃষ্ট হয়। আমি এত অধিক বালক বালিকার একত্র সমাবেশ আর কখন দেখি নাই। আমরা ট্রিনিটী লজের এক বাতায়ন হইতে রাজ্ঞীর তথায় প্রবেশ দর্শন করি, এই সময়ে সাধারণ জনতা যেরূপ মহা আনন্দ ধ্বনি করে, সুপরিচ্ছদধারী পণ্ডিত

* মহারাণী যখন এই নবীন প্রাসাদে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহার জনৈক সহচরী স্কচ্‌দিগের প্রথানুযায়ী ভারতেশ্বরীর প্রতি পুরাতন বিনামা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। স্কট্‌ল্যাণ্ডে বিবাহের পর বধূর প্রতিও এইরূপ বিনামা এবং পুরাতন সাটীন নিক্ষেপের প্রথা আছে। ১৮৫৫ সালে ভারতেশ্বরী যখন ব্যালমোরালের নূতন প্রাসাদে প্রথম প্রবিষ্ট হন, তখনও এইরূপ বিনামা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

মণ্ডলীর মধ্য হইতেও সেইরূপ আনন্দ জ্ঞাপক ধ্বনি উত্থিত হয়। ট্রিনিটীর বৃহৎ সুসজ্জিত কক্ষ মধ্যে রাজ্ঞী চ্যান্সেলারের অভিনন্দন গ্রহণ জন্য সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলে, চ্যান্সেলর (প্রিন্স এলবার্ট) সুবর্ণ খচিত কৃষ্ণবর্ণ মনোরম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া, কক্ষের অপর পার্শ্ব হইতে প্রবিষ্ট হইয়া মস্তক অবনয়ন করতঃ অভিবাদন পূর্ব্বক অভিনন্দন পাঠ করেন। উভয়েই অতি প্রশংসনীয় রূপে গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়াছিলেন, সমস্ত শেষ হইলে রাজ্ঞী প্রিন্সের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে কবি ওয়াডস্ ওয়ার্থ একটী সুন্দর কবিতা রচনা করেন। সভাভঙ্গের পূর্ব্বে সমগ্র প্রধান প্রধান কর্ত্তৃপক্ষ মহারাণীর করচুম্বন করিতে অনুমতি পাইয়াছিলেন।" ঐক্যতান বাদন ও সংগীত শ্রবণের পর রাজ-দম্পতী ট্রিনিটী লজে গমন করেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের শেষে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক ও বৈদেশিক রাজনৈতিক গোলযোগ, আয়ারল্যাণ্ডে দুর্ভিক্ষ, এবং রাজ্যের স্থানে স্থানে প্রজা বিদ্রোহিতা হয়। * এই সময়ে বেঞ্জামিন ডিস্‌রেলি নামক অল্প বয়স্ক হিব্রু কুলোদ্ভব জনৈক যুবক তাঁহার অসাধারণ রাজনৈতিকজ্ঞান ও বাগ্মীতার পরিচয় দিয়া সমস্ত লোককে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। এই অসাধারণ ক্ষমতা ও প্রতিভাশালী যুবক কেবল আপন ক্ষমতা ও প্রতিভাবলে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী এবং মহারাণী ও তাঁহার স্বামীর বন্ধুরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। ইনিই স্বনাম খ্যাত লর্ড ডিস্‌রেলী।

ফ্রান্সরাজ ফিলিপের সহিত মহারাণীর কি রূপ আত্মীয়তা ছিল, তাহা বোধ হয় পাঠক বেশ অবগত আছেন। ফ্রান্সরাজ—মহারণী, প্রিন্স এবং রাজমন্ত্রিদিগের নিকট বারম্বার প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন

* Maunder's Treasury of History.

যে, স্পেনের রাজ্ঞী ইসাবেলা বা তাঁহার ভগ্নী এলিফেণ্টার সহিত ফ্রান্স-রাজকুমারদ্বয়ের কখন বিবাহ দিবেন না। কিন্তু তাঁহাদের অনভিমতে সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় এই রাজ-পারিবারিক মিত্রতা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া আইসে। ফ্রান্সরাজ তাঁহার অপরিণামদর্শিতার ফল হাতে হাতে পাইয়াছিলেন! স্পেনের রাজ্ঞী এবং রাজা ফিলিপ সিংহাসন চ্যুত হন, এবং ফ্রান্সে সাধারণ তন্ত্রের শাসন প্রণালী (Republican form of Government.) প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজা ফিলিপ প্রাণ ভয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী "মেরী এমিলির" সহিত ছদ্মবেশে "মিষ্টার এবং মিশেস্ জন্" নাম গ্রহণে ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া ভারতেশ্বরীর শরণাগত হন। করুণ হৃদয়া মহারাণী তাঁহাদের এই বিপন্ন অবস্থা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিতা হইয়াছিলেন এবং সাহ্লাদে তাঁহাদিগকে "ক্ল্যারেমেণ্ট" প্রাসাদে অবস্থান করিতে দিয়া ও অন্যান্য নানা প্রকারে তাঁহাদের সাহায্য করিয়া সেই দুস্থ ও ভগ্নাদৃষ্ট বন্ধুগণের যথেষ্ট আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রিন্সের মাতামহীর মৃত্যু হয়। তিনি প্রিন্সকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও স্নেহ করিতেন। প্রিন্স তাহার মৃত্যুতে অত্যন্ত শোক সন্তপ্ত হইয়াছিলেন। একমাত্র মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অসীম যত্নই তাঁহার সকল প্রকার শোক শান্তির প্রধান উপায় ছিল, তিনি তাঁহার যত্নে সকল শোক তাপ ভুলিয়া যাইতেন।

সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ যেন অবশ্যম্ভাবী এবং এই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া ঈশ্বর যেন তাঁহাদিগকে আবার নূতন হর্ষ প্রদান করিতে উদ্যত হইলেন। ১৮ই মার্চ্চ বাকিংহাম প্রাসাদে ভারতেশ্বরী আর একটী রাজকুমারী প্রসব করিলেন। ১৩ই মে তাঁহার দীক্ষা এবং লুইসি কেরোলিন্ এলবার্টা নাম রক্ষিত হয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

-০-

ব্যালমোরাল যাত্রা।

রাজ-দম্পতী স্কটল্যাণ্ডের অন্তর্গত ব্যালমোরেল দর্শনাভিলাষী হইয়া ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে এবারডিন্ বন্দরে উপনীত হইলেন। তথাকার মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক তাঁহারা সাতিশয় সমাদর পুর্ব্বক গৃহীত হন। পরদিবস রাজ-দম্পতী সদলে ভাবী নিবাস ব্যালমোরাল অভিমুখে যাত্রা করেন।

প্রধান রাজ-চিকিৎসক সারজেমস্ ক্লার্কের পুত্র সার জন ক্লার্ক ব্যালমোরালের সুন্দর স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও নির্জ্জনতা প্রভৃতি দর্শনে রাজ পরিবারের ইহা গ্রীষ্ম ও হেমন্ত ঋতু অতিবাহিত করিবার উপযুক্ত স্থান বিবেচনায়, স্বীয় পিতাকে তদ্-বিষয়ের উল্লেখ করায়, সারজেমস্ ক্লার্ক ব্যালমোরাল দর্শনে গমন করেন। তিনি স্বচক্ষে তৎপ্রদেশের অপূর্ব্ব রমণীয়তা দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া রাজ পরিবারকে তাহা জ্ঞাত এবং ব্যালমোরল ইজারা লইবার অনুরোধ করেন। প্রথমতঃ ইহা ৩৮ বৎসরের জন্য ইজারা লওয়া হয়, কিন্তু রাজদম্পতী ব্যালমোরেল দর্শনে এত প্রীত হয়েন যে, প্রিন্স ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইহার সত্বাধিকারী আরল্ অভ ফাইফের ট্রষ্টী-দিগের নিকট হইতে ইহার সমস্ত সত্ব ক্রয় করিয়া লন। অসবোর-ণের ন্যায় ইহাও মহারাণীর একটী খাস সম্পত্তি। *

---

* মহারাণী বিস্তৃত রাজ্যের অধিশ্বরী বটেন, তাঁহার রাজ্যে সূর্য্য অস্ত হন না সত্য, কিন্তু সে সমস্তই তাঁহার সাধারণ সম্পত্তি। তিনি সে সকল

মহারাণী এই পর্ব্বতময়ী প্রদেশের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে নিরতিশয় প্রীতা হইয়াছিলেন। সার জেম্‌স্ ক্লার্ক লিখিয়াছিলেন "আমি পূর্ব্বে ইহার যে রূপ সৌন্দর্য্য দেখিয়াছিলাম এখন তদপেক্ষা অনেক অধিক দেখিতেছি।" মহারাণীর প্রথম ব্যালমোরাল দর্শনে যে ধারণা হয়, তাহাতে তিনি এই স্থান দর্শনে কতদূর প্রীত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করা নিতান্ত দুরূহ।

রাজ প্রাসাদের পশ্চাৎভাগে দ্রুত বাহিনী ডি নদী প্রবাহিতা, উত্তর দক্ষিণে শৈল মালা,—কোথাও উপত্যকা, কোথাও বা মনোহর বৃক্ষ রাজি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি লালসায় যেন রোপিত হইয়া সেই সেই স্থানের শোভা সমধিক বৃদ্ধি করিয়াছে। আরণ্য হরিণ হরিণী সানন্দিত চিত্তে উল্লম্ফন করিয়া প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে। বস্তুতঃ এ সকল দৃশ্য মনোহারী—শোভা অতুল। মহারাণী লিখিয়াছিলেন যে "এ স্থানে আসিলে এই দুঃখ নিপীড়িত পৃথিবীকে ভুলাইয়া দেয়" বস্তুতঃ ইহা প্রকৃত প্রস্তাবেই তাহাই।

ভারতেশ্বরী স্বামী সহ ব্যালমোরাল দুর্গে কিছুদিবস বিশ্রাম সুখানুভবের পর নানা প্রকার গুরুতর রাজনৈতিক প্রশ্ন মীমাংসার্থ

সম্পত্তির যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারেন না। সে সকলের দান বা হস্তান্তর করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। রাজকোষের উপরও তাঁহার সেইরূপ ক্ষমতা। পার্লিয়ামেন্ট মহাসভা কর্ত্তৃক তাঁহার যে নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি প্রদত্ত হয়, তাহারই তিনি ইচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন। পাছে রাজ্যের কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা হয়, সেই জন্য রাজসম্মতি ক্রমে ক্রমশঃ এইরূপ নিয়ম প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু অসবোরণ কি ব্যালমোরাল মহারাণীর সাধারণ সম্পত্তি নহে, তাহা তাঁহার নিজ ধনে ক্রীত বা খাস সম্পত্তি। এ সকলের উপর তাঁহার ইচ্ছা মত দান বিক্রয়ের ক্ষমতা আছে। পার্লিয়ামেন্টের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই।

রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ে মূলতানে, চিরপ্রসিদ্ধ জগদ্বিখ্যাত শিখদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, সুতরাং বলা বাহুল্য যে এ বিষয় লইয়াও তখন ইংলণ্ডে একটী তুমুল আন্দোলন হইতেছিল।

৯ই অক্টোবর রাজ-দম্পতী অসবোরণ্‌ হইতে উইণ্ডসর আগমন কালে পোর্টস্‌মাউথে একটী হৃদয় বিদারী ঘটনা দর্শনে নিতান্ত ব্যথিত হন। গ্রাম্ফাস নামক একখানি জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর হইতে স্পিট্‌হেডে আসিয়া উপনীত হয়। পাঁচটী রমণী, জাহাজে নীজ আত্মীয়গণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য একখানি ক্ষুদ্র নৌকারোহণে দুইজন নাবিক সহ গমন করিতেছিলেন। এই দুর্য্যোগের দিন যেমন তরণী খানি জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি একটী প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে আরোহীসহ তরীখানি জলমগ্ন হইল। প্রিন্স এ ঘটনা দেখিবামাত্র মহারাণীকে বলেন, মহারাণী ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া মগ্ন বক্তিদিগের উদ্ধারার্থ তৎক্ষণাৎ রাজ-তরীস্থ একখানি ক্ষুদ্র নৌকা প্রেরণ করেন এবং রাজতরী থামাই-তেও বিশেষ অনুরোধ করেন। কিন্তু সে সময়ে প্রবল ঝটিকা হওয়ায় সর্ব্ব প্রধান নাবিক লর্ড এডলফাস্‌ ফিজ্‌ক্ল্যারেন্স বিপদ-পাতের আশঙ্কায় রাজতরী থামাইতে সাহস করেন নাই। প্রেরিত ক্ষুদ্র তরণীখানি তিনটী জলমগ্ন স্ত্রীলোককে উদ্ধার করে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহাদের একটী ব্যতীত অপর কাহাকেও জীবিত দৃষ্ট হয় নাই। একটী মাত্রও জীবন রক্ষায় কৃতকার্য্য হওয়ায় মহা-রাণী সাতিশয় কৃতজ্ঞচিত্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়াছিলেন।

১৯শে মে মহারাণী একখানি খোলাগাড়ি আরোহণ পূর্ব্বক তিনটী সন্ততি সহ প্রাসাদাভিমুখে যাইতেছিলেন, প্রিন্স অশ্বা-রোহনে অগ্রে অগ্রে যাইতেছিলেন। এমত সময়ে উইলিয়ের হ্যামিল্টন নামক জনৈক আয়ার্ল্যাণ্ডবাসী ভারতেশ্বরীকে গুলি করে,



ব্যালমোরাল ক্যাসেল।

কিন্তু এবারও জগদীশ্বর আমাদের মাতৃস্থানীয়া পূজনীয়া, নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক-হৃদয়-সম্পন্না ভিক্টোরিয়াকে রক্ষা করেন। যদ্যপি পাষণ্ড হ্যামিলটন্‌কে পুলিস শান্তিরক্ষকেরা রক্ষা না করিত তাহা হইলে পথিপার্শ্বস্থ মহাজনতা তৎক্ষণাৎ তাহাকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলিত। প্রিন্স পথে এ ঘটনার কিছুই অবগত হন নাই, পরে মহারাণীর মুখে শুনিলেন। বিচারে পাপাত্মার সাতবৎসর দ্বীপান্তর বাসের আজ্ঞা হয়।

এই সময়ে প্রিন্স অব ওয়েলসের শিক্ষার আবশ্যক বোধে প্রিন্স এল্‌বার্ট কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন উচ্চ উপাধী প্রাপ্ত মিষ্টার বার্চ্চ নামক ব্যক্তিকে তাঁহার শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করেন। এক জন উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে পুত্রকে রাখিয়াও প্রিন্স এলবার্ট নিশ্চিন্ত ছিলেন না, অবকাশ পাইলেই পুত্রের নীতি এবং বিদ্যা শিক্ষার সহায়তা করিতেন। মহারাণীও আপন সন্ততিগণকে সময়ে সময়ে শিক্ষা দানে রত থাকিতেন, কিন্তু অনেক সময়ে রাজ কার্য্যের ব্যস্ততায় সেই সুখকর কার্য্য সম্পাদনে অপারক হইলে তিনি মনে মনে বড়ই দুঃখিতা হইতেন।

প্রিন্স এলবার্ট আপন পুত্রগণকে আপনার ন্যায় শিক্ষিত অমায়িক, কার্য্য তৎপর, ও রণকুশল করিবার জন্য বড়ই ব্যস্ত ছিলেন এবং বহুল পরিমানে তাঁহার সে আশা সে উদ্যম সফল হইয়াছে। তিনি সুযোগ পাইলেই শিক্ষা দিতে কখন বিরত হইতেন না। একদিন তিনি তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সহিত অশ্বারোহণে লণ্ডনের কোন সেতুর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, সেতুর কর সংগ্রাহক তাঁহাদের নিকটস্থ হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলে প্রিন্স এলবার্ট তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রত্যাভিবাদন করিলেন, কিন্তু প্রিন্স অব ওয়েলস্ প্রত্যাভিবাদন না করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন বলিয়া তিনি পুত্রকে ফিরিয়া যাইয়া লোকটীকে প্রত্যাভিবাদন করিতে বলিলেন। যুবরাজ তৎ-

ক্ষণাৎ পিতৃবাক্য পালন করিয়া একটী গুরুতর কার্য্যের শিক্ষা পাইলেন।

আয়ার্ল্যাণ্ড ইংলণ্ডের রাজ মুকুটাধীন হওয়া পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে প্রায়ই আয়রিস্ প্রজাগণ সামাজিক শান্তিভঙ্গ দাঙ্গা হাঙ্গামা হত্যা-কাণ্ড ইত্যাদিতে লিপ্ত হইয়া রাজবিদ্রোহিতা প্রকাশ করিতেছিল, এবং এ পর্য্যন্তও তাহা সম্যক প্রকারে নিবৃত্তি পায় নাই। নির্ব্বোধ আয়রিস্‌দিগের হৃদয়ে রাজভক্তি উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে মহারাণী স্বামীসহ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ৩ রা আগষ্ট অস্‌বোরণ হইতে আয়ারল্যাণ্ড অভিমুখে যাত্রা করেন। মহারাজ্ঞীর সরল আচরণ ও উদারতার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া সেই অসন্তুষ্ট রাজবিদ্রোহী আইরিস্ প্রজাপুঞ্জ বিদ্রোহভাব একেবারে হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া অতীব সমাদরে, মহা উৎসব সহকারে, রাজদম্পতীকে গ্রহণ করেন। আয়ারল্যাণ্ড-রাজধানী ডবলিনে এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান স্থানে রাজদম্পতী এরূপ সমাদরের সহিত অভ্যর্থিত হন যে, কেহই পূর্ব্বে সেরূপ প্রত্যাশা করেন নাই।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে রাজ্ঞী এডিলেড (উইলিয়েম দি ফোর্থের স্ত্রী) কিছুদিন পীড়া ভোগের পর মৃত্যুগ্রাসে পতিতা হন। মহারাণী ২৭ শে নভেম্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তাঁহার বিকৃত মুখচ্ছবি দেখিয়া মহারাণী বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু নিশ্চয়। মহারাণী স্নেহ ভরে রাজ্ঞী এডিলেডের হস্ত চুম্বন করেন। রাজ্ঞী এডিলেড সরলতাময়ী ভিক্টোরিয়াকে তাঁহার বাল্যাবস্থা হইতেই তনয়ানির্ব্বিশেষে ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন। আমাদের মহারাণীও তাঁহার সেই অসীম দয়ার প্রতিদান দিতে এক দিনের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। এডিলেডের যত্ন স্নেহ মায়া এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহার হৃদয় হইতে অপসৃত হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুতে মহারাণী নিরতিশয় শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন,

এবং তিনি ইহ জীবনের একটী স্নেহাধার হইতে যে বঞ্চিত হইলেন, তাহা উপলব্ধি করিয়া ব্যথিত হইয়াছিলেন!

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ১ লা মে ভারতেশ্বরী আর একটী নবকুমার প্রসব করেন। ডিউক অভ ওয়েলিংটনের জন্মদিনে রাজকুমার জন্মগ্রহণ করায়, রাজদম্পতী তাঁহার সম্মান বর্দ্ধন করিয়া নবকুমারের প্রধান নাম আর্থার রক্ষা করেন। ২২ শে জুন দীক্ষা কার্য্য ও আর্থার উইলিয়েম পাট্রিক এলবার্ট নাম রক্ষিত হয়। আয়ারল্যাণ্ড ভ্রমণের স্মরণার্থ চিহ্ন স্বরূপ তথাকার রাজদর্শনাভিলাষিণী জনৈক বৃদ্ধা রমণীর প্রার্থনা বাক্য পুরণ মানসে রাজকুমারের পাট্রিক নামটী রক্ষিত হইয়াছিল। * ইনিই ডিউক অভ কনট্।

* "The Royal children were objects of universal attention and admiration. "Ah Queen' dear !" screamed a Stout old lady, "make one of them Prince Patrick, and all Ireland will die for you".

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

-*০*-

দুর্ঘটনা।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের ২৭ শে জুন ভারতেশ্বরী পীড়িত ডিউক অভ কেম্ব্রিজকে দেখিতে যান। আসিবার সময় যেমন যানারোহণ করিবেন, অমনি রবার্ট পেট নামক সদ্বংশজাত, কিন্তু হীনাবস্থাপন্ন জনৈক দুরাচার কাপুরুষ বেত্র দ্বারা মহারাণীর মস্তকে আঘাত করে। মস্তকে টুপি থাকায় যদিও কোন বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন নাই, তথাপি কপোল দেশ ক্ষত হইয়া গিয়াছিল। রাজ বিচারে পাষণ্ডের সপ্তবর্ষ দীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞা হয়।

এই সময়ে ইংলণ্ডে মহামেলার উদ্যোগ হইতেছিল। প্রিন্স ইহার প্রবর্ত্তনা করেন, কিন্তু বলা বাহুল্য যে তাঁহার এই শুভ উদ্যমে মহারাণী তাঁহাকে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। প্রিন্স এই সময় সমধিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় এবং অত্যন্ত শ্রমপরায়ণ হওয়ায় তাঁহার স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। চিকিৎসকগণ তাঁহাকে বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে অনুরোধ করেন, কিন্তু রাজকীয় কার্য্যের ব্যস্ততায়, বিশেষতঃ মহারাণী সে সময় অসুস্থ থাকায়, তিনি যাইতে পারেন নাই। ইতিপূর্ব্বে মহারাণীর একবার পাণিবসন্ত হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত কিছু দিবস তাঁহার শারীরিক অবস্থাও বড় ভাল ছিল না!

এই সময়ে বিখ্যাত নীতিজ্ঞ সার রবার্ট পীল অশ্ব হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। সার রবার্ট পীলের সহিত প্রিন্সের অকৃত্রিম মিত্রতা ছিল, তাঁহার মৃত্যুতে তিনি অতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সার রবার্ট পীলের মৃতদেহ যে সময়ে রাজ

প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া মহা সমারোহ সহকারে সমাধি স্থানে লইয়া যাওয়া হয়, সে সময়ে রাজ-পারিবারিক সমস্ত লোক গবাক্ষ দ্বার হইতে সেই শোকপূর্ণ দৃশ্যের দিকে এক দৃষ্টে তাকাইয়া ছিলেন, এবং অশ্রুবারি বরিষণ করিয়া সেই মৃত মহাত্মার প্রতি তাঁহাদের অসীম অকৃত্রিম বন্ধু-ভাব প্রকাশ করেন।

এই দুর্ঘটনার পরেই শুনা গেল যে, বেল্‌জিয়মের রাণী অত্যন্ত পীড়িতা। দুঃখ বারতা এইখানেই শেষ হইল না,—৮ই জুলাই কেম্ব্রিজের ডিউক প্রাণত্যাগ করায়, রাজপরিবার আবার অতল শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

আগষ্ট মাসে রাজ্যচ্যুত ফ্রান্সরাজ লুইস্ ফিলিপের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া রাজদম্পতী নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন। যে দিন তাঁহারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হন, সে দিন প্রিন্সের বার্ষিক জন্ম দিন, সুতরাং এ সুখের দিনে এই বিষাদ বার্ত্তায় আনন্দের সমূহ ব্যাঘাত হয়।

২৭ শে আগষ্ট রাজ-দম্পতী এডিন্‌বার্গ অভিমুখে যাত্রা করেন, পথে তাঁহারা ক্ষণকালের জন্য হতভাগিণী রাজ্ঞী "মেরিষ্টুয়ার্টের" প্রাচীন প্রাসাদে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে সেই অভাগিনীর ভাগ্য লিপি তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হয়, এবং তিনি ব্যথিতা হইয়া সার আর্চিবল্ড এলিসন্‌কে বলিয়াছিলেন "আমি মেরীর বংশে জন্মিয়াছি বলিয়া আপনাকে সুখী মনে করি, এলিজবেথের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই।" এডিন্‌বর্গ হইতে তাঁহারা ব্যালমোরেল গমন করেন। ব্যালমোরালে অবস্থান কালেই তাঁহারা বেল্‌জিয়মের রাজ্ঞীর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। এই শোচনীয় সংবাদে মহারাণী অত্যন্ত দুঃখিতা হইয়াছিলেন। তিনি ইহ জীবনে তাঁহার একটী চির-হিতৈষিণী বাল্যবন্ধু হারাইলেন! বস্তুতঃ এ বৎসর ভারতেশ্বরী তাঁহার যতগুলি আত্মীয় হারাইলেন, তাঁহার জীবনে কখন এরূপ ঘটনা হয় নাই।

ব্যালমোরেলে উপনীত হইয়াই রাজ-দম্পতী কিসে প্রজাদিগের সুখ সাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি হইবে, তাহাদিগের কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইবে, তাহারই চেষ্টায় রহিলেন, এবং তাহার সাফল্য সাধনে বিন্দুমাত্র ত্রুটী হইল না। প্রজাদিগের উন্নতি সাধনাশায় বিদ্যালয় ও পুস্তকাগার প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং মহামান্যা ভারতেশ্বরী আজি পর্য্যন্ত সে সকলের উন্নতি সাধন করিতেছেন। মহারাণী স্বরচিত পুস্তক বিক্রয়ের উপস্বত্ব উক্ত জমীদারীর প্রজাদিগের সন্তানবর্গের শিক্ষার উন্নতির জন্য বৃত্তি স্বরূপে প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। ধন্য যত্ন! ধন্য উদ্যম!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ ।

মহামেলা ।

মহামেলার সদানুষ্ঠানে অনেকে বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন, হাইডপার্কে যাহাতে মহামেলা না হয়, এ ইচ্ছা মন্ত্রিবর্গের অনেকেরই ছিল, মহারাণী এই গোলযোগের সময় কিছু দিনের জন্য স্বামী ও পুত্রগণসহ অস্‌বোরণে গমন করেন ।

১লা ফেব্রুয়ারি উইণ্ডসরে রাজভৃত্যদিগের দ্বারা সেক্সপিয়রের "এজ্ ইউ লাইক ইট্" নামক পুস্তক অভিনীত হয় । বিশেষ আত্মীয় ও পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেহ ইহাতে নিমন্ত্রিত হন নাই । ভৃত্যদিগকে উৎসাহ দিবার জন্যই মহারাণী এই অভিনয়ানুষ্ঠান করেন । *

হাইডপার্কেই অবশেষে মহামেলা হইবার স্থির হইল, ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের ১লা মে মহামেলা খোলা হইবার দিনস্থির হওয়ায় প্রিন্স দারুণ শ্রমে লিপ্ত হইলেন । ১লা জানুয়ারি প্যাক্সটন নির্ম্মিত জগদ্বিখ্যাত অপূর্ব্ব দৃষ্ট—অভূত পূর্ব্ব বৃহৎ কাচের অট্টালিকার নির্ম্মাণ কার্য্য সমাধা হইল । ইহার ব্যবধান প্রায় ৬০ বিঘা, লম্বে ৬২০ হস্ত এবং প্রস্থে ১৫৫ হস্ত । † ইহার মধ্যে এক সঙ্গে ৪০ সহস্র দর্শক মহামেলা দেখিতে পারিতেন । পৃথিবীর নানা স্থান হইতে এই মহামেলার জন্য দ্রব্যাদি আনীত হয় । এই সময়ে কতিপয় লোক ব্যক্ত করেন যে, মহাপ্রদর্শনী উপলক্ষে ইউরোপের সকল রাজ্য হইতে অসংখ্য দুশ্চরিত্র লোক আগমন করিয়া অতীব অনিষ্ট সাধন

---

* The Economist (Journal 1581.)

† Ibid.

করিবে। মহাবিপ্লব উপস্থিত করিয়া মহারাণী এবং প্রিন্সকে হত্যা করিয়া ইংলণ্ডে সাধারণ তন্ত্রের শাসন প্রণালী প্রচলনের ঘোষণা করিবে। কিন্তু মহারাণী কিম্বা প্রিন্স ইহাতে বিন্দুমাত্র ভীত হন নাই, তাঁহারা এ সকল বিশ্বনিন্দুক ও শূন্যে আবাস নির্ম্মাণকারী-দিগের কথায় বিন্দুমাত্র আস্থা স্থাপন করেন নাই।

প্রদর্শনী স্থলে দ্রব্যাদি যথা স্থানে সজ্জিত হইলে, মহারাণী প্রিন্সের সহিত গোপনে তিন দিবস তথায় উপস্থিত হন, প্রথম দিন তৎসমুদায় দর্শনান্তে মহারাণী আপন মন্তব্য পুস্তকে লিখেন—"অসংখ্য রমণীয় অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্যাদি, যাহা সুন্দর রূপে সুসজ্জিত হইয়াছে, তাহা দর্শনে আমি বস্তুতই দিশাহারা হই।" প্রায় দ্বাদশ হইতে বিংশতি সহস্র লোক প্রত্যহ দ্রব্যাদি যথা স্থানে রক্ষিত ও সজ্জিত করিতে নিযুক্ত ছিল।

১লা মে প্রদর্শনী খোলা হয়। মহারাণী ও প্রিন্স,—প্রুশীয় রাজ এবং সন্তান সন্ততিগণ সহ—যখন প্রদর্শনী অভিমুখে গমন করেন, তখন অল্প অল্প বৃষ্টি হইতেছিল, কিন্তু তাঁহারা প্রদর্শনী আবাস সম্মুখীন হইবামাত্র সূর্য্য যেন আপন প্রশান্ত বদন বিস্ফারিত করিয়া হাসিতে লাগিলেন। রবিকর রঞ্জিত কাচাগারের চূড়ারাশি যেন স্বর্ণ মণ্ডিত বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল, তদুপরে সকল জাতীয় পতাকা মৃদু বাতাসে আন্দোলিত হইয়া এক অপূর্ব্ব নয়নাভিরাম শোভা ধারণ করিয়াছিল। নব পল্লব লতিকা, পুষ্পদাম, কেতন ও প্রস্তর প্রতিমা সমূহ পরিশোভিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য,—ফোয়ারা শ্রেণীর মধুর জল ক্রীড়া, লোকের জনতা ও আনন্দ ধ্বনি, প্রত্যেক দর্শক-কেই আশ্চর্য্যান্বিত ও স্তম্ভিত করিয়াছিল। মহারাণী বলিয়াছিলেন যে "আমি এ সৌন্দর্য্য, এ সুষুমা ইহ-জীবনে কখন বিস্মৃত হইব না। আমার মঞ্চ এবং আসন সম্মুখে রক্ষিত ক্রীড়াশীল স্ফটীক ফোয়া-রার নিকটে উপনীত হইয়া যে দৃশ্য সন্দর্শন করি, তাহা যেন ভোজ-

রাজ্ঞীর ন্যায়—কতই বিস্তৃত—কতই সমুজ্জ্বল—কতই চিত্তাকর্ষক ! দুই শত যন্ত্রসহ ছয় শত লোক সমস্বরে গান করেন, বস্তুতঃ ইহার তুলনা নাই। এই সকলের কর্ত্তাই আমার প্রাণাধিক স্বামী—ঈশ্বর তাঁহাকে ও স্বদেশকে আশীর্ব্বাদ করুন। আজিকার ন্যায় সুখের, উৎসাহের, সন্তোষের দিন আর নাই, এমন দিন দেখিলে চির দিন বাঁচিতে ইচ্ছা করে।" *

"ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" এই গীত বাদিত হইলে প্রিন্স এল্‌বার্ট কমিসনারদিগের সহিত অগ্রসর হইয়া মহারাণীর সম্মুখে বিজ্ঞাপনী পাঠ করেন, মহারাণী তাহার যথাযথ উত্তর দিবার পর প্রদর্শনী খোলা হয়। সে সময়ে তুর্য্য ও ঘোর নিনাদে কামান ধ্বনি হইয়াছিল। সকলের আননই উৎফুল্ল ও অনেকের নয়নে আনন্দাশ্রু দৃষ্ট হয়। এমন কি অনেক ফরাসীও 'রাজ্ঞীর জয় হউক' বলিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করিতে ত্রুটী করেন নাই। এ উৎসবে কাচাগারের নির্ম্মাণ কর্ত্তা প্যাক্সটনের তুল্য আর কাহারও আনন্দ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইনি একজন সামান্য উদ্যান পালকের ভৃত্য হইতে সার উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুষ্যের ভাগ্যের কথা কে বলিতে পারে ?

মহারাণী হৃষ্ট চিত্তে প্রদর্শনী হইতে প্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন কালেও আনন্দ ধ্বনি হয়। বলা বাহুল্য যে মহারাণী প্রজাপুঞ্জের সদাচরণে ও মহামেলা সম্বন্ধে প্রিয় স্বামীর সফলতা দর্শনে বিশেষ প্রীতা হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ প্রদর্শনীর এরূপ সন্তোষপ্রদ সফলতা লাভের কথা পূর্ব্বে অতি অল্প লোকেই ভাবিয়াছিলেন, প্রদর্শনী দর্শনে দর্শক মাত্রেই মুগ্ধ হইয়াছিলেন, এবং যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহা কখন বিস্মৃত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব।

* History of our own Times—by Justin McCarthy M P. vol II, Page 117.

বলিতে কি এরূপ সফলতা দর্শনে মহারাণী ও প্রিন্সের আনন্দের পরিসীমা ছিল না, কিন্তু বৈরীগণের দর্প চূর্ণ হইল। হাউস অব কমন্সে কর্ণেল সিব্‌সর্প প্রদর্শনীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা কালে বলেন "আপন কলত্র দুহিতার সাবধান লও, আপন ধন প্রাণের প্রতি সতর্ক হও—আকাশ হইতে বজ্রপাত হইয়া যেন প্রদর্শনীর আবাস চূর্ণ করিয়া ফেলে।" * আজি তাঁহার সেই অদূরদর্শিতার সমুচিত প্রতিফল হইল।

প্রিন্স এলবার্ট কর্তৃক সঙ্কল্পিত ও অনুষ্ঠিত এই মহান্ ব্যাপার শিল্পপ্রদর্শনীর সর্ব্বাঙ্গীন সফলতায়, রাজ-দম্পতী দেশ বিদেশ হইতে সুখ্যাতি ও সহানুভুতী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রদর্শনী প্রতিষ্ঠার দিন এত জনতা সত্ত্বেও যে একটী মাত্রও দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই, ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

১৪ই অক্টোবর ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স শেষ প্রদর্শনী দর্শন করেন এবং পরদিন মহা সমারোহ সহকারে দ্রব্যাদির উৎকৃষ্টতানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক ও প্রশংসা পত্র প্রদানের পর প্রায় ছয় মাস কাল স্থায়ী প্রদর্শনী বন্ধ হয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মহাপ্রদর্শনী যে প্রিন্স এবং মহারাণীর নাম অক্ষয় করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমরা কলিকাতায় ১৮৮৩।৮৪ খ্রীষ্টাব্দে যে মহামেলা দর্শনে নয়ন মন পরিতৃপ্ত করিয়াছি, বলিতে গেলে তাহার পথ প্রদর্শক সেই মহাত্মা প্রিন্স এল্‌বার্ট।

* McCarthy's History of our own Times. Vol II. Page 110.

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অভিনব ঘটনা।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাজ-দম্পতী অস্‌বোরণ্‌ হইতে বাষ্পতরী আরোহণ পূর্ব্বক উপকুলবর্ত্তী কয়েকটী স্থান পরিভ্রমণ করিতে গমন করেন। তাঁহারা এণ্টওয়ার্পে রাজা লিওপল্ড কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়াছিলেন, সেখানে কিছুদিন অবস্থানের পর ইংলণ্ডাভিমুখে অগ্রসর হন।

মহারাণী বেল্‌জিয়ম রাজের সমাদর ও যত্নে অতীব প্রীত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ সকল সুখের, আনন্দের সময় প্রিয়সখী ভগ্নীসদৃশা বেলজিয়মের রাজ্ঞীকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার হৃদয় বিষাদিত হইয়াছিল।

পথিমধ্যে প্রবল ঝটিকা হওয়ায় তাঁহারা টারনিউসেন নামক স্থানে জাহাজ নঙ্গর করিতে বাধ্য হন। এবং পাঁচটার সময় তথায় অবতরণ করিয়া একখানি স্প্রিং শূন্য যানারোহণে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইয়াছিলেন। রাজ-দম্পতী নিকটবর্ত্তী একজন বর্দ্ধিষ্ট লোকের গোলাবাটী পরিদর্শন করিতে যান। গোলাবাটীর অধ্যক্ষ অতি সমাদর পুর্ব্বক তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন। মহারাণী লিখিয়াছেন "তাঁহারা আমাদিগকে তাঁহাদের আবাসে লইয়া যান, আলয় অতি রমণীর রূপে এবং পরিচ্ছন্ন ও মনোরম ভাবে সজ্জিত। * * * তাঁহারা আমাদিগকে বসিতে ও দুগ্ধ পান করিতে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। একটী বৃদ্ধা রমণী সেই অভিপ্রায়ে গুটীকত গ্লাস আনয়ন করেন, কিন্তু আমরা সমস্ত দুগ্ধ পান

করিলাম না দেখিয়া স্কচ্‌দিগের ন্যায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহারা আমাদিগকে গোশালা এবং মনোরম উদ্যান দেখান। গোশালা—তাঁহারা গ্রীষ্মকালে শস্যেপূর্ণ করিয়া রাখেন।" আমাদের মহারাণী এই সামান্য কৃষকাবাসে অযাচিত হইয়া গমন ও যথোচিত অকৃত্রিম সরলতাপূর্ণ অভ্যর্থনায় প্রীতা হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৯ শে আগষ্ট প্রিন্সের জন্মতিথি উপলক্ষে ভারতেশ্বরী অস্‌বোরণ হইতে বেলজিয়ম রাজকে যে পত্র লেখেন তাহা এইরূপ—"প্রিয়তম মাতুল, আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে আপনার অনুগ্রহে আমার স্বামীর ন্যায় প্রিয় ও প্রসংশনীয় ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হওয়ায় আমি এবং ইংরাজ জাতি আপনার নিকট বহুল পরিমানে ঋণী। ঈশ্বর জানেন যে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি কতদূর সুখিনী হইয়াছি, যতটুকু আশা করিতে পারি বা সুখ পাইবার পাত্রী, ঈশ্বরেচ্ছায় আমি তদপেক্ষা অনেক অধিক পরিমানে সুখ পাইয়াছি।"

৩০ শে আগষ্ট রাজ-দম্পতী অস্‌বোরণ হইতে ব্যালমোরাল যাত্রা করেন। ব্যালমোরালে অবস্থান কালে মহারাণী অবগত হন যে জন কামডেন নিল্ড নামক একজন ব্যারিষ্টার তাঁহার মৃত্যুকালে নিজ বহুল সম্পত্তি ভারতেশ্বরীকে দান পত্র করিয়া অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। মহারাণী প্রথমত এ সংবাদ শ্রবণে নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঘটনা সত্য, নিল্ডের ইহ সংসারে আর কেহ না থাকায়, মহারাণীকে তাঁহার অতুল সম্পত্তি দানের উপযুক্ত পাত্রী বিবেচনায়, তাঁহাকেই অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। * তাই বলি মহারাণী সাধারণের কিরূপ শ্রদ্ধার পাত্রী তাহা বুঝা অতি সামান্য কথা।

১৬ই সেপ্টেম্বর প্রধান সেনাপতি বীরশ্রেষ্ঠ ডিউক অব ওয়েলিং-

* Martin's Life of The Prince Consort Vol II. Page 463.

টনের মৃত্যুবার্ত্তা অবগত হইয়া রাজদম্পতী নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। অক্টোবর মাসে রাজ পরিবার উইণ্ডসরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ডিউক অব ওয়েলিংটনের পরলোক গমনে ট্রিনিটী হাউসের উচ্চতম পদ শূন্য হওয়ায় সর্ব্ব সাধারণের সম্মতি ক্রমে প্রিন্স এলবার্ট উক্ত পদে বরিত হন।

এই সময়ে লুইস নেপোলিয়ন (তৃতীয়) সাধারণ প্রজাগণ কর্ত্তৃক মহা সমাদর সহকারে ফ্রান্সের দণ্ডভার এবং প্রথম ফরাসী সম্রাট উপাধী প্রাপ্ত হন। ফ্রান্সের সাধারণ তন্ত্র প্রণালী তিরোহিত হইয়া আবার রাজ-তন্ত্র-শাসন-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হইল। সম্রাট প্রথম হইতেই ইংলণ্ডীয় রাজপরিবারের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপনে যত্নশীল রহিলেন।

মার্চ্চমাসে উইণ্ডসর ক্যাসেলে অগ্নি লাগিয়া অনেক বহুমূল্য দ্রব্যাদি দগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কোন জীবনহানি হয় নাই।

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রেল বাকিংহাম প্রাসাদে ভারতেশ্বরী নিরাপদে আর একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। বেলজিয়ম রাজের নামানুসারে ইহাঁর প্রধান নাম লিওপল্ড রক্ষিত হয়, ইহার অপর নাম জর্জ্জ ডানকান্ এল্‌বার্ট। ইনি ডিউক অব এলবানী উপাধী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজ-দম্পতী অপরাপর শুভানুষ্ঠানের ন্যায় ইংলণ্ডের সৈন্যদলের উন্নতিকল্পেও যত্নশীল ছিলেন। ২১ শে জুন মহারাণীর সম্মুখে একটী রণাভিনয় প্রদর্শনের স্থির হওয়ায় ১৪ই জুন হইতে কবহ্যাম নামক স্থানে নানা স্থান হইতে সৈন্য সমাগম আরম্ভ হয়। সৈন্যদিগের ব্যবহারের জন্য এ স্থানটীকে পূর্ব্ব হইতে সমতলে পরিণত করা হইয়াছিল। সৈন্যগণ প্রায় একক্রোশ ব্যাপী স্থানাধিকার করিয়া অতি সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে শিবির স্থাপনা করে,—ইহা দেখিতেই চমৎকার!

নির্দ্দিষ্ট দিনে মহারাণী—প্রিন্স, হ্যানোভারের রাজা এবং কোবার্গের ডিউকের সহ কৃত্রিম যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হন। মহারাণীকে সে দিবস সামরিক বেশে অতি সুন্দর দেখাইয়াছিল, তিনি রণাভিনয় দর্শনে বিশেষ প্রীতা হইয়াছিলেন।

আরও একদিন মহাসমারোহে সমরাভিনয় হইয়াছিল, তাহাতে প্রিন্স এলবার্ট যোগ দান করিয়াছিলেন। ২০'শে আগষ্ট এই শিবির সমূহ ভঙ্গ করা হয়।

স্পিট্‌হেডে রণতরী সমূহ প্রদর্শিত হয়। এতাধিক রণতরী সমূহের সমিতি আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। রাজ-দম্পতী "ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট" নামক বাষ্পতরী আরোহণ পুর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ রণতরী সমূহের মধ্যদিয়া গমন করেন। রণতরী সমূহ প্রায় দেড়ক্রোশ ব্যাপী সাগরবক্ষ সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল। নৌযুদ্ধ দর্শনে সকলেই বিস্মিত স্তম্ভিত ও বিমোহিত হইয়াছিলেন। ডিউক অভ ওয়েলিংটন নামক রণতরী দর্শনে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে ১৩১টী কামান আছে, ইতি পূর্ব্বে একখানি জাহাজে এতাধিক কামান আর কখন দেখা যায় নাই। সে সময়ে ইংরাজদিগের এরূপ ১৬ খানি রণতরী ছিল এবং ১০ খানি প্রস্তুত হইতেছিল। ফ্রান্সের দুই খানি ব্যতীত এইরূপ বৃহদাকারের রণতরী আর কোন রাজ্যার ছিল না। জল যুদ্ধে ইংরাজদিগের প্রতিদ্বন্দ্বি হইতে পারে এমন কোন জাতি এ জগতে নাই।

২৭ শে আগষ্ট (১৮৫৩ খৃ) ভারতেশ্বরী স্বামী সহ পুনরায় আয়ার্ল্যাণ্ড ভ্রমণে গমন করেন। ২৯ শে তারিখে রাজ-দম্পতী ডবলিনের শিল্প প্রদর্শনীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং মহা সম্মানের সহিত গৃহীত হন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

সুখের সংসার।

দাম্পত্য-প্রণয় অপেক্ষা প্রিয় শ্রুতিসম্মোহনকারী হৃদয়পরিতোষক আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই,—সেই প্রেমে—সেই সুখে মহারাণী এবং প্রিন্স এলবার্টের হৃদয় পূর্ণ ছিল। ইহ সংসারের সকল সুখ অপেক্ষা তাঁহারা তাহাই শ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতেন।

প্রিন্স এলবার্টকে অনেক নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাঁহার রাজনৈতিক অতুল জ্ঞানের গভীরতা উপলব্ধি করিতে না পারায়, অনেকে অনেক সময় তাঁহার প্রতি তীব্রোক্তি প্রয়োগ করিতেও দ্বিধা করেন নাই—এমন কি ইংলণ্ডের মহাসভা ও সুবিখ্যাত টাইমস্ পত্রেরও বুঝিবার ভ্রম হইয়াছিল, তাঁহারাও প্রিন্সকে যথেচ্ছ কটুকাটব্য প্রয়োগ ও দেশের অমঙ্গলকারী বলিয়া ধারণা করেন, কিন্তু সত্যের অপলাপ হয় না। ভ্রম কালক্রমে আপনা হইতে প্রকাশ পায়, প্রিন্সের সম্বন্ধেও তাহাই হইল, সকলে তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা বুঝিল, তিনি আবার ইংরাজ হৃদয়ে অক্ষয় আধিপত্য বিস্তার করিলেন। স্বামী প্রেমানুরক্তা মহারাণী ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না।

এই সকল মানসিক বিকলতার সময় রাজদম্পতীর বার্ষিক পরিণয়োৎসবের দিনে প্রিন্স মহারাণীকে বলিয়াছিলেন "এ জীবনে অনেক পরীক্ষা আছে সত্য, কিন্তু সে সকল কিছুই নয়; যদি আমরা একত্রে থাকি।" মহারাণী স্বামী হৃদয়ের বিকলতা দর্শনে বড়ই মর্ম্মাহতা হইয়াছিলেন। সে দিন কেবল মহারাণীই যে প্রিন্সকে

সন্তুষ্ট করিতে প্রাণপণে যত্নবতী ছিলেন তাহা নহে, তাঁহার সন্তান সন্ততিগণও যাহাতে তিনি সুখে সন্তোষে থাকেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই পরিণয়োৎসবের দিন রাজ সন্তান সন্ততি (১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) উইণ্ডসর ক্যাসলে একটী মনোরম অভিনয়ের অনুষ্ঠান করেন। এতদুপলক্ষে চারিটী ঋতুর আবির্ভাব প্রদর্শিত হয়। রাজ সন্তান সন্ততি অতি যত্ন ও অধ্যবসায় সহকারে তাহা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

প্রথমে প্রিন্সেস্ এলিস্ ঋতুরাজ বসন্ত রূপে চতুর্দ্দিকে প্রফুল্ল প্রসূনরাজি বর্ষণ করিতে করিতে উপনীত হন, এবং টম্‌সনের ঋতু নামক গ্রন্থ হইতে মধুর ভাবে মধুর তানে এরূপ ভাবে কবিতাবৃত্তি করেন যে, তৎশ্রবণে সকলেই সবিশেষ প্রীত ও প্রফুল্ল হইয়াছিলেন। যবনিকা পতন ও দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইলে প্রিন্সেস্ রয়েল (জ্যেষ্ঠা কন্যা) গ্রীষ্ম ঋতু রূপে আবির্ভূতা হন, এবং প্রিন্স আর্থার ডিউক অভ কনট্ যেন দারুণ গ্রীষ্মে এবং কৃষিকার্য্যে পরিক্লান্ত হইয়া শুষ্ক পত্রোপরি শয়ন করিয়া থাকেন। পুনশ্চ পট পরিবর্ত্তন হইলে প্রিন্স এল্‌ফ্রেড ডিউক অভ এডিনবার্গ শিরে দ্রাক্ষালতার মুকুট এবং ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করিয়া হেমন্ত ঋতুর আবির্ভাব প্রকাশ করেন—দৃশ্যটি অতি চমৎকার হইয়াছিল। তৎপরে শীত ঋতুর দৃশ্য—প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স ঠিক যেন বরফ আচ্ছন্ন হইয়াছেন, এই রূপ ভাবের একটী বেশ পরিধান পূর্ব্বক আবির্ভূত হন। সুন্দরী বালিকা প্রিন্সেস্ লুইসি (চতুর্থ কুমারী) বস্ত্রে কম কলেবর সমাচ্ছাদিত করিয়া অগ্নি প্রজ্জ্বলনে ব্যস্ত থাকেন। ভারতের ভাবি সম্রাট, টম্‌সনের গ্রন্থের অল্পমাত্র পরিবর্ত্তিত কবিতাবৃত্তি করেন। পরে শেষ দৃশ্য—সমগ্র ঋতুর একত্র সম্মিলন এবং তাহাদিগের বহুল পশ্চাতে উচ্চাসনে প্রিন্সেস্ হেলেনা (তৃতীয় কুমারী) পদ বিলম্বিত শ্বেত আচ্ছাদনে আচ্ছাদিত হইয়া ক্রশ হস্তে এতদুপলক্ষে রচিত

কবিতাবৃত্তি করিয়া প্রিন্স এবং রাজ্ঞীকে আশীর্ব্বাদ করেন। * অভিনয়ের এই শেষ, কিন্তু মহারাণীর আদেশ ক্রমে সম্মুখস্থ দোদুল্যমান চিত্রপট পুনর্ব্বার উত্তোলিত হয়, এবং রাজ পারিবারিক সকলকেই দৃষ্ট হয়, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সকলে অভিনয় মঞ্চ হইতে অবতরণ করেন। শিশু লিওপল্ড ডিউক অভ এলবেনিকেও ধাত্রী ক্রোড়ে দেখা যায়, তিনি স্বীয় আয়তলোচন বিস্ফারিত করিয়া সকলের প্রতি চাহিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে প্রিন্স এলবার্টের ক্রোড়ে যাইবার নিমিত্ত স্বীয় কোমল ক্ষুদ্র ভুজযুগল প্রসারিত করিয়াছিলেন। †

বস্তুতঃ এ সকল চিত্তহারি মনোমোহন দৃশ্য সন্দর্শনে কাহার মন না পুলকে পূর্ণ হয়, কাহার হৃদয় না আনন্দ রসে আপ্লুত হয়? রাজ পরিবার যে কিরূপ স্বর্গীয় বিশুদ্ধ আনন্দময় ছিল, তাহা কে না বুঝিতে পারে? তাঁহাদের সংসার যে সুখের আস্পদ ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। রাজ-সংসার বস্তুতই স্বর্গীয় বিভায় বিভাসিত হইত, তাহার আভাস উপলব্ধি করাও দুরূহ, তাহা নিরূপম—অননুমেয়!

এই সময়ে ইউরোপীয় রাজনৈতিক গগন ঘন ঘটা তমসাচ্ছাদিত হয়, চতুর্দ্দিক হইতে মধ্যে মধ্যে ঘোর চপলা চমক পরিলক্ষিত হয়, এবং প্রতিক্ষণই সংঘর্ষণ জনিত বজ্রনাদের ভীষণ শব্দ শ্রুত হইবার জন্য সকলেই আতঙ্কে উৎগ্রীব হইয়াছিলেন। সে জলদমালা অকারণে গগন মণ্ডল সমাচ্ছাদিত করে নাই, রণ পিপাসু রুষিয়া, তুরস্ক রাজ্য উদরস্থ করিবার জন্য বদন ব্যাদন করিয়াছিলেন। প্রুসিয়া

* আমাদের দেশে ষড়ঋতুর প্রচলন আছে, কিন্তু ইংলণ্ডে তাহা নাই। ইংরাজেরা বৎসরকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া চারিটী ঋতুর ক্রম পরিবর্ত্তন নির্দ্দেশ করেন।

† Bunsen's Life Vol II Page 328.

ও অষ্ট্রিয়া নিরপেক্ষ ভাবে ছিলেন, কিন্তু ইংলণ্ড পূর্ব্ব সন্ধি অনুসারে রুষিয়ার বিরুদ্ধে তুরস্কে সৈন্য প্রেরণ করেন। এবং ফ্রান্সও যোগ দান করিয়াছিলেন। ব্রিটিস্ পতাকার সহিত ফরাসি পতাকার একত্র সমাবেশ বোধ হয় এই প্রথম। এই যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বে প্রিন্স এল্‌বার্ট ও রাজ্ঞী যখন পার্লিয়ামেণ্টের উভয় সভার মতামত গ্রহণ করেন তখন তাঁহাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রিন্স অব ওয়েলস্‌ও তাঁহাদের সহিত সিংহাসনে উপবেশন করেন। এই তাঁহার পিতা মাতার সহিত প্রথম সিংহাসনে উপবেশন। মহা সমরের পর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ রণবীর ব্রিটিস সিংহ কর্ত্তৃক রুসিয় সৈন্যদল পরাস্ত, বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত হয়, এবং শিবাষ্টিপুল ইংরাজেরা অধিকার করেন, ইহাই ক্রিমিয়ার মহাসমর বলিয়া বিখ্যাত। ৩০ শে মার্চ্চ রুষিয়ার সহিত প্যারিসে সন্ধি স্থাপন হয়। *

এই সময়ে মহারাণী স্বীয় রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার সবিশেষ পরিচয় দেন। তিনি এই মহা হুলস্থুলের সময়ে প্রুসিয় রাজকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই তাঁহার প্রভূত জ্ঞান রাশির বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায়। মহাকবি সেক্সপিয়রের মহান্ উক্তির অপব্যবহার যে ইংরাজ জাতি করিবে না, তাহা তিনি বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়া সমরে প্রবৃত্ত হন। †

মহারাণী আহত সৈনিকদিগের সেবা শুশ্রুষার জন্য বিশেষ যত্নবতী হইয়াছিলেন। দাতব্য চিকিৎসালয়ের সুন্দর রূপ বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, এবং সৈনিকদিগের যাহাতে কোন প্রকার

---

* Hume's History of England.

† "Beware
of entrance to a duarrel, but, being in,
Bear it, that the opposer may beware of thee."

Shakespeare.

কষ্ট না হয়, তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তিনি স্বহস্তে উলের কম্ফাটার বুনিয়া সৈনিকদিগের ব্যবহারার্থ পাঠাইয়া আপন উদার চিত্তের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। এবং স্ব স্ব পদ-মর্য্যাদা অনুসারে সকলকেই পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। * ভারত-বাসী তোমার কপাল সুপ্রসন্ন; তাই আজি এরূপ রমণী-রত্ন তোমাদের মহারাণী, তাই আজি এরূপ দয়াময়ীকে মাতৃ সম্বোধনে তাপিত প্রাণ শীতল করিতেছ।

ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে কত রাজা কত রাজ্ঞী বসিয়াছেন, কিন্তু এ পর্য্যন্ত মহারাণীর ন্যায় অপর কেহ কি এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন? সাধারণ প্রজা তাঁহাকে যেরূপ ভক্তি শ্রদ্ধা করে এত আর কাহাকেও করিয়াছিল কি? মহারাণীর সুখের, সন্তোষের, প্রীতির উৎসাহের রাজ্যে প্রজাবর্গের ও দেশের যেরূপ অশেষবিধ মঙ্গল সাধিত হইয়াছে, এমন আর কাহারও রাজ্যকালে হইয়াছিল কি? তাই বলি আমাদের ভারতেশ্বরীর ন্যায় রাজ্ঞী আর দ্বিতীয় নাই, তাঁহার ন্যায় রাজ্ঞী এ অসীম ভূভাগে আর কখন জন্ম পরিগ্রহ করেন নাই। রাজ্ঞী এলিজাবেথ যে প্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহারাণী ভিক্টোরিয়া তদপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত পাত্রী। † ব্যারণেস বানসেন বলিয়াছেন "আমি অনেক রাজ্ঞী ও অনেক রাজ কুমারী দেখিয়াছি, কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় আর কাহাকেও দেখি নাই, সেরূপ মধুর হাসি আর কোথাও দেখিতে পাই না। ‡ ১৩ই মে ভারতেশ্বরী স্বামীর নামানুসারে একটী নব নির্ম্মিত রণতরীর নাম "রয়েল এলবার্ট" রক্ষা করেন।

* Martin's Life of The Pince Consort Vol III. Page 175.

† Extraordinary Women, by William Russel.

‡ Life and letters of Boroness Bunsen Vol II Page 144.

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

-০-

ফরাসী-সম্রাট-সমাগম।

যে সময়ে ক্রিমিয়ার সংগ্রাম চলিতেছে সেই সময়ে রুষরাজের মৃত্যু হয়। প্রবাদ আছে যে শিবাষ্টিপুলের পতন দেখা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয় জ্ঞানে নাকি সম্রাট প্রাণত্যাগ করেন। যাহাই হউক রুষরাজের মৃত্যু সংবাদে কোমল হৃদয়া মহারাজ্ঞী অত্যন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মৃত সম্রাটের সহিত মহারাণীর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রেল সস্ত্রীক্ ফরাসী সম্রাটের ইংলণ্ডে আগমন করিবার কথা পূর্ব্ব হইতে জ্ঞাত হওয়ায়, তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন করা হইয়াছিল। ঘটনা ক্রমে ১৩ই এপ্রেল ভূতপূর্ব্ব ফরাসীরাজ লুইস ফিলিপের পত্নী মহারাণীর সহিত শীর্ণ অশ্ব সংযোজিত সামান্য ডাকের গাড়ি করিয়া সাক্ষাৎ করিতে আসেন। কোমল হৃদয়া মহারাণী তদ্দর্শনে নিতান্ত ব্যথিতা হইয়াছিলেন, এবং স্বীয় দৈনিক বিবরণী পুস্তকে লিখিয়াছিলেন—"তিন দিবস পরে যাঁহার অভ্যর্থনার জন্য এত আয়োজন হইতেছে, আজি ছয় বৎসর পুর্ব্বে এই হতভাগিনীর স্বামী আসিবার সময় এখানে ঠিক এই রূপই হইয়াছিল। বস্তুতঃ ইহাঁদের ভাগ্যলিপির তুলনায় সমালোচনা করিতে গেলে দুঃখে প্রাণ ফাটিয়া যায়।"

১৬ই এপ্রেল ফরাসী সম্রাট—মহিষী, অমাত্য ও পারিষদবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, এবং সেই দিন সন্ধ্যাকালে মহারাণী কর্ত্তৃক মহা সমাদর সহকারে উইণ্ডসর ক্যাসলে গৃহীত হন।

ফরাসী সম্রাট যে দিন ইংলণ্ডে উপস্থিত হন, সে দিন তাঁহাকে দেখিবার জন্য পথ লোকারণ্য হয় এবং সকলের বদনেই আনন্দ ও সন্তোষের চিহ্ন বিভাসিত হইয়াছিল। *

মহারাণী ফরাসী সম্রাট ও তাঁহার মহিষীকে দেখিয়া মহা আনন্দ ও সন্তোষানুভব করিয়াছিলেন। তিনি সম্রাটকে আলিঙ্গন করিয়া, নম্র-স্বভাবা সুন্দরী মহিষীকে আলিঙ্গন করেন। সম্রাট সাদরে তাঁহার করচুম্বণ করিয়াছিলেন। ফরাসী সম্রাট যে কয়দিবস ইংলণ্ডে ছিলেন, সে কয়দিবস নাট্য গীত, সৈনিক প্রদর্শন প্রভৃতি নানাবিধ মনোমুগ্ধকর আনন্দপ্রদ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। ফরাসী সম্রাট ইংলণ্ডে আসিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন, এবং যাইবার সময় রাজদম্পতীকে মহানগরী প্যারিসে যাইবার জন্য অনুরোধ ও আমন্ত্রণ করিয়া যান।

মহারাণীর ন্যায় প্রিন্স এলবার্টও সম্রাটের বিশেষতঃ সাম্রাজ্ঞীর চরিত্রে সাতিশয় প্রীতা হয়েন। মহারাণী লিখিয়াছেন "আমার এলবার্ট সম্রাজ্ঞীর যেরূপ প্রশংসা করিলেন, সেরূপ তিনি আর কখন অন্য কোন রমণীর করেন নাই।" মহারাণী যেদিন সম্রাটকে থিয়েটার দেখাইতে লইয়া যান, সেদিন তথায় আর লোক ধরিতে ছিলনা, এক একটী বাক্স নাকি এক সহস্র টাকার উপরেও বিক্রয় হইয়াছিল।

ফ্রান্স-সম্রাটের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ ভারতেশ্বরী,—স্বামী এবং প্রিন্স অভ ওয়েল্‌স ও জ্যেষ্ঠা কুমারী সহ নব-নির্ম্মিত "ভিক্টোরিয়া এবং এলবার্ট" নামক বাষ্পতরী আরোহণ পূর্ব্বক ফ্রান্সে গমন করেন। সেখানে তাঁহারা মহা সমারোহ সহকারে গৃহীত হন। রাজ পথ লোকে লোকারণ্য, সুন্দররূপে সজ্জিত,—সুবেশধারী সৈনিকমণ্ডলী

* The Times (London) 17th April 1855

জনতার শান্তি ও পথের শোভা বৃদ্ধি করিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান। পথের উভয় পার্শ্বস্থ বাতায়ন ছাদ প্রভৃতি সমস্ত স্থান প্রফুল্ল বদনমণ্ডলে পূর্ণ, সর্ব্বত্রই গগনস্পর্শী আনন্দধ্বনি, ঐক্যতান বাদন, তোরণ, পুষ্পবর্ষণ, সুগন্ধিক্ষেপণ প্রভৃতিতে এবং স্থানে স্থানে ফরাসী সামরিক বাদ্যকরগণের মধুর তানে "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" বাদনে, সমগ্র প্যারিস নগরী যেন এক মহান্ আনন্দ সাগরে ভাসিতে থাকে। মহারাণী এ সকলে নিতান্ত প্রীতা ও বিহ্বলা হইয়াছিলেন।

ভারতেশ্বরী ফরাসী সম্রাটসহ প্যারিসের বিখ্যাত পার্কে ভ্রমণ করিতে যান। পার্কের মনোহর শোভা দর্শনে নিতান্ত প্রীতি অনুভব করেন। রজনীতে প্যারিস নগরী দীপমালায় সুসজ্জিত হইয়া অমরাবতীর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছিল। বস্তুতঃ রাজ-দম্পতীর প্রীতি ও সম্মানার্থ ভোজ, নৃত্যসভা, অভিনন্দন দান, নাটকাভিনয়, দরবার, অগ্নিক্রীড়া, আলোক দান, সৈনিক-রণাভিনয়, মৃগয়া প্রভৃতি যত প্রকার অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে, তৃতীয় নেপোলিয়ান তাহার কোনটীও করিতে ত্রুটী করেন নাই।

মহারাণী বীরকেশরী নেপোলিয়ন বোনাপার্টির সমাধি স্থল দর্শনে গমন করেন। ভারতেশ্বরী তৎ সম্বন্ধে লিখেন—"যে নিপো-লিয়ান ইংলণ্ডের ভয়ঙ্কর শত্রু ছিলেন, যাঁহাকে আমার পিতামহ প্রবল প্রতাপ সহ দমন করেন, আজি আমি তাঁহারই ভ্রাতুষ্পুত্রের পার্শ্বে তাঁহার সমাধি স্থলে দণ্ডায়মান, এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র আমার পরম মিত্র!"

ইংরাজ রাজদম্পতীর প্যারিস গমনের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ "ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীট" নামে একটী প্রধান পথের নাম করণ হয়।

রাজদম্পতীর আসিবার সময় সম্রাট ও তাঁহার মহিষী প্রিন্স অল্‌বার্টকে নানাবিধ উপঢৌকন প্রদান করেন। তন্মধ্যে

একটী গজদন্ত নির্ম্মিত সুন্দর কারুকার্য্য সম্পন্ন পোকাল (পাত্র বিশেষ) প্রদত্ত হয়। তাহা অদ্যাপিও ব্যালমোরাল দুর্গে শোভা পাইতেছে।

নয় দিবস প্যারিসে মহাসমাদরে অবস্থানের পর রাজ-দম্পতী পুত্র, কন্যা এবং অনুচরবর্গসহ ২৭ শে আগষ্ট স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

-✱০✱-

জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধ।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর ভারতেশ্বরী স্বামী সহ ব্যালমোরালে উপস্থিত হন। ব্যালমোরালের নুতন প্রাসাদের নির্ম্মাণ কার্য্য এই সময় সমাপ্ত হওয়ায় তাঁহারা পুরাতন প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া নুতন প্রাসাদে গমন করেন। মহারাণী লেখেন "নবীন প্রাসাদ অতি রমণীয়, আমরা হলে (বৃহৎ কক্ষে) প্রবেশ করিবামাত্র, আমাদের মঙ্গল উদ্দেশে পুরাতন পাদুকা নিক্ষিপ্ত হয়।" যে দিন আমাদের ভারতেশ্বরী এই নবীন প্রাসাদে প্রবেশ করেন, সেই দিন ক্রিমিয়ার মহাসমরে রুষ সেনাগণের পরাজয় ও সিংহাবতার ইংরাজ কর্ত্তৃক শিবাষ্টিপুল অধিকারের সংবাদ আইসে।

প্রিন্সেস্ রয়েল (জ্যেষ্ঠা কন্যা) বিবাহোপযুক্তা হওয়ায় রাজদম্পতী একটী সুপাত্রের জন্য চিন্তিত হন। জার্ম্মাণ সম্রাটের পুত্র, (বর্ত্তমান জার্ম্মাণ যুবরাজ) এই সময়ে ব্যালমোরালে আইসেন। যুবক যুবতী পরস্পরে পরস্পরের মনোনীত হওয়ায়, উভয়ে বিশুদ্ধ প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ হইয়া ২৯ শে সেপ্টেম্বর ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সের নিকট আপনাপন মনোভাব প্রকাশ করেন। জার্ম্মাণ যুবরাজ প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়মের পিতা মাতার ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি না থাকায় সেই দিনই বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু প্রিন্স তখনও অল্প বয়স্ক বলিয়া কিছু দিনের জন্য বিবাহকার্য্য স্থগিত থাকে।

মহারাণী ব্যালমোরালে থাকিতে বড় ভাল বাসিতেন। ব্যালমোরাল তাঁহার ইহজগতের অমরাবতী, বিশেষতঃ প্রিন্স এলবার্টের

বিশেষ তত্ত্বাবধানে ইহার সমুদায় কার্য্য সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হওয়ায় ইহা তাঁহার আরও ভাল লাগিত। *

দয়াশীলা মহারাণী এক দিবস ব্যালমোরালের নিকটবর্ত্তী কুটীর সমূহে দরিদ্রদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিতে গমন করেন। তাহাদের শোচনীয় অবস্থা দর্শনে তিনি নিতান্ত ব্যথিত হইয়া তাহাদিগকে গরম জামা বিতরণ করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী দরিদ্রদিগের সরল সুন্দর প্রকৃতি দর্শনে নিতান্ত প্রীতা হইয়াছিলেন।

মহারাণী সকল হাইল্যাণ্ডবাসীদিগেরই সহিত অমায়িক ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন, আপন মহান পদ-গরীমা করিতেন না, বা করিতে জানিতেন না, এই জন্য তাহারা সকলেই মহারাণীর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিল।

সাধারণ প্রজার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে হইলে গোপনে তাহাদের অবস্থা দেখা উচিত; তাহা মহারাণী বেশ জানিতেন। রাজদম্পতী একদিন গোপন ভাবে ব্যালমোরালের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে ভ্রমণ করিতে যান! তথায় কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে নাই—সাধারণের ন্যায় গোপন ভাবে ভ্রমণের অতুল আনন্দ তাঁহারা ব্যালমোরালে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকে তাহাদিগকে চিনিতে পারিলে কেন যে তাহারা ভয় ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইত, তাহা তাঁহারা কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারায় বিশেষ দুঃখিত হইতেন।

---

* "Every year my heart becomes more fixed in this dear Paradise, and so much more so now that all has become my dearest Albert's own creation, own work, own building, own laying out, as at Osborne; and his great taste, and the impress of his dear hand, have been stamped every where."

একদিন এইরূপ গোপন ভাবে ভ্রমণ করিতে করিতে রাজ-দম্পতী একটী দরজীর বাটীতে ক্ষণেক বিশ্রাম ও তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আনন্দানুভব করেন। একটী স্ত্রীলোক তাঁহাদিগের সহিত বন্ধুভাবে কথোপকথন ও সমাদর করিয়াছিল। আর এক সময় তাঁহারা এইরূপ ছদ্মবেশে নির্জ্জনে ভ্রমণ করিতেছেন, এমত সময়ে দেখিতে পাইলেন একটী দরিদ্রা বালিকা একখণ্ড কাষ্ঠোপরি ক্রীড়া করিতেছে। বালিকাটী তাঁহাদিগকে দেখিয়া ছুটিয়া আসিল এবং হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের সমভিব্যাহারী জেনারল গ্রের পকেটে হস্তপ্রদান করিল। রাজদম্পতী এই দৃশ্য দর্শনে কিছুমাত্র বিরক্ত না হইয়া হাসিয়া উঠিলেন, পরে শুনিলেন যে বালিকাটী বুদ্ধি ভ্রষ্টা!

নিষ্কর্ম্মা থাকা মহারাণীর অভ্যাস ছিল না, তিনি সময়ের অপব্যয় করিতে বড়ই কুণ্ঠিতা, অনেক সময় আপন সন্তান সন্ততীকে পাঠ দিয়া বা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার বহুমূল্য সময়ের অবকাশ কাল ব্যয়িত করিতেন। *

সহানুভূতি শিক্ষা করিবে বলিয়া মহারাণী আপন বালক বালিকাগণকে দরিদ্রদিগের কুটীরে যাইতে দিতেন এবং তৎকার্য্যে বিশেষ অনুমোদন করিতেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রায় চতুর্দ্দশ সহস্র সৈন্যের প্রদর্শন হয়। তাহাদিগের শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মানাবস্থায়, মহারাণী অশ্বারোহণে আনন্দিত চিত্তে তাহাদের মধ্য দিয়া গমন করেন। ইহার অতি অল্পদিন পরেই স্পিট্ হেডে সামরিক জাহাজ সমূহ প্রদর্শিত হয়। ২৩ শে এপ্রেল তদ্দর্শনার্থ ভারতেশ্বরী বাষ্পতরী আরোহণে তথায় গমন করেন। প্রায় ২৫০ শত যুদ্ধের জাহাজ তথায় একত্রিত হইয়া এক অপূর্ব্ব ও ভীতিপ্রদ দৃশ্য ধারণ

* Yachting excursions by Queen.

করিয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অপরাপর যে কত বাষ্পতরী তথায় গিয়াছিল তাহা গণনা করাও দুরূহ। মহারাণীর জাহাজ, শ্রেণী-বদ্ধভাবেস্থিত জাহাজের মধ্যদিয়া অপর দিকে যাইয়া যেমন প্রত্যাবৃত্ত হইবে অমনি ডিউক অভ ওয়েলিংটন নামক রণতরী হইতে ১৩১টী, রয়েল জর্জ্জ হইতে ১০২টী কামানধ্বনি হইল, এতদ্দর্শনে সমস্ত রণতরী হইতেই বজ্র-নিনাদে কামানধ্বনি ও সেই সঙ্গে মহা জনতার আনন্দ ধ্বনি অতীব প্রীতিকর দৃশ্য বলিয়া বোধ হইয়াছিল।

জুন মাসে মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যার এক খানি পত্র মোহর করিবার সময়, দৈব ঘটনা প্রযুক্ত হস্তের জামায় আগুন ধরিয়া যায়, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তখনি সহায়তা প্রাপ্ত হওয়ায় কোন বিপদ জনক পরিণাম হয় নাই।

নভেম্বর মাসে (১৮৫৬ খৃঃ) ভারতেশ্বরী তাঁহার ভ্রাতা * প্রিন্স লিলিঞ্জেনের মৃত্যু সংবাদে নিতান্ত শোকাভিভূতা হইয়াছিলেন। কিন্তু মহারাণী আপন শোককে তুচ্ছ জ্ঞানে স্বীয় জননীর ভয়ঙ্কর শোকাপনোদনে বিশেষ যত্নবতী হইয়াছিলেন।

* পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, যে রাজা লিওপল্ডের বিধবা ভগ্নীকে ভারতেশ্বরীর পিতা বিবাহ করেন। ভারতেশ্বরীর মাতার প্রথম বিবাহের ফল স্বরূপ একটী পুত্র ও একটী কন্যা হয়।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।



প্রিন্স কনসর্ট।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রেল বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে ভারতেশ্বরী আর একটী রাজকুমারী প্রসব করেন। নবীনা কুমারীর নাম "বিয়েট্রিস্ মেরি ভিক্টোরিয়া ফিওডোরা" রক্ষিত হয়।

এই খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী পীনূপার্ক নামক স্থানে ভ্রমণ করিতে যাইলে, বরিবারের স্কুল সমূহের প্রায় অশিতি সহস্র ছাত্র ও শিক্ষক একত্রিত হইয়া তাঁহাকে মহা সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করেন, এবং তাহাদের উদ্যোগে উক্ত পার্কে মহারাণীর একটী প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত হয়।

কিছু দিবস পরে মহারাণী তাঁহার জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর বিবাহের যৌতুক ও বৃত্তি নিরূপণ করিবার আদেশ করিলে; মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট কর্ত্তৃক প্রিন্সেস্ রয়েলের বিবাহের যৌতুক চারি লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক বৃত্তি অশিতি সহস্র মুদ্রা নির্দ্ধারিত হয়।

প্রিন্স এলবার্টকে ইংলণ্ডের প্রজা সাধারণ যদিও "প্রিন্স কন্সর্ট" বলিত, যদিও তাহারা তাঁহার অসীম গুণগ্রাম দর্শনে প্রীতিভাবে স্বইচ্ছায় উক্ত উপাধি প্রদান করিয়াছিল, তথাপি মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট তাঁহাকে সে উপাধী রাজকীয় ঘোষণা পত্রদ্বারা প্রদান করেন নাই। মহারাণী ২৫ শে জুন মোহরাঙ্কিত রাজ অনুমতি জ্ঞাপক পত্র দ্বারা নিজ স্বামীকে "প্রিন্স কন্সর্ট" বা "রাজ স্বামী" উপাধি প্রদান করেন। এই উপাধি প্রদান করিবার পূর্ব্বে মহারাণী রাজা লিওপল্ডকে লিখিয়াছিলেন "আপনি জানেন যে সাধারণে এলবার্টকে "প্রিন্স কন্সর্ট" বলিয়া থাকে, কিন্তু ইহা তাঁহাকে কখন উপাধিস্বরূপে প্রদত্ত

হয় নাই। সুতরাং ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে আমি তাঁহার যে পদ-মর্য্যাদা নির্দ্ধারণ করি, এক্ষণে কেবল তাহাই মোহরাঙ্কিত অনুমতি পত্র দ্বারা উপাধি স্বরূপে প্রদান করিতে মনন করিয়াছি। বৈদেশিক ব্যতীত তাঁহার কোন ইংরাজি উপাধি না থাকা আমি অন্যায় বিবেচনা করি, এবং সেইজন্য তিনি জার্ম্মানিতে কিরূপ ক্ষুণ্ণাবস্থায় স্থাপিত হন, তাহা আপনার স্মরণ থাকিতে পারে; এতদ্ব্যতীত আমার স্বামীর উপাধি পার্লিয়ামেণ্টের কোন নূতন বিধান দ্বারা তাঁহাকে প্রদত্ত হয় ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল, কালে তাহা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এক্ষণে এই সহজ উপায়ে, ইহা প্রদান করাই বিহিত বিবেচিত হইতেছে।"

কেবল যে প্রিন্স এল্‌বার্টের মনস্তুষ্টি ও মর্য্যাদা বৃদ্ধির জন্য এ উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা নহে; প্রিন্স এল্‌বার্টের ন্যায় তিনটী রাজকুমারের নামের প্রথমে এ "A" শব্দ থাকায় নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইত, এই উপাধি প্রদানে সে সমস্ত গোলযোগের মূলচ্ছেদ হইয়াছিল।

২০ শে জুন ভারতেশ্বরী প্রিন্স এল্‌বার্টের সহিত ম্যানচেষ্টারের চিত্র প্রদর্শনী দর্শনার্থ গমন করেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

সিপাহি বিদ্রোহ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে ভারতে অবোধ সিপাহিগণ কর্ত্তৃক মহা বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। হিন্দু মুসলমান একত্রিত হইয়া এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল, জাতি নাশ ভয়ই ইহার একমাত্র মূল কারণ। সিপাহিগণ আপনাদের নিষ্ঠুরতার পরাকাষ্ঠা প্রদান করিয়াছিল, অত্যাচারের ইয়ত্তা ছিল না, অবলা সহায়হীনা রমণী, জ্ঞানশূন্য প্রকৃতির অপূর্ব্ব রত্ন শিশু-সন্তানগুলির প্রতিও দয়া প্রকাশ করা হয় নাই। ভারত! তোমার এ কলঙ্ক কি কখন ঘুচিবে? যতদিন পৃথিবী থাকিবে, ততদিন তোমার এই ঘোর নির্দ্দয় নিষ্ঠুরতার কথা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক সভ্যজাতি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে, তোমাকে পাষাণ হৃদয় বলিবে!

যে বীরশ্রেষ্ঠ লর্ড ক্লাইভ পলাশি প্রাঙ্গনে ইংরাজ সিংহের বিজয় বৈজয়ন্তি উড্ডীন করিয়া ভারত-রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন, এই মহা দুঃসময়ে তাহা বিকম্পিত ও পতনোন্মুখ হইয়াছিল। ইংলণ্ডে যখন পলাশি যুদ্ধের শত বার্ষিক মহা উৎসব চলিতেছে, যখন ক্লাইবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের কথা হইতেছে, তখন ভারতে সিপাহি বিদ্রোহ চলিতেছে; কিন্তু ইংলণ্ডবাসীগণ তখনও ইহা অবগত নহেন। জুন মাসে এই ভীষণ বারতা ইংলণ্ডে প্রচারিত হইল, ভারতেশ্বরী হইতে সমস্ত ইংরাজ জাতি মহাভীত ও চিন্তিত হইলেন। ভারতে মহারাণীর সৈন্য প্রেরণের স্থির হইল, এবং প্রত্যেক ভজনালয়ে এই আশু বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য সকলে

মিলিয়া একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরোপাসনায় নিযুক্ত হইলেন। বলা বাহুল্য যে এ সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামক একদল বণিক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই বিশাল বিস্তৃত ভারত রাজ্য শাসিত হইতেছিল।

ক্রমে ক্রমে সকল সংবাদই ইংলণ্ডে গেল, বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার, ও কানপুরের লোমহর্ষণকারি হত্যাকাণ্ড শ্রবণে ইংরাজগণ ভয়ে আকুল হইলেন। তদুপরে সংবাদ গেল যে ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারল এন্‌সন কারনাল বিসুচিকা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; এ সংবাদে সকলেই ভাবিলেন যে, এতদিনে বুঝি ভারত সম্রাজ্য ইংলণ্ডের করতলচ্যুত হইল। এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবার পরদিনই (১১ ই জুলাই) সার কলিন্ ক্যাম্বেল ভারতের প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন।

মন্ত্রি সমাজের যুদ্ধের আয়োজনের শৈথিল্য এবং ক্রমশঃ ভারত হইতে শোচনীয় আতঙ্কপ্রদ সংবাদ আসিতেছে দেখিয়া ভারতেশ্বরী ১৮ ই জুলাই মন্ত্রিবর লর্ড পামারষ্টনকে বিদ্রোহ নিবারণার্থ সত্বর উপযুক্ত আয়োজন করিতে পত্রদ্বারা আদেশ করেন, কিন্তু তদুত্তরে লর্ড পামারষ্টন ক্রমে ক্রমে আবশ্যক মত উপায় অবলম্বন করা যাইবে এইরূপ অভিমতি প্রকাশ করায় ভারতেশ্বরী নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ১৯ শে তারিখে এক সুদীর্ঘ পত্র মধ্যে স্বীয় অসন্তোষ জ্ঞাপন ও শীঘ্র উপযুক্ত উপায়াবলম্বন ও সমধিক সংখ্যক সৈন্য প্রেরণ ইত্যাদি করিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করা না হয়, এইরূপ আদেশ জ্ঞাপন করেন। এই সময়ে তৎকালিন গভর্ণর জেনারল লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরীকে যে পত্র লেখেন, তাহা তাঁহার হস্তগত হয়। তাহাতে লেখাছিল "এপর্য্যন্ত যে সময় অতীত হইয়াছে, তাহাতে ইংলণ্ড এবং ভারতের যথেষ্ট ক্ষতি, অনেক মূল্যবান জীবন নষ্ট, ও সমধিক হৃদয় বিদারক নিগ্রহ ও কষ্টভোগ হইয়াছে ও হইতেছে, এ ক্ষতি-

পুরাণ আর হইবার নহে।” এই নিদারুণ সংবাদে মন্ত্রি সমাজের চক্ষু ফুটিল, ভারতেশ্বরীর আদেশ মত কার্য্য করিতে বিলম্ব কারায় যে এই অনিষ্ট হইয়াছে, তাহা হৃদয়ঙ্গম হইল, এবং মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহারাণীর অমূল্য আদেশ প্রতিপালিত হইল, ইংরাজগণ এই দুঃসময়ে ভারতেশ্বরীর রাজনৈতিক অসীম জ্ঞানের একটী বিশেষ জ্বলন্ত পরিচয় পাইলেন।

প্রিন্স কন্সর্ট বেল্জিয়াম রাজ দুহিতার বিবাহোপলক্ষে ব্রুসেলে গমন করায়, ভারতেশ্বরী রাজা লিওপল্ডকে লেখেন "আমার বাসনা যে তথায় উপস্থিত হই, কিন্তু আমার প্রিয়তম অর্দ্ধাঙ্গ উপস্থিত থাকায়, আমি বিবেচনা করিতেছি যেন আমিই তথায় উপস্থিত আছি। * * তিনি এখানে না থাকিলে আমার কিছুই ভাল লাগে না, আমি তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় মুহূর্ত্ত গণনা করিতে থাকি। তাঁহার অভাবে সন্তান সন্ততি কিছুই ভাল লাগিতেছে না, বোধ হইতেছে যেন বাটীর—সংসারের সমস্ত জীবন কোথায় গিয়াছে, তাহার আর অস্তিত্ব নাই।”

প্রিন্স কন্সর্ট ভারতের এই শোচনীয় বিদ্রোহের ও ভারতেশ্বরীর চিত্ত-চাঞ্চল্যের সময় দূরে থাকা অকর্ত্তব্য বিবেচনায় ২৮ শে জুলাই অস্‌বোরণে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৬ই আগষ্ট ফরাসী সম্রাট মহিষী সহ, সহসা অস্‌বোরণে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহারাণী অতীব সমাদরে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করেন। সম্রাট যে গুরুতর রাজ নৈতিক কার্য্যের মিমাংসার জন্য আসিয়াছিলেন, তাহার সন্তোষপ্রদ পরিণাম সহ তিনি হৃষ্টচিত্তে স্বদেশে প্রত্যাগত হন। সম্রাট মহারাণীর সদ্ব্যবহার ও সমাদরে এতাদৃশ প্রীত হইয়াছিলেন যে, তিনি দেশে যাইয়াই লেখেন “ঈশ্বর করুন যেন দুটী বৎসর গত হইতে না হইতে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হয়। আপনাকে সত্বর দেখিবার আশাই বিদায়

কালিন মনোকষ্টের একমাত্র সন্তোষের পদার্থ বলিয়া বোধ হইয়াছিল।" *

ভারতেশ্বরী স্বামী সহ অসবোরণ্ হইতে ফ্রান্সের অন্তর্গত চারবার্গ নামক স্থান পরিদর্শনের পর স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইয়া ভারত-বিদ্রোহের নানা প্রকার পরিতাপ জনক সংবাদ প্রাপ্তে নিরতিশয় ব্যথিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ রূপে স্থির করিলেন যে, এ পর্য্যন্ত যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিক আয়োজন ও ভারতে আরও বহুসংখ্যক ইংরাজসৈন্য প্রেরণ করা নিতান্ত আবশ্যক। ২ রা সেপ্টেম্বর ভারতেশ্বরী বেল্‌জিয়ম রাজকে লেখেন "ভারতের শোচনীয় চিত্ত-উদ্বেগকারী বিষয়েতেই আমাদের মানস আকৃষ্ট রহিয়াছে। অবলা রমণী ও শিশু সন্তানদিগের প্রতি যেরূপ নৃশংস আচরণ হইতেছে, তাহা শুনিলে দেহের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়।"

লর্ড পামারষ্টন্ এই ঘোরতর বিপদ শঙ্কুল সময়ে, সেই সর্ব্বশক্তিমান পরম করুণা নিধান জগদীশ্বরের একমাত্র দয়া ব্যতীত পরিত্রাণের আর উপায় নাই জানিয়া, একটী নির্দ্দিষ্ট দিনে সমগ্র ইংলণ্ড-বাসী উপবাস করিয়া ঈশ্বরারাধনায় নিবিষ্ট চিত্ত হইবে, এইরূপ প্রস্তাব করিয়া সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক ক্যান্টারবেরির আর্চ্চবিসপ্‌কে পত্র লেখেন, সেই প্রস্তাব মত ৭ই অক্টোবর রবিবারে ইংলণ্ডের প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে, ঈশ্বরোপাসনা হয়। ভারতেশ্বরী এই সময়ে

* Extract from the letter of Emperer Napolean III to Her Imperial Majesty, dated 15th August 1857.

* * "Dieu veuille que deux anne´es ne s'e´coulent plus avant que nous ayons le boubeur de nous retrouver pre´s de vous, Car l'espoir de vous revoir bientot est la seule Consolation a´ une s´eperation Pe´nible."

মন্ত্রি-সমাজকে দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত রাজকার্য্যে লিপ্ত ও সৈন্য সংগ্রহ করিতে আজ্ঞা করেন।

ইংরাজ সৈন্য ভারতে উপনীত হওয়ায় ক্রমশ বিদ্রোহীদিগের পরাজয় সংবাদ ইংলণ্ডে উপস্থিত হইতে লাগিল। ২০ শে সেপ্টেম্বরে ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক দিল্লী অধিকার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতেশ্বরী অনেকটা আশ্বস্ত হন।

লরেন্স, হ্যাভলক, উইল্‌সন্, ক্যাম্বেল প্রভৃতি অমিততেজা যোদ্ধৃগণের বাহুবলেই যে ভারতে ইংরাজ রাজ্য পুনর্ব্বদ্ধমূল হইল তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই সকল মহাত্মাগণের নাম চিরদিন ইংরাজ হৃদয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহ জগরুহ রহিবে।

এই ঘটনার অল্প পরে লর্ড বিকন্সফিল্ড একদিন বক্তৃতাকালে উল্লেখ করেন যে, "রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সহিত ভারতীয় প্রজাপুঞ্জের নিকট সম্বন্ধ স্থাপন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।" এই কথার উপকারিতা সাধারণে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন। লর্ড পামারষ্টন নভেম্বর মাসেই মহারাণী ও মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া কিরূপ প্রণালীতে ভারত সম্রাজ্য ইংলণ্ডের মুকুটাধীনে আনা যাইবে তাহা স্থির করিয়া ১৭ ই ডিসেম্বরে ভারতেশ্বরীর নিকট সেই মন্তব্য অর্পণ করেন। মন্ত্রিসমাজ যে নীতিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ প্রিন্স কন্‌সর্টের নিকট হইতে এ সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ ও সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। এই বিদ্রোহ একপক্ষে যেমন ভয়াবহ ও আতঙ্কপ্রদ, অপর পক্ষে তেমনি সুখের বলিয়া বিবেচিত হয়। এই বিদ্রোহ সূত্রেই ভারতেশ্বরী এই বিশাল সম্রাজ্যের শাসনদণ্ড স্বহস্তে ধারণ করিতে উদ্যত হন, এবং ভারতবাসীগণের দুঃখ-নিশা পোহাইবার পূর্ব্ব লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব যশস্বী গভর্ণর লর্ড ক্যানিং যে পত্রে বিদ্রোহ দমন এবং ইংরাজ সৈনের প্রশংসনীয় জয়লাভ সংবাদ ভারতেশ্বরীকে

জ্ঞাত করেন, সেই পত্রে নিতান্ত দুঃখিত চিত্তে ও সন্তপ্ত হৃদয়ে একটী শোচনীয় সংবাদও পাঠান। তিনি লিখেন যে, "ভারতবর্ষের সমগ্র ইংরাজ—এমন কি যাঁহারা বিদ্রোহ দ্বারা কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হন নাই, তাঁহারাও একমত হইয়া ৪০ বা ৫০ সহস্র বিদ্রোহী সিপাহী এবং অপরাপর দেশীয়কে তোপে উড়াইয়া দিয়া প্রতিহিংসা সাধনে উন্মত্ত হইয়াছেন! ইংরাজজাতির পক্ষে যে ইহা নিতান্ত লজ্জার বিষয় তাহা তাঁহারা ভ্রমেও ভাবেন না।" ইংরাজেরা এই অখৃষ্টানমূলক দ্বেষ প্রকাশ করায়, রাজ্ঞী লর্ড ক্যানিংয়ের দুঃখ এবং কোপের সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছিলেন যে "নির্দ্দোষী রমণী এবং শিশুদিগের প্রতি অবর্ণনীয় হৃদয়বিদারক অত্যাচার সূত্রেই এই ভাব সমুত্থিত হইয়াছে। যাহাই হউক ইহা অধিক কাল স্থায়ী হইবে না। শোচনীয় নৃসংশাচরণের অনুষ্ঠাতাদিগের পক্ষে কোন দণ্ডই যথেষ্ট হইতে পারে না, এবং ইহা যেরূপ শোকজনক, সেইমত প্রকৃত দোষীদিগকে অবশ্যই ন্যায়দণ্ড প্রদান করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জাতিসাধারণের প্রতি—শান্তিপ্রিয় অধিবাসিগণের প্রতি—এবং সমধিক সংখ্যক সদয় ও মিত্র দেশীয়গণের প্রতি—যাঁহারা আমাদিগের সহায়তা করিতেছেন, নিরাশ্রয় (ইংরাজ) দিগকে আশ্রয়দান করিয়াছেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাসীর কার্য্য করিতেছেন,—তাঁহাদিগের প্রতি সমধিক দয়া প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। তাঁহারা জ্ঞাত হউন যে, কৃষ্ণচর্ম্মের প্রতি দ্বেষ নাই—কিছু মাত্র না; তাঁহাদিগকে সুখী, সন্তুষ্ট এবং অভ্যুদয়শীল দর্শন করাই একান্ত বাসনা।" ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষ কয়েক মাস ভারতীয় বিদ্রোহ-সংবাদ এবং শোচনীয় হত্যাকাণ্ডাভিনয়-সংবাদে ইংলণ্ড যেরূপ ঘোর শোকাচ্ছন্ন হয়' ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগমনের অল্প পুর্ব্বে সেই মত ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটীস বাহিনীর জয়সংবাদ এবং বিদ্রোহীদলের ক্রমে ক্রমে পরাজয়-সংবাদ প্রচার হওয়ায়, ইংরাজ

মাত্রেই নিশ্চিন্ত এবং মহাতুষ্ট হন। ইংরাজসৈন্যদলের দিল্লী অধিকার, প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক ৬ই ডিসেম্বরে কাণপুরে বিদ্রোহীসহ নানা সাহেবের পরাজয়, এবং জেনারল হ্যাভ্লক্ কর্ত্তৃক লক্ষ্ণৌ পুনরধিকার সংবাদ ক্রমান্বয়ে প্রচার হওয়ায়, সমগ্র ইংরাজ জাতির আনন্দের আর সীমা থাকে না। ভারতেশ্বরী বিদ্রোহ নিবারণ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, সমরে নিযুক্ত সৈন্যদলকে পুরস্কার, পদকদান, এবং পদোন্নতি করিতে আজ্ঞা দেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—o—

প্রিন্সেস্ রয়েলের বিবাহ।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি রাজপরিবার উইণ্ডসর হইতে বাকিংহাম রাজ প্রাসাদে গমন করেন। এই সময় হইতে রাজকুমারীর বিবাহ উপলক্ষে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ইংলণ্ডে আসিতে থাকেন। ভারতেশ্বরী উইণ্ডসরে রাজকুমারীর "হনিমুন" (Honeymoon) জন্য সুসজ্জিত কক্ষটী পরিদর্শনে অতীব প্রীতি হয়েন। এই বিবাহ উপলক্ষে প্রিন্স কন্‌সর্ট যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন; ভারতেশ্বরীর সন্তান সন্ততিদিগের মধ্যে এই প্রথম বিবাহ, সুতরাং নিমন্ত্রনের ত্রুটি করা হয় নাই, এই সমস্ত নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গের যাহাতে কোন প্রকার ক্লেশ না হয়, যাহাতে তাঁহারা সুখসচ্ছন্দে ইংলণ্ডে দিনাতিপাত করিতে পারেন, প্রিন্স সে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, এবং তাহার অসীম বুদ্ধি ও বিচক্ষণতা প্রভাবে কেহ কোন প্রকার ক্লেশানুভব করা দূরে থাকুক, তাঁহারা মহা আনন্দে, মহা সন্তোষে, ইংলণ্ডে কয়েক দিবস অতিবাহিত করেম।

১৮ই হইতে প্রীতিভোজ এবং সান্ধ্য-নৃত্য আরম্ভ হয়। ১৯শে ভারতেশ্বরীর থিয়েটারে সেক্‌সপীয়রের "ম্যাক্‌বেথ" অতি সুন্দর রূপে অভিনীত হইয়াছিল। পর দিবস একটী প্রকাণ্ড "বল" হয়, তাহাতে সহস্রাধিক সম্ভ্রান্ত অভ্যাগত উপস্থিত ছিলেন।

২৩শে জানুয়ারি ভাবী রাজজামাতা প্রিন্স কন্‌সর্ট সমভিব্যাহারে প্রাসাদদ্বারে উপস্থিত হইলে সমস্ত রাজপরিবার এবং ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিমণ্ডলী কর্ত্তৃক তিনি মহা সমাদরে অভ্যর্থিত

হন। ভারতেশ্বরী সোপান শ্রেণীর সম্মুখভাগে তাঁহাকে অপরিসীম সন্তোষ সহকারে গ্রহণ করেন। ভাবী জামাতার তৎকালিন লজ্জা মাখা বদন কমল দর্শনে তাঁহার মন পুলকে পুর্ণ হয়। সোপানের শীর্ষদেশে গমন করিলে তিনি রাজকুমারী এলিস্ এবং প্রিন্সেস্ রয়েল (ভাবি স্ত্রী) কর্ত্তৃক প্রেম ও প্রীতি সহকারে গৃহীত হন। সে দিন রাজপ্রাসাদে নানাবিধ প্রীতি ও সন্তোষপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, এবং সকলেই ভাবী জামাতাকে লইয়া মহা আহ্লাদ ও আনন্দের সহিত দিবা অতিবাহিত করেন। এই দিন জামাতা ও দুহিতাকে উপহার দিবার নানাবিধ মনোহর ও বহুমূল্য দ্রব্যে ৩।৪টী বড় বড় টেবিল সুসজ্জিত হইয়াছিল। মহারাণী ভাবী জামাতার মুক্তার মালা দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে "আমি এত বড় মুক্তা আর কখন দেখি নাই।"

২৫শে জানুয়ারি সোমবার মহাসমারোহ সহকারে জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। মহারাণী এক গাড়িতে রাজকুমারীর সহিত ধর্ম্মশালায় গমন করেন। পথে জনতা ধরিতেছিল না, অতি প্রত্যুষ হইতেই রাজপথ লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল, চতুর্দ্দিক মধুর বাদন, আনন্দধ্বনি ইত্যাদিতে প্রতিশব্দিত হইতেছিল।

বিবাহ কালে ধর্ম্মশালা অতি রমণীয় শোভায় সুশোভিত হইয়াছিল। শত শত সুবেশধারিণী অপরূপ রূপশালিনী মহিলার সমাবেশ, সুবেশধারী পুরুষের সমাগম, সহস্র সহস্র প্রহরীর সতর্কতা, সৈনিকগণের সুশ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান প্রভৃতিতে সে স্থানের রমণীয়তা সমধিক বৃদ্ধি সম্পাদন করিয়াছিল।

বিবাহকালে যখন রাজকুমারী নত জানু হইলেন, তখন তাঁহার আটটী শ্বেতবস্ত্র পরিহিতা সখীগণও তাঁহার সহিত নতজানু হইয়াছিলেন, ইহাতে যে সে স্থানের কি নিরূপম শোভা হইয়াছিল তাহা

বলা যায় না, যেন শশধরকে পরিবেষ্টন করিয়া তারাহার ফুটিয়াছিল। ভারতেশ্বরী আকুল নয়নে প্রাণ ভরিয়া সেই নিরূপম শোভা সন্দর্শনে পুলকিতা হইয়াছিলেন।

বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে ভারতেশ্বরী স্বীয় কন্যাকে আলিঙ্গন এবং জামাতার মুখ চুম্বন করিয়া অতুল আনন্দানুভরে বৈবাহিক এবং বৈবাহিকার কর মর্দ্দন করিয়াছিলেন। এই সুখকর কার্য্য সমাহিত হইলে সকলে রাজসিংহাসন সম্বলিত গৃহে গমন করেন, এখানে আত্মীয়বর্গের সহিত করমর্দ্দন করা হয়, এবং উপস্থিত ব্যক্তিগণ এই শুভ কার্য্যে আনন্দ এবং অসীম সহানুভূতি পরিজ্ঞাত করেন। এই মাঙ্গলিক কার্য্য সমাধা হইলে, রাজকীয় বিবাহ সম্বন্ধীয় পুস্তকে নব দম্পতি সাক্ষর করেন, তাহার পর যে সমস্ত রাজকুমারী এবং রাজপুত্রবধূ উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারাও একে একে আপনাপন নাম সাক্ষর করিয়াছিলেন। সেই পুস্তকে প্রি[illegible]ব ওয়েলস, ডিউক অব এডিনবার্গ, প্রিন্সেস্ এলিস্ এবং মৃত মহাত্মা রণজিৎসিংহের বংশধর মহারাজা দলিপ সিংহও সাক্ষর করেন। মহারাজা একটী সুন্দর বহুমূল্য মুক্তা খচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া রাজকীয় বৈবাহিক সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নবদম্পতি বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া চিরপ্রসিদ্ধ বাতায়নে * দণ্ডায়মান হইলেন, তাঁহাদের সহিত ভারতেশ্বরীও ছিলেন।

নবদম্পতি প্রাতর্ভোজের পর বাকিংহাম রাজপ্রাসাদ হইতে উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে গমন করেন। তাঁহাদিগের বিদায় কালে সমাগত ব্যক্তি মণ্ডলীর কাহারও শুষ্ক চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায় নাই। নব দম্পতিকে উইণ্ডসরে বিদায় দান কালে সরল হৃদয়া

* সাধারণকে দেখাদিবার জন্য রাজপারিবারিক কাহারও বিবাহ হইলে তাঁহারা প্রাসাদে আসিয়াই তথায় দণ্ডায়মান হন।

কোমল প্রাণা রাজরাজেশ্বরীর চক্ষুদিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিগলিত হয়। যে প্রাণাধিকা দুহিতাকে তিনি জন্মাবধি এক দণ্ডের জন্যও চক্ষুর অন্তরাল করেন নাই, আজি তাঁহার বিরহ ভারতেশ্বরীর বড়ই ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইয়াছিল,—তাঁহার হৃদয় কতই কাঁদিয়াছিল।

নব দম্পতি যখন রাজপথ দিয়া গমন করেন, তখন পথিপার্শ্বস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা আনন্দ ধ্বনি করিয়াছিলেন, সকলের মুখেই আনন্দ ও সন্তোষের চিহ্ন বিভাসিত হইয়াছিল। পথি পার্শ্বস্থ গৃহ-বাতায়ণ হইতে যে কত শত যুবক যুবতী, বৃদ্ধ স্থবিরা দম্পতিদ্বয়কে দর্শনে আনন্দ সূচক ধ্বনি ও পুষ্প ও সুগন্ধি বর্ষণ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্বা নাই। রেলওয়ে ষ্টেশনও রমণীয় রূপে সজ্জিত হইয়াছিল, রাজযুবক যুবতী উইণ্ডসরে পৌঁছিলে ইটন কলেজের ছাত্রেরা নবীন দম্পতীযুগলের যান হইতে অশ্বউন্মুক্ত করিয়া আপনারা রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইয়া আপনাদের আন্তরিক রাজভক্তির জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। সে দিন সমগ্র ইংলণ্ড আলোক মালায় সুশোভিত হইয়াছিল এবং প্রায় সমস্ত রজনীই পথে মহা আনন্দ ধ্বনি শ্রুত হওয়া গিয়াছিল।

২৭শে মহারাণী উইণ্ডসরে গমন করিয়া নবীন জামাতাকে "নাইট" উপাধি প্রদান করেন। সে দিন তথায় মহা জাঁকজমক সহকারে সান্ধ্যভোজ প্রদত্ত হইয়াছিল। পরদিন তাঁহারা সকলে বাকিংহাম প্রসাদে আগমন করেন এবং ভারতেশ্বরী জামাতা এবং কন্যাকে লইয়া রাজকীয় আড়ম্বর সহকারে স্বীয় রাজকীয় নাট্যশালায় নাট্যগীতির অভিনয় দেখাইতে লইয়া যান।

২ রা ফেব্রুয়ারি নবদম্পতি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন, বেলা একাদশ ঘটিকার সময় ভিকি (জ্যেষ্ঠা রাজকুমারী) ভারতেশ্বরীর কক্ষে আসেন। মহারাণী তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করেন এবং



প্রিন্সেস্ বিয়েট্রীস।

উভয়েরই চক্ষু হইতে প্রবল বেগে বারিধারা প্রবাহিত হয়। কেহই কাহাকে শান্তনা করিতে পারেন নাই, উভয়েরই হৃদয় বিকলিত হইয়াছিল। মহারাণী শাশ্রু লোচনে বিষাদিত চিত্তে দুহিতা এবং জামাতাকে শকটে তুলিয়া দেন, সেই গাড়িতে প্রিন্স কন্‌সর্ট এবং বার্টি (প্রিন্স অব ওয়েল্‌স) গমন করেন। গাড়ির দ্বারদেশে ভারতেশ্বরী নব দম্পতিকে আলিঙ্গন করিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে বিদায় দিবা মাত্র মধুর শব্দে সামরিক বাদ্য বাজিয়া উঠিল, এবং ভারতেশ্বরীর প্রাণাধিক দুহিতা ও জামাতারত্নকে বহন করিয়া অশ্বগণ নাচিতে নাচিতে ছুটিল। মহারাণীর যে হৃদয় কয়েক দিবস ধরিয়া মহা আনন্দে—মহা সুখে ভাসিতেছিল, তাহা আজি সহসা ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল!

জামাতা এবং প্রাণাধিক দুহিতাকে বিদায় দিবার পর ভারতেশ্বরী লিখেন—"যদিও আমি মধ্যে মধ্যে শান্ত হই, তথাপি অবিরত আমার নয়ন হইতে তপ্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। এবং আমি ভিকির (জ্যেষ্ঠা রাজকুমারীর) কক্ষেরদিকে গমন করিতে পারি না।" নব দম্পতি বাষ্পতরীতে আরোহণ করিলে প্রিন্স কন্‌সর্ট বিষাদিত চিত্তে গম্ভীর ভাবে তীরে দণ্ডায়মান থাকেন, রাজকুমারী পিতার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া বিষণ্ণ চিত্তে একেবারে জাহাজের কক্ষ মধ্যে গমন করেন, এমন কি জাহাজ ছাড়িবার সময়ও তিনি একবার বাহিরে আসিয়া পিতার বদন প্রতি তাকাইতে পারেন নাই, রুমাল হেলাইয়া শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি বিকল হৃদয়ে কেবল রোদন পরায়ণা হইয়াছিলেন। আজন্ম একত্রে বাসের পর ক্ষণিক বিরহও বড় ক্লেশকর।

প্রিন্স কন্সর্ট রাজপ্রাসাদে প্রত্যাগত হইলে মহারাণী স্বামীর বিষণ্ণ বদন প্রতি চাহিয়া, অশেষ যত্ন সহকারেও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তিনি আকুল প্রাণে, বিকল হৃদয়ে রোদন

পরবশা হইয়া ক্ষণেকের জন্ত আপন হৃদয়ের গুরুভার লাঘব করেন।

বরকন্যা বার্লিনে মহাসমাদর সহকারে গৃহীত হন, তথাকার অধিবাসীরাও নবদম্পতীকে দেখিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করেন। এই পরিণয়ের পর প্রিন্স কনসর্টের আর একটী পরিশ্রমের বৃদ্ধি হয়; তিনি সেই সময় হইতে প্রতি সপ্তাহে ২।৩ খানি করিয়া হিতোপদেশ পূর্ণ পত্র লিখিয়া কন্যার নিকট পাঠাইতেন, তাঁহার মূল্যবান উপদেশের বশবর্ত্তিনী হইয়া রাজকুমারী অচিরে সকলের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠেন, এবং আপন সংসারকে পরম পবিত্র সুখের আধার করিয়া তুলেন!

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রুসিয়া ভ্রমণ।

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ ই আগষ্ট রাজদম্পতী প্রুসিয়া রাজের নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ ও কন্যাকে দর্শন করিতে যাত্রা করেন। প্রুসিয়া রাজ্যের সীমায় ভারতেশ্বরী—বৈবাহিক—বর্ত্তমান জর্ম্মান সম্রাট—কর্ত্তৃক মহাসমাদর ও সম্মান সহকারে অভ্যর্থিত হন।

এই প্রীতিপ্রদ ভ্রমণ কালেও ভারতেশ্বরী রাজ-কার্য্যের কঠোর পর্য্যালোচনা হইতে অব্যাহতি পান নাই। ২রা আগষ্ট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভা কর্ত্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট হইতে ভারত-সম্রাজ্য-শাসন-ভার মহারাণীর কোমল করে সমর্পণ করিবার আইন বিধিবদ্ধ হয়, এবং কি রূপ নীতি ও প্রণালীতে ভারত শাসিত হইবে তৎজ্ঞাপক ঘোষণা পত্র প্রচারাবশ্যক হওয়ায় মন্ত্রিসমাজ সেই ঘোষণা পত্র প্রস্তুত করিয়া মহারাণীর নিকট প্রেরণ করেন। ভারতেশ্বরী সেই ঘোষণা পত্র পাঠে প্রীত না হইয়া, তাহার অনেক স্থান পরিত্যাগ ও অনেক নূতন কথা সন্নিবেশিত করিবার আজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী ১৫ই আগষ্ট লর্ড ডার্বিকে এ সম্বন্ধে লেখেন—"এরূপ ঘোষণা পত্রে দয়া, বদান্যতা, ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে নিরপেক্ষতা এবং ভারতীয়গণ ব্রিটিষ রাজ মুকুটাধীন অন্যান্য প্রজা-দিগের সমপদে স্থাপিত হইয়া নিরপেক্ষভাবে যে সমস্ত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইবেন তাহা বিশেষ রূপে বিবৃত হওয়া আবশ্যক।"

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর লর্ড ক্যানিং ভারতেশ্বরীর ঘোষণা পত্র ও স্বীয় রাজ প্রতিনিধি পদ প্রাপ্ত হইবার সংবাদ,

প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘোষণা পত্র * ১লা নবেম্বর ভারতের প্রত্যেক স্থানে বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষায় পঠিত হয়, এবং প্রত্যেক ভারতবাসী রাজ্ঞী প্রাপ্তে মহা উল্লাস ও সন্তোষ প্রকাশ করেন। ঘোষণা পত্রের শেষাংশ পাঠ কালে সকলেরই চক্ষে আনন্দাশ্রু দেখা গিয়াছিল। ঘোষণা পত্রের একস্থানে লেখা ছিল "তোমাদের উন্নতিই আমাদের বল, তোমাদের সন্তোষই আমাদের প্রতিভূ, এবং তোমাদের কৃতজ্ঞতাই আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার" এ কথায় সকলেই বুঝিয়াছিলেন যে এতদিন পরে ভারতের অন্ধকারগগনে শুক্রতারার উদয় হইল, ভারত সন্তানগণের সুখের দিন আসিল!

---

* পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য আমরা ঘোষণাপত্রের অবিকল অনুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"এলাহাবাদ ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ ১লা নবেম্বর সোমবার। শ্রীযুত গবরণর জেনরল বাহাদুর শ্রীশ্রীমতি মহারাণীর স্থানে আজ্ঞা পাইয়া, তাঁহার অনুগ্রহসূচক এই ঘোষণাপত্র ভারতবর্ষের সকল রাজগণ ও সরদার প্রভৃতি সর্ব্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেছেন।

পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সম্মিলিত গ্রেট ব্রিটেন ও আয়রলণ্ড রাজ্যের এবং ইউরোপ, আসিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলেশিয়া দেশের অন্তঃপাতী ঐ সম্মিলিত রাজ্যের লোকদিগের বসতি স্থানের ও সেই সকল রাজ্যের অধিকৃত স্থানের মহারাণী ও ধর্ম্মরক্ষিকা শ্রীশ্রীমতি ভিক্টোরিয়া।

ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল দেশের কর্ত্তৃত্বভার একাল পর্য্যন্ত আমাদিগের পক্ষে কোম্পানি বাহাদুর নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছেন সেই ভার পার্লেমেন্ট রাজসভাগত পারমার্থিক ও সাংসারিক লর্ড ও কমন্স সাহেব মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে, আমরা নানাবিধ গুরুতর কারণে আপনারাই গ্রহণ করিতে স্থির করিয়াছি।

অতএব আমরা এই ঘোষণাপত্র দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে অবগত করিতেছি যে, আমরা পূর্ব্বোক্ত সভাগত মহোদয়গণের পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে উক্ত দেশেব কর্ত্তৃত্ব কার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলাম, ও উক্ত দেশের মধ্যে

এই বিদ্রোহের সুখময় ফল স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অস্তিত্ব লোপ পাইল এবং সমগ্র ভারতবাসী দয়াশীলা ভিক্টোরিয়াকে রাজ্ঞী স্বরূপে পাইয়া মহা সুখ-সাগরে ভাসিল। ভারতবাসী আবার নবজীবন প্রাপ্ত হইল, এতদিনে তাহারা যেন জীবনের জীবন, আশার বিশাল কানন, এবং দগ্ধহৃদয়মরুর শান্ত ছায়াকুঞ্জ প্রাপ্ত হইল। যাহারা বিষাদের অন্ধকার ব্যতীত অপর কিছুই জানিত না, তাহারা সুখের মুখ দেখিল, দুঃখের অঙ্কুশ তাড়নে যে হৃদয় ব্যথিত হইতেছিল, তাহা আজি সোহাগে পরিপুষ্ট হইবে বলিয়া ভাবিল, পঙ্কিল শুষ্ক সরোবরে এত দিনে কমল সুশোভিত লীলাময় সলিল দেখাদিল।

আমাদিগের যে সকল প্রজা বাস করে তাহাদিগকে এই আদেশ করিতেছি যে, তাহারা সকলেই আমাদিগের নিকটে, আমাদিগের উত্তরাধিকারিদিগের ও আমাদিগের পরে যাঁহারা রাজত্ব পাইবেন তাঁহাদিগের নিকটে বিশস্ত ও সত্যভক্ত হইয়া থাকে এবং আমাদিগের উক্ত দেশের শাসনকার্য্য আমাদিগের নামে ও আমাদিগের পক্ষ হইয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য আমরা ইহার পরে সময়ে সময়ে যাঁহাদিগকে নিযুক্ত করা উচিত জ্ঞান করিব তাঁহাদিগের আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে।

আর আমরা আপনাদিগের বিশ্বাসযোগ্য ও স্নেহপাত্র সদস্য ও মন্ত্রী শ্রীযুত চার্লস জন বাইকৌণ্ট কানিং সাহেবের ভক্তি ও ক্ষমতাগুণে এবং সদ্বিবেচনায় বিশেষমতে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া তাঁহাকে, অর্থাৎ উক্ত শ্রীযুত বাইকৌণ্ট কানিং সাহেবকে, আমাদিগের উক্ত দেশের মধ্যে ও তদপরে আপনাদিগের প্রথম প্রতিনিধি ও গবরনর জেনারল করিয়া, আমাদের নামে উক্ত দেশের শাসন কার্য্য করিবার ও আমাদিগের নামে ও আমাদিগের পক্ষে সাধারণতঃ কার্য্য করিবার জন্য নিযুক্ত করিলাম। কিন্তু আমাদিগের রাজ্যের একজন প্রধান সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা যে যে আজ্ঞা ও বিধি সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট হইতে পাইবেন, তাহা বলবৎ মানিয়া কার্য্য করিবেন।

কোম্পানি বাহাদুরের অধীনে দেওয়ানী ও সৈন্য সম্পর্কীয় কর্ম্মে যে

সেই সময়ে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি আইন প্রণীত হইল, নূতন পুলিশ, রেলওয়ে, ডাক বিভাগ, কারা নিয়ম সংস্কার, মিউনিসিপালিটী, বিদ্যা শিক্ষার উন্নতি প্রভৃতি কত প্রকার সদানুষ্ঠান হইল ও হইতেছে। এ সমস্তই যে আমরা মহারণীর কৃপায় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে।

সকল লোক যে যে পদে এক্ষণে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগকে আমরা স্ব স্ব পদে বাহাল রাখিলাম। কিন্তু তদ্বিষয়ে আমাদিগের যে কোন ইচ্ছা ইহার পরে প্রকাশ পাইবে, ও যে সকল আইন কানুন ইহার পরে করা যাইবে তাহা বলবৎ মানিয়া তাঁহারা পদস্থ থাকিবেন।

ভারতবর্ষীয় সকল রাজাগণকে এই কথা জানাইতেছি যে কোম্পানি বাহাদুরের দ্বারা কিম্বা তাঁহাদিগের দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ সকল রাজাদিগের সহিত যে সকল সন্ধি ও প্রতিজ্ঞাদি করা হইয়াছে তাহা আমরা স্বীকার করিলাম, এবং তাঁহাদিগের তুল্যরূপে মান্য করিব, ও সেই সেই রাজাগণও তদনুসারে ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করেন আমাদের এই ইচ্ছা।

এক্ষণে ভারতবর্ষে আমাদিগের যত দেশ অধিকৃত হইয়াছে তাহার অধিক কোন দেশ আমরা অধিকার করিতে চাহি না। পরন্তু আমাদিগের যে দেশ অধিকৃত কি যাহাতে আমাদিগের স্বত্ব আছে, তাহার উপর আক্রমণের উদ্যোগ হইলে আমরা অবশ্য তাহার উপযুক্ত শাস্তি দিব, ইতিমধ্যে অন্য রাজগণের অধিকারের কি স্বত্বের উপর আক্রমণ করা হয় এমত অনুমতিও দিব না। আমরা আপনাদিগের স্বত্ব গৌরব ও সম্ভ্রম যেমন জ্ঞান করি, তেমনি ভারতবর্ষীয় রাজগণের স্বত্বাদিও জ্ঞান করিব। কোন দেশের মধ্যে শান্তি ও সুশাসন না থাকিলে উন্নতি ও সভ্যতাবৃদ্ধি হইতে পারে না, আমাদিগের প্রজাগণ সেই সকল সুবিধা প্রাপ্ত হয় আমাদিগের যেমন এই বাসনা আছে, ঐ রাজগণের পক্ষেও আমাদিগের সেইরূপ থাকিবে।

রাজধর্ম্ম প্রতিপালন করিবার প্রতিজ্ঞায় যেমন অন্য সকল প্রজার নিকটে আমরা বদ্ধ হইয়াছি তেমনি আমাদিগের ভারতবর্ষস্থ প্রজাদিগের নিকটেও বদ্ধ থাকিব। আর সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা সেই কার্য্য বিশ্বস্তরূপে ও সরল মনে নির্ব্বাহ করিব।

প্রায় এক পক্ষ মহা আহ্লাদ ও সন্তোষে প্রুসিয়ায় অতিবাহিত করিয়া রাজদম্পতী ২৯ শে আগষ্ট তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বিদায় কাল বড়ই কষ্টকর হইয়াছিল, ভারতেশ্বরীর চক্ষু হইতে অবিরল বারিধারা বিগলিত হইয়াছিল। প্রিন্সেস্ রয়েলও অশ্রু বরিষণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় ধর্ম্ম সত্য, এই কথা আমরা দৃঢ়মতে বিশ্বাস করি ও ধর্ম্মে সান্ত্বনা পাইয়া থাকি এবং তাহা কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক স্বীকার করি, কিন্তু আমাদিগের সেই ধর্ম্মমত আমাদিগের কোন প্রজাকে গ্রহণ করাইবার কোন ক্ষমতা স্বীকার করি না ও তাহা গ্রহণ করাইতে চাহিও না। আমাদিগের রাজকীয় ইচ্ছাও এই যে ধর্ম্মসম্পর্কীয় বিশ্বাস কি ক্রিয়া লক্ষ্য করিয়া কাহার প্রতি কোন পক্ষপাত না হয় ও কেহ কোন ক্লেশ কি দুঃখ না পায়। কিন্তু আইনানুসারে সকলেই তুল্যরূপে ন্যায্যমতে ও বিনাপক্ষপাতে রক্ষা পায় এই আমাদিগের বাসনা। আমাদিগের অধীনে যাঁহারা শাসনক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন তাঁহাদিগের সকলকে আমরা এই দৃঢ় আজ্ঞা ও আদেশ করিতেছি যে, আমাদিগের প্রজাদিগের কাহার ধর্ম্মবিশ্বাসে কি উপাসনাতে তাঁহারা হস্তক্ষেপ না করেন, করিলে আমাদিগের অত্যন্ত অসন্তোষ হইবে।

আমাদিগের আরও বাসনা এই যে আমাদিগের প্রজাবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা উপযুক্ত মতে সুশিক্ষিত, ক্ষমতাপন্ন, ও সরলভাবাপন্ন হইয়া আমাদিগের যে কোন সেরেস্তায় কর্ম্ম করিতে যোগ্য হইবেন তাঁহারা যে কোন বংশের বা যে কোন ধর্ম্মের লোক হউন তাঁহাদিগকে সাধ্যপক্ষে বিনা আপত্তিতে ও বিনা পক্ষপাতে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা যাইবে।

ভারতবর্ষবাসীরা যে পৈতৃক ভূমি সম্পত্তি অধিকার করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদিগের অত্যন্ত মমতার কথা আমরা অবগত হইয়াছি, এবং আমরা তাহা স্বীকারও করি, ভূমি সম্পর্কে তাঁহাদিগের যে সকল স্বত্ব আছে সেই সকল স্বত্ব আমরা রক্ষা করিতে চাহি, কিন্তু গবর্ণমেন্টের ন্যায্য প্রাপ্য অংশ দিতে হইবেক। আর আমাদিগের এই ইচ্ছা যে আইন প্রস্তুত করিবার ও সেই আইন আমলে আনিবার কার্য্যে ভারতবর্ষের যে রীতি ও আচার ব্যবহার

৬ই সেপ্টেম্বর মহারাণী লিড্‌স্ নামক স্থানে গমন করিয়া ৭ই তথাকার টাউনহল প্রতিষ্ঠিত করেন। লিড্‌স্‌বাসীদিগের ইতি পূর্ব্বে আর কখন রাজদরশন সুখ লাভ না হওয়ায় তাঁহারা মহা সমারোহ সহকারে ভারতেশ্বরীর সমাদর ও অভ্যর্থনা করেন। এই

পূর্ব্বকালাবধি চলিয়া আসিতেছে তাহার প্রতি উপযুক্তমতে মনোযোগ থাকিবে।

ক্ষমতা প্রাপ্তির লোভে যে সকল লোক অমূলক জনরব প্রকাশ দ্বারা দেশীয় দিগের ভ্রান্তি জন্মাইয়া তাহাদিগকে রাজবিদ্রোহ ব্যাপারে পরিচালিত করিয়াছে, তদ্দ্বারা ভারতবর্ষের মধ্যে যে সকল উপদ্রব ও পীড়ন হইয়াছে তাহাতে আমাদিগের শোকের উদ্রেক হইতেছে। সেই রাজবিদ্রোহ ব্যাপার যুদ্ধস্থলে প্রশমিত করিয়া আমাদিগের ক্ষমতা প্রকাশ করা হইয়াছে। যাহারা উক্ত প্রকার ভ্রমে পড়িয়াছিল কিন্তু এক্ষণে কর্ত্তব্য কার্য্যের পন্থায় প্রত্যাবৃত্ত হইতে চাহে, তাহাদিগের অপরাধ ক্ষমা করিয়া দয়া প্রকাশ করাই আমাদিগের ইচ্ছা।

কোন প্রদেশে অধিক রক্তপাত না হয় ও আমাদিগের ভারতবর্ষীয় রাজ্যের মধ্যে আরও শীঘ্র শান্তি স্থাপিত হয় এই অভিপ্রায়ে, আমাদিগের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কতকগুলি নিয়ম প্রকাশ করিয়া, যাহারা সম্প্রতিকার গোলযোগে আমাদিগের প্রভুতার প্রতিকূলে অপরাধ করিয়াছে তাহাদিগের অধিকাংশ লোককে সেই নিয়ম মতে ক্ষমা পাইবার আশা দিয়াছেন, ও মহাপরাধ প্রযুক্ত যাহাদিগের ক্ষমা হইতে পারে না তাহাদিগের যে দণ্ড হইবেক তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদিগের প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সেই কার্য্য আমরা স্বীকার করিয়া বলবৎ রাখিলাম তাহাও ঘোষণা করিতেছি।

ব্রিটনীয় প্রজাদিগকে হত্যা করিবার কার্য্যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত থাকিবার অপরাধ যাহাদিগের সাব্যস্ত হইয়াছে কি হইবে তাহাদিগের প্রতি ন্যায্য বিচারমতে দয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহারা ব্যতীত অন্য সকল অপরাধীর প্রতি আমাদিগের দয়া প্রকাশ হইবেক।

হত্যাকারী জানিয়া যাহারা ইচ্ছা পূর্ব্বক তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছে, কিম্বা রাজবিদ্রোহ ব্যাপারের নায়ক কি প্রবর্ত্তক রূপে যাহারা কর্ম্ম করিয়া-

উপলক্ষে ৫ লক্ষ লোক রাজপথে সমবেত হইয়াছিলেন এবং প্রায় ২৯ সহস্র ভদ্র সন্তান যাহাতে কোন প্রকার শান্তি ভঙ্গ না হয় এই অভিপ্রায়ে প্রহরীতা করেন।

ছিল তাহাদিগের প্রাণরক্ষা হইবে এই পর্য্যন্ত প্রতিজ্ঞা করিতে পারি। কিন্তু যে অবস্থায় তাহাদিগের রাজভক্তি পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল উপযুক্ত রূপে তাহাদিগের দণ্ড নিরূপিত হইবেক। এবং দুষ্ট লোকেরা যে অমূলক জনরব প্রকাশ করিয়াছিল অজ্ঞতা প্রযুক্ত তাহাতে বিশ্বাস করিবার জন্য যাহাদিগের অপরাধ হইয়াছে তাহাদিগের প্রতি অধিক পরিমাণে অনুগ্রহ করা যাইবে।

অপর যে সকল লোক এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিতেছে, তাহারা আপনাদিগের গৃহে ও কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায়াদি কর্ম্মে ফিরিয়া গেলে, আমাদিগের বিপক্ষে ও আমাদিগের রাজমুকুট ও সম্ভ্রমের প্রতিকূলে তাহাদিগের যে সকল অপরাধ হইয়াছে তাহা আমরা বিনা বিচারে ক্ষমা করিব ও সেই সকল অপরাধকে মনে স্থান দিব না, এই অঙ্গীকার করিতেছি।

যাহারা আগামী জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে ঐ নিয়মমতে কার্য্য করিবে তাহারা সকলেই আমাদিগের এই অনুগ্রহ ও ক্ষমা পায়, আমাদিগের এই বাসনা।

ঈশ্বরের প্রসাদে যখন দেশের মধ্যে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইবে তখন ঐ দেশের কৃষি বাণিজ্য ব্যবসায় কার্য্যের উৎসাহ দান করা, ও সর্ব্ব সাধারণের উপকার ও উন্নতির কার্য্যে সহায়তা করা, এবং ভারতবর্ষে আমাদিগের যে সকল প্রজা বাস করে তাহাদিগের মঙ্গলের জন্য দেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করা আমাদিগের নিতান্ত ইচ্ছা। প্রজাদিগের উন্নতি আমাদিগের বল। তাহারা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিলে আমাদিগের নিরাপদ। তাহারা কৃতজ্ঞ হইলে আমাদিগের উৎকৃষ্ট পুরস্কার। তাহাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত আমাদিগের এই সকল বাসনা ফলবতী করিতে সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আমাদিগকে ও আমাদিগের অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণকে শক্তি প্রদান করুন।"

এই স্থান হইতে রাজদম্পতী তাঁহাদের চির প্রিয় ব্যালমোরালে গমন করেন। ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স কন্সর্ট পীড়িত হন, শ্রমাধিক্যই নাকি তাঁহার এই পীড়ার প্রধান কারণ।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরেবল্ গবর্ণর জেনেরল
বাহাদুরের ঘোষণা পত্র।

"বিদেশীয় ডিপার্টমেণ্ট। আলাহাবাদ। ১৮৫৮। ১লা নভেম্বর।

ভারতবর্ষে ব্রিটনীয়দিগের অধিকৃত দেশের শাসন কার্য্যের ভার শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বয়ং গ্রহণ করিবার মানস প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাঁহার প্রতিনিধি শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এই সংবাদ দিতেছেন যে অদ্যাবধি ভারত গবর্ণমেণ্টের সমস্ত কার্য্য কেবল শ্রীশ্রীমতীর নামে করা যাইবেক।

যে বংশের কি জাতির যে সকল লোক কোম্প্যানি বাহাদুরের কর্ত্তৃত্বাধীন থাকিয়া ইংলণ্ডের মান ও ক্ষমতার পোষকতা করিতে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহারা অদ্যাবধি কেবল মহারাণীর ভৃত্য হইবেন।

শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর তাঁহাদিগকে এই আদেশ করিতেছেন যে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ঘোষণাপত্রে শ্রীশ্রীমতীর অনুগ্রহসূচক যে ইচ্ছা প্রকাশ হইয়াছে তাহাকে ফলবতী করিবার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তি আপনাপন পদে সুযোগমতে সর্ব্বান্তঃকরণ ও সমস্ত শক্তির সহিত সাহায্য করুন।

শ্রীশ্রীমতী স্নেহ ও দয়ার বাক্য প্রয়োগে ভারতবর্ষের কোটি কোটি প্রজাকে রাজভক্তি ও বিশ্বস্ততা প্রকাশ করিতে যে পত্র লিখিয়াছেন, সেই পত্রানুসারে তাঁহারা প্রজাভক্তিতে আজ্ঞাবদ্ধ হয়েন সেজন্য শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর এক্ষণ ও সদাসর্ব্বক্ষণ ত্রুটী করিবেন না।

ভারতবর্ষের শ্রীযুত রাইট অনরেবল গবর্ণর জেনরল
বাহাদুরের আজ্ঞাক্রমে প্রকাশিত।

জি, এফ, এডমনষ্টন।
শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের সহিত
ভারত গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী।"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

দৌহিত্র।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ভারতমাতা রাজরাজেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস্ রয়েল প্রুসীয় রাজধানী বার্লিন নগরে একটী নবকুমার প্রসব করায় উভয় রাজ পরিবার মহানন্দানুভব করেন। রাজ কুমারী প্রসব কালে অত্যন্ত কষ্ট পাইয়াছিলেন।

এই সময়ে মৃত বীর ডিউক অব ওয়েলিংটনের স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ একটী সামরিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রিন্স কন্সর্ট ইহার উন্নতি কল্পে বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। ২৯শে জানুয়ারি ভারতেশ্বরী স্বয়ং এই কলেজটীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পন্ন করেন। কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে প্রিন্স কন্সর্ট—নিজ ব্যয়ে বহুসংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিয়া ছাত্রদিগের জন্য একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া দেন।

ইতিপূর্ব্বে প্রিন্স, এল্ডারসট্ নামক স্থানে সৈনিক কর্ম্মচারীদিগের জন্য একটী পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া তাহাতে নানা বিধ বৈজ্ঞানিক ও সমর সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেন, এতদার্থে বহু সহস্র অর্থ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট যৎসামান্য বৃত্তি হইতে ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রিন্সের মৃত্যুর পর হইতে ভারতেশ্বরী স্বীয় খাস্ ধনাগার হইতে এই পুস্তকালয় সম্পর্কীয় কেবল ব্যয় দান করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, যখন যে কোন সমর সংক্রান্ত নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে, তিনি তাহাই ক্রয় করিয়া পুস্তকালয়ের কলেবর পরিপুষ্ট

করিতেছেন। এক্ষণে এই পুস্তকালয়টীর নাম "প্রিন্স কন্সর্টের পুস্তকালয়।"

ক্রিমিয়ার মাহাসমরের সময় মহারাণী এবং প্রিন্স আপনাপন ব্যয়ে বহুসংখ্যক পুস্তক ক্রয় করিয়া সৈন্যগণের পাঠার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ করেন। রণ সমাপ্তির পর সেই সকল পুস্তকের অর্দ্ধেক এল্‌ডার সটে এবং অপরার্দ্ধ ডাবলিনে 'ভিক্টোরিয়া সৈন্যদলের পুস্তকালয়ে' প্রেরিত হয়। প্রিন্সের পরলোকপ্রাপ্তির পর হইতে ভারতেশ্বরী নিজে তাহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে এই পুস্তকালয়ে ১২০০ গ্রন্থ সংগৃহীত হয়, বলা বাহুল্য যে এতদিনে আরও বহুশত খণ্ড সংগৃহীত হইয়াছে।

ফরাসী সম্রাট এই সময়ে অষ্ট্রীয়ার সহিত সমরে লিপ্ত হন এবং আপন সৈন্য ও রণতরী সমূহ বৃদ্ধি করেন। ভারতেশ্বরীর সহিতও এই সময়ে নেপোলিয়নের মনোমালিন্য হওয়ায় পূর্ব্ব সতর্কতাবলম্বন শ্রেয় জ্ঞানে ইংলণ্ডের রণতরী সমূহও বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। প্রিন্স কন্সর্ট এই সময়ে অবৈতনিক সৈন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করিবার কল্পনা করেন এবং মন্ত্রি সমাজও তাঁহার মতের পোষকতা ও সমর্থন করায় রাজ্যের সর্ব্বত্র ইহা ঘোষিত এবং অবৈতনিক সৈন্য সংগ্রহের আজ্ঞা প্রচারিত হয়। আধুনিক অবৈতনিক বা সখেরসৈন্য সৃষ্টি এবং তাহাদের উন্নতি সাধনের মূলই প্রিন্স কন্সর্ট।

মে মাসের শেষ সপ্তাহে অতি অল্প দিনের জন্য প্রিন্সেস্ রয়েল ইংলণ্ডে আগমন করেন। মহারাণী তাঁহাকে দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দানুভব করিয়াছিলেন। ২৪শে মে ভারতেশ্বরীর জন্মদিনে মহারাণী স্বীয় মাতা ডাচেস্ অভ কেণ্টের ভয়ঙ্কররূপে পীড়িত হওয়ায় সংবাদ প্রাপ্ত হওয়ায় অত্যন্ত ব্যথিতা ও উদ্বিগ্না হইয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তিনি সত্বর আরোগ্য লাভ করেন।

১৩ই জুন লর্ড ডার্‌বি প্রধান মন্ত্রিত্বপদ ত্যাগ করিলে লর্ড

পামরষ্টন পুনরায় তৎপদে নিযুক্ত হন। পামারষ্টন মহাসভায় ফরাসীদিগের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন* দেখিয়া প্রিন্স অতীব বিস্মিত হইয়াছিলেন।

মহাসভা পার্লিয়ামেন্টের অবকাশ প্রদত্ত হইলে ভারতেশ্বরী স্বামীসহ আগষ্টমাসে কয়েক দিবস জল পথে ভ্রমণ করিয়া অসবোরণে উপনীত হন। প্রিন্স কনসর্টের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল ছিল না, জল পথে ভ্রমণ করায় তাঁহার স্বাস্থ্যের কতক পরিমানে উপকার সাধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু পুনরায় কঠোর রাজনৈতিক ব্যাপারে সাতিশয় শ্রম ও চিন্তা সহ লিপ্ত হওয়ায় আবার তাঁহার শরীর ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

১৪ই অক্টোবর আমাদের ভারতমাতা গ্লাসগোর জলের কল প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৭ই তারিখে স্বামীসহ উইণ্ডসর ক্যাসেলে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

২৪শে অক্টোবর সমস্ত ইংলণ্ডে ভয়ানক কুজ্ঝটীকা হইয়াছিল, ২৬শে প্রিন্স অব ওয়েলসকে অক্সফোর্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিক্ষা প্রদানার্থ গমন কালে দেখিতে যাইয়া, প্রিন্স কন্সর্ট ভয়ানক কফাক্রান্ত, শেষে সেই সূত্রে উদরাময় রোগগ্রস্ত হইয়াছিলেন, প্রায় এক সপ্তাহ দারুণ ক্লেশ ভোগের পর তিনি ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করেন।†

* Mr Ashley's Life of Lord Palmerston, Vol II Page 144.

† Martin's Life of the Prince Consort, Vol IV Page 443.

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

---o---

অবৈতনিক সৈন্য।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারি ভারতেশ্বরী তাঁহার মাতুল রাজা লিওপল্‌ডকে এইরূপ ভাবে পত্র লেখেন,—"আমরা অতি শান্তি ও সন্তোষের সহিত নূতন সালে পদার্পন করিতেছি; মাতা ও সন্তান সন্ততি পরিবেষ্টিত হইয়া আমি যে অতুল সুখ উপভোগ করিতেছি, সেরূপ সুখ আর কখন উপভোগ করিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না।" বস্তুতঃ এ সময় মহারাণীর সুখের পরিসীমা ছিলনা, স্বামীর অকপট প্রণয়, মাতার স্নেহ, পুত্র কন্যাগণের ভালবাসা, প্রজাগণের ভক্তি, তাঁহার এ সংসারকে অমরাবতী করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি তাহার সুখাস্বাদনে সতত ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞ ছিলেন।

এ বৎসরও বার্ষিক পরিণয়োৎসব দিনে ভারতেশ্বরী তাঁহার মাতুলকে প্রসংশা করিতে বিস্মৃত হন নাই, তাঁহারই কৃপায় যে মহারাণী এরূপ দেব-হৃদয় অমানুষ স্বামীধনের অধিকারিণী, তাহা তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদাই জাগরূক থাকিত এবং সে জন্য তিনি তাঁহার মাতুলের নিকট কতই না কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেন।

এই সময় ফ্রান্সের সহিত ইংলণ্ডের নানা প্রকার গোলযোগ চলিতেছিল, মহারাণী বিবাদ বা কোন প্রদেশের শান্তিভঙ্গ করিতে চির অনিচ্ছু, সুতরাং এরূপ মনোবিবাদ যে যুদ্ধে পরিণত হয়, এরূপ অভিলাষ তিনি কখনই করিতেন না। তবে ফরাসী সম্রাট এই সময় যেরূপে যাবতীয় রাজার সহিত বিবাদ বিসম্বাদ আরম্ভ

করিয়াছিলেন, তাহাতে স্থিরবুদ্ধিসম্পন্না ভারতেশ্বরী বুঝিয়াছিলেন যে ইহার পরিণাম ভাল হইবে না।

এই সময় রাজদম্পতী একটী নূতন শোক প্রাপ্ত হন, এপ্রেল মাসের প্রারম্ভে তাঁহারা অবগত হন যে ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর * স্বামী প্রিন্স হোহেনলো ল্যাঙ্গেনবর্গের মৃত্যু হইয়াছে। বৈধব্যের কথা শুনিলেই ভারতেশ্বরীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইত, তিনি যেরূপ স্বামী সুখে সুখিনী ছিলেন, তাহাতে সে বিচ্ছেদ যে কিরূপ ভয়াবহ তাহা তিনি বিলক্ষণ বুঝিতেন, সুতরাং স্বীয় ভগ্নীর শোকের গভীরতা উপলব্ধি করিতে তাঁহার কাল বিলম্ব হইল না, তিনি শোকোচ্ছাসিত ভাষায় দুঃখপ্রকাশক সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্র লিখিয়া তাঁহার তাপিত প্রাণে শান্ত্বনা বারি সিঞ্চন করিলেন।

প্রিন্সের উদ্যোগে এলডারসট নামক স্থানে সৈন্যদলের সামরিক উৎকর্ষ শিক্ষার জন্য একটী শিবির স্থাপিত হয়। ভারতেশ্বরী স্বামীসহ প্রায় তথায় গমন করিয়া সৈন্য দলের উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। ১৪ই মে তথায় প্রায় অষ্টাদশ সহস্র সৈন্য কর্ত্তৃক একটী রণাভিনয় প্রদর্শিত হয়। রাজদম্পতী তদ্দর্শনে নিতান্ত চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

১ লা জুন প্রিন্স, ওকিং নামক স্থানে নাট্য বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন, মহারাণী এবিষয়ে নিতান্ত উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পরিণামে এ বিদ্যালয়টী সফলতা লাভ করে নাই। এই সময়ে প্রিন্স গ্রিণেডিয়ার গার্ডস নামক সৈন্য দলের নেতাপদে নিযুক্ত হন।

২৩ শে জুন হাইডপার্কে নবপ্রতিষ্ঠিত নবীন ভলানটিয়ার অর্থাৎ অবৈতনিক সৈন্য দলের একটী মহাসমিতি ও রণাভিনয় প্রদর্শিত

* ডাচেস্ অব কেন্টের (ভারতেশ্বরীর জননী) প্রথম স্বামীর ঔরসজাতা কন্যা।

হয়; এই উপলক্ষে মফঃস্বলের নানা দেশ হইতে রাশি রাশি অবৈতনিক সৈন্য নিজ ব্যয়ে ইংলণ্ডে উপনীত হন এবং বিংশতি সহস্র শিক্ষিত অবৈতনিক সৈন্য দুই ঘণ্টা কাল ধরিয়া বীরদর্পে বসুন্ধরা বিকম্পিত করিয়া, ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্‌সের সম্মুখ দিয়া সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে গমন করেন। এই সময় সমগ্র গ্রেট্‌ব্রিটেনে সর্ব্বশুদ্ধ ১লক্ষ ৩০ সহস্র অবৈতনিক সৈন্য সংগৃহীত হয়।

২রা জুলাই ভারতেশ্বরী ন্যাসন্যাল রাইফল এসোসিয়েসনে পরম উৎসাহে যোগ দান করিয়া আপন উন্নত মনের সবিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। মহারাণী স্বয়ং বন্দুক দ্বারা ৮০০ শত হস্ত দূরবর্ত্তী একটি লক্ষ্য ভেদ করেন। ভারতেশ্বরীর এই পরম অমায়িক ভাব দর্শনে সেই সমিতির সভ্যমণ্ডলী মাত্রেই প্রীত ও উৎসাহান্বিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা পূর্ণগর্ভা থাকায় মহারাণী এবং প্রিন্স শুভসংবাদ প্রাপ্তি আশায় বড়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন। ২৪শে জুলাই তাড়িত যোগে প্রিন্সেস্ রয়েলের একটী কন্যা সন্ততি প্রসবের সংবাদ আসায়, রাজ পারিবারিক সকলেই মহা আনন্দিত হন।

রাজ পরিবার অস্‌বোরণ হইতে ব্যাল্‌মোরেল গমন কালে পথি মধ্যে স্কট্‌ল্যাণ্ডের রাজধানী এডিন্‌বার্গের দ্বাবিংশ সহস্র অবৈতনিক সৈন্যদলের রণাভিনয় পরিদর্শন পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে ৮ই আগষ্ট ব্যালমোরালে উপনীত হন।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

কোবার্গ যাত্রা।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২২ শে সেপ্টেম্বর মাননীয়া ভারতেশ্বরী—স্বামী, রাজকুমারী এলিস্ এবং বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও মহিলা সমভিব্যাহারে বাকিংহ্যাম রাজ প্রাসাদ হইতে গ্রেভসেণ্ড যাত্রা করেন। তথা হইতে "এলবার্ট এবং ভিক্টোরিয়া" নামক বাষ্পতরী আরোহণপূর্ব্বক কোবার্গ অভিমুখে অগ্রসর হন। পর দিবস সন্ধ্যার সময় তাঁহারা এণ্টওয়ার্পে উপনীত হন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রাতঃকালে জার্ম্মাণসম্রাট—পুত্র এবং পুত্রবধু সহ ভারতেশ্বরীর সহিত মিলিত হন।

রেলপথে যাত্রা কালে ভারতেশ্বরী প্রিন্স কন্সর্টের বিমাতার সাংঘাতিক পীড়ার সংবাদ প্রাপ্ত হন। ভারতেশ্বরী প্রথমে মনে করেন যে পীড়া সহসা বৃদ্ধি হওয়ায় বোধ হয় তাড়িত যোগে এরূপ সংবাদ আসিয়াছে, যাহাই হউক ভার্ভিয়ার্সে পৌঁছিয়া ইহাপেক্ষা সন্তোষপ্রদ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; কিন্তু আশা সফল হয় নাই, তিনি ভার্ভিয়ার্সে পৌঁছিয়া নিদারুণ শ্বশ্রু-বিয়োগ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া যৎপরোনাস্তি শোকাতুরা হইয়াছিলেন। প্রিন্স কন্সর্ট বিমাতাকে গর্ভধারিণী জননীর ন্যায় স্নেহ ও ভক্তি করিতেন, সুতরাং বলাবাহুল্য যে তাঁহার শোকের অবধি ছিলনা।

২৫শে সেপ্টেম্বর রাজদম্পতী কোবার্গে উপনীত হইলেন। রেলওয়ে ষ্টেশনে ভারতেশ্বরী কোবার্গের ডিউক আর্ণেষ্ট এবং জ্যেষ্ঠ জামাতা ফেডিক উইলিয়েম কর্ত্তৃক গৃহীত হন। তাঁহারা

উভয়েই শোক বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন। প্রাসাদ দ্বার সম্মুখীন হইলে এলেকজেণ্ড্রিন (কোবার্গের ডাচেস্) এবং প্রিন্সেস্ রয়েল তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন। পরস্পরে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া সকলে উপরে গমন করেন। ক্ষণ পরেই মহারাণী প্রাণাধিক দৌহিত্রের পবিত্র মুখারবিন্দ অবলোকনে পরিতৃপ্ত হন। পর দিবস প্রাতঃকালে প্রাসাদ সম্মুখস্থ রমণীয় উদ্যানে ভ্রমণ কালে প্রাচীন চিরহিতৈষী প্রিয়মিত্র ব্যারণ্ ষ্টক্‌মারের সহিত সাক্ষাৎ হয়। রজনীতে ডিউক আরণেষ্ট, প্রিন্স কন্সর্ট, এবং জামাতা প্রিন্স ফ্রেড্রিক উইলিয়েম গোথায় গমন করেন। পর দিবস প্রত্যুষে সপ্তম ঘটিকার সময় মৃতা ডাচেসের সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হয়।

১লা অক্টোবর প্রিন্স কন্‌সর্টের একটী আকস্মিক গুরুতর বিপদ সংঘটিত হয়। তিনি চতুরশ্ব সংযোযিত অশ্বযানে মৃগয়া হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমত সময়ে পথিমধ্যে সহসা অশ্বেরা ভীত হইয়া প্রবল বেগে ধাবমান হয়। চালক কোন ক্রমেই তাহাদিগকে আয়ত্বাধীন করিতে পারে নাই। পথের এক স্থানে রেলওয়ের একটী ক্রশ লাইন ছিল, লাইনে একটী মালগাড়ী থাকায় তাহার উভয় পার্শ্বস্থ লৌহার্গল বদ্ধ ছিল। প্রিন্স দেখিলেন এই স্থানে একটী গুরুতর সংঘর্ষণ হওয়া সম্ভব, তিনি আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া যান হইতে লম্ফ প্রদান করিলেন। তাঁহার বিশেষ কোন আঘাত লাগে নাই, কেবল নাসিকা এবং জানুতে অল্পমাত্র আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু তিনি এই আহতাবস্থায় আপনার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত অশ্বচালকের সহায়তা ও সাহায্য করিতে রত হইয়াছিলেন।

ঘোরতর সংঘর্ষণে গাড়িখানি উল্টাইয়া পড়িয়া চূর্ণ হইয়া যায়, একটী ঘোড়া মৃত ও অপর গুলি তীর বেগে কোবার্গ অভিমুখে ধাববান হয়। প্রিন্সের কর্ণেল পন্‌সন্‌বী নামক জনৈক অনুচর

অশ্ব গুলিকে দেখিয়া নিশ্চয়ই কোন বিপদপাত হইয়াছে বিবেচনায় তৎক্ষণাৎ একটী গাড়ি করিয়া দুই জন উপযুক্ত চিকিৎসক সমভিব্যাহারে রঙ্গস্থলে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য যে ডাক্তারেরা তৎক্ষণাৎ প্রিন্সের শুশ্রূষায় নিরত হন, কিন্তু প্রিন্স বিনয় সহকারে তাঁহাদিগকে আত্ম শুশ্রূষা এবং চিকিৎসার পরিবর্ত্তে আঘাত প্রাপ্ত কোচমানের প্রতি মনোনিবেশ করিতে বলেন এবং কর্ণেল পন্সন্বীকে এই আকস্মিক দুর্ঘটনার কথা মহারাণীর নিকট সংবাদ দিতে আদেশ করেন।

ভারতেশ্বরী কন্যাদ্বয় সহ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, এমত সময়ে কর্ণেল পন্সন্বী তাঁহাকে এই সংবাদ দেন; ভারতেশ্বরী এতৎশ্রবণে নিতান্ত ভীত ও বিচলিত হন এবং তৎক্ষণাৎ প্রিন্সেস্ এলিস্‌কে সমভিব্যাহারে করিয়া প্রাসাদে উপনীত হন। ভারতেশ্বরী তাঁহার দৈনন্দিন গ্রন্থে বিবৃত করেন "বরাবর প্রিন্স এল্‌বার্টের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখি, তিনি লোলেনের (তাঁহার দাসের) শয্যায় ধীর ভাবে শয়িত, তাঁহার নাসা, ওষ্ঠদ্বয় এবং চিবুকে পটি সংলগ্ন। সরল বৃদ্ধ সাধু ষ্টকৃমার এবং ডাক্তার বেলি তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। তিনি (প্রিন্স এলবার্ট) প্রফুল্ল ভাবে তাঁহাদিগের নিকট এই দুর্ঘটনার আমূল বৃত্তান্ত এবং সৌভাগ্য বশতঃ দৈবানুগ্রহে কিরূপে তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন, সেই সকল বিষয় বিবৃত করিতেছেন। ডাক্তার বেলি বলেন—"প্রিন্স কোন বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হন নাই এবং তাঁহার আকৃতি কিছুমাত্র বিকৃত হইবে না।"

প্রিন্সের জীবন রক্ষা হেতু ভারতেশ্বরী কৃতজ্ঞ চিত্তে জগদীশ্বরকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিয়াছিলেন এবং মনে মনে তাঁহার অসীম দয়ার প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুভব করিয়াছিলেন।

কোবর্গ এবং তাহার উপনগরে স্বেচ্ছামত পাদচারে ভ্রমণে

প্রীত হইয়া ভারতেশ্বরী লিখেন "আমরা এখানে নগরের সর্ব্বত্র পাদচারে ভ্রমণ করিতে পারি, যদিও লোকেরা আমাদিগকে চেনে, তথাপি কেহ আমাদিগের অনুসরণ করে না, ভদ্রতার সহিত মস্তক নত করিয়া অভিবাদন করে। ইহা বড়ই প্রীতিপ্রদ, আমি আর কখন এরূপ আনন্দ উপভোগ করি নাই।" ১৬ই অক্টোবর রাজ-দম্পতী ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

একমাত্র পরম করুণা নিদান জগদীশ্বরের দয়ায় প্রিন্সের জীবন রক্ষা হওয়ায়, ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং দুর্ঘটনা হইতে উদ্ধারের স্মরণ চিহ্নস্বরূপ ভারতেশ্বরী প্রিন্সের জন্ম ভূমি কোবার্গে বিদ্যালয় স্থাপন বা কোন চিকিৎসালয়ের অঙ্গ বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করিলে, ডিউক এবং কোবর্গের ডাচেস্ তৎপরিবর্ত্তে ভারতেশ্বরীর নামে একটী দাতব্য ফাণ্ড স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন। তদনুসারে ভারতেশ্বরী দশ সহস্র মুদ্রা প্রদান করায় তাহার সুদ হইতে প্রতিবৎসর ১লা অক্টোবরে কোবার্গের নিম্ন শ্রেণীর কতিপয় সচ্চরিত্র যুবক শিল্প বিদ্যা শিক্ষার সহায়তার জন্য শিল্প যন্ত্র ও বৃত্তি, এবং যুবতীরা বিবাহের যৌতুক এবং যাহাতে তাহারা সৎপথে থাকিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহার জন্য অর্থ সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

এই সময়ে ভারতের ভাবী সম্রাট ক্যানেডা নামক স্থানে ভ্রমণ করিতে যান, তথা হইতে এমেরিকায় গমন করেন। তিনি উভয় স্থানেই যথোচিত রাজভক্তি ও আন্তরিক শ্রদ্ধা সহকারে সম্মানিত হন। প্রিন্স অভ ওয়েল্‌সের তথায় যাইবার পূর্ব্বে কত লোক কত কথাই বলিয়াছিল, তিনি যে তৎ প্রদেশে রাজসম্মান না পাইয়া বরং অপমানিত হইবেন, তাহারই কল্পনা করা হইয়াছিল। কিন্তু ফল কল্পনার বিপরীত হইল। টাইমস্ পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন "এ পর্য্যন্ত কোন রাজা অগণিত সাধারণ লোক কর্ত্তৃক

এরূপ সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হন নাই।" বস্তুতঃ মহারাণীর প্রতি তাঁহাদের ঐকান্তিক ভক্তিপ্রবাহ যে প্রিন্স অব ওয়েল্সকে সাদর সম্ভাষণ করিতে প্রবৃত্তি দান করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ কি? ফিলেডেল্ফিয়ার মহামেলা খুলিবার সময় এবং আরও কয়েকবার মহারাণীর নামোল্লেখ কালে সাধারণ লোক কিরূপ জয়োল্লাস করিয়াছিল, তাহা দেখিলেই বেশ বুঝা যায়, যে মহারাণী তাঁহাদের কতদূর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বহুবিধ সমাচার।

প্রিন্স অভ ওয়েলসের বিদেশ পরিভ্রমণে গমন কালে এডিনবার্গের ডিউকও গিয়াছিলেন। ইহাঁরা নভেম্বর মাসে স্বদেশ প্রত্যাগত হন। উভয়েরই ভ্রমণ জনিত মানসিক উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল।

রাজদম্পতী এই সময়ে উইণ্ডসর ক্যাসেলে অবস্থান করিতেছিলেন। হেসির প্রিন্স লুইসও এই সময়ে উইণ্ডসরে আগমন করেন। তাঁহার মিষ্টালাপ ও শিষ্টাচারে প্রিন্স এবং ভারতেশ্বরী উভয়েই নিতান্ত প্রীত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে প্রিন্স লুইস, ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয় কন্যা শ্রীমতী এলিসের প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হন এবং মহারাণীর নিকট প্রিন্সের জনৈক বন্ধু এই কথা প্রকাশ করেন। মহারাণী বা প্রিন্স কনসর্ট ইহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই।

এক দিন মহারাণী দেখিলেন প্রিন্স হেসি এবং প্রিন্সেস্ এলিস্ গৃহ মধ্যস্থ পাবকাধারের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া কথোপকথনে গাঢ় নিবিষ্ট। তাঁহাকে গৃহ মধ্য দিয়া যাইতে দেখিয়া যুবক যুবতী তাঁহার নিকট আসিলেন, এবং এলিস্ কহিলেন,—প্রিন্স হেসি তাঁহাকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছেন এবং আপনার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন। মহারাণী সস্নেহে প্রিন্স হেসির করমর্দ্দন এবং স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়া প্রণয়প্রার্থী যুবক যুবতীর সন্তোষ সম্বর্দ্ধন করিতে বিন্দু মাত্র কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই।

৪ঠা ডিসেম্বর ভূত পূর্ব্ব ফরাসী সম্রাজ্ঞী, প্রিন্স এবং ভারতেশ্বরীর সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ভারতেশ্বরী যখনই সেই হতভাগিনীকে দেখিতেন, তখনই তাঁহার পূর্ব্বাবস্থা তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হইত। যাঁহাকে এক দিন দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইয়াছিল, আজি তাঁহার এই অবস্থা,—ইহা স্মরণ করিতেও সরলহৃদয়া ভারতমাতার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইত।

৫ই প্রিন্স কন্সর্টের কম্প দিয়া জ্বর হইয়াছিল। রাজা লিওপল্ড প্রিন্স হেসির সহিত এলিসের বিবাহ সম্বন্ধে সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন, এবং তিনি প্রিন্স হেসির যে সকল প্রসংশার কথা শুনিয়াছিলেন তাহা ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্সকে লিখিয়াছিলেন।

প্রিন্স কন্সর্ট জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইয়া ৯ই তারিখে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হন, কিন্তু ভাগ্য ক্রমে রোগ সাংঘাতিক হয় নাই।

প্রিন্স কন্সর্ট ভারতেশ্বরীর রাজনৈতিক বিষয়ের সহায়তার দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ভারতেশ্বরী যে সমস্ত রাজনৈতিক মন্তব্য প্রাপ্ত হইতেন, তাহা পাঠান্তর প্রিন্সের টেবিলের উপর রাখিয়া দিতেন। প্রিন্স প্রাতর্ভোজের পর সে সমস্ত অভিনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়া তাহাতে স্বীয় মন্তব্য লিখিয়া দিতেন। এই সকল রাজনৈতিক কূটতর্কের মিমাংসা করিতে তাঁহার গুরুতর পরিশ্রম হইত। ইহাতে তাঁহার শারীরিক এবং মস্তিস্কের ক্লান্তি হইলেও তিনি একদিনের জন্যও স্বভাবিক প্রফুল্লতা শূন্য হন নাই। ভারতেশ্বরী লিখেন "সকল প্রকার ভোজনের সময়েই তিনি (প্রিন্স কন্সর্ট) টেবিলের শীর্ষভাগে উপবেশন করিতেন, এবং তাঁহার আবশ্যকীয় কথোপকথন, মনোরম উপাখ্যান এবং শৈশবাবস্থার

হাস্যরসোদ্দীপক অসীম গল্প দ্বারা আমাদিগকে আমোদিত করিতেন। কখন কখন বা কোবার্গের অথবা স্কট্‌ল্যাণ্ডের লোকদিগের নানা কথার স্বরভঙ্গি এরূপ দক্ষতার সহিত অনুকরণ করিতেন, যে আমরা সকলে হাসিয়া আকুল হইতাম, এবং তিনিও হৃদয়ের সহিত হাসিতেন।"

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

-o-

মাতৃবিয়োগ।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসের প্রারম্ভে ভারতেশ্বরীর জননী ডাচেস্ অব কেণ্টের বাহুতে একটী স্ফোটক হয়। রাজ দম্পতী ১২ই তারিখে ফ্রগ্‌মোরে তাঁহাকে দেখিতে যান, তখন তিনি যদিও অত্যন্ত যাতনা ভোগ করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার জীবনের কোন প্রকার আশঙ্কা লক্ষিত হয় নাই।

এক দিন সহসা ফ্রগ্‌মোর হইতে সংবাদ আসিল যে "ডাচেসের পীড়া সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কুলক্ষণ সকল দৃষ্ট হইতেছে।" ভারতেশ্বরী কাল বিলম্ব না করিয়া তৎক্ষণাৎ স্বামী এবং প্রিন্সেস্ এলিস্ সহ ফ্রগ্‌মোরে যাত্রা করিলেন। পথ কতই দীর্ঘ বলিয়া উপলব্ধি হইতে লাগিল। রাজ দম্পতি আট ঘটিকার সময় ফ্রগ্‌মোরে উপস্থিত হইলেন।

ভারতেশ্বরী দেখিলেন, তাঁহার চির আরাধ্যা জননী এক খানি শোফায় শায়িতা। কিন্তু কি দুঃখের বিষয় যে আজি তিনি আপন প্রাণাধিক দুহিতাকে চিনিতে পারিলেন না। যাঁহাকে দেখিলে তিনি কত যত্নে কত সোহাগে মৃদু হাস্য সহকারে সম্ভাষণ করিতেন, কত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেন, হায়! আজি আর তিনি সেই স্নেহাধারকে চিনিতে পারিলেন না। এ দৃশ্য দর্শনে কোমলমতী মহারাণীর হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি সরোদনে মাতার হস্ত ধারণ করিয়া তাহা ঘন ঘন চুম্বন করিতে লাগিলেন। রজনীতে ভারতেশ্বরীর আদৌ নিদ্রা হয় নাই, ঘটিকা যন্ত্রের সময় নিরূপণের

প্রত্যেক আঘাত শুনিতে পাইয়াছিলেন। প্রাতঃকালিন্ কুক্কুট ও সারমেয়ের চিৎকার শব্দ যেন তাঁহার হৃদয়ের নিভৃত কন্দরে আঘাত করিতে লাগিল। মহারাণী গাত্রোত্থান করিয়া মধ্যের কক্ষে গমন করিলেন, তাহা নিথর নিস্তব্ধ, তথায় রুগ্না বৃদ্ধা মাতার ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহ ও ঘটীকা যন্ত্রের ঠুক্ ঠুক্ শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ নাই। ডাচেসের কক্ষে যে ঘটিকা যন্ত্রটী ছিল তাহা ভারতেশ্বরীর পিতার, সুতরাং তদ্দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে মধুর পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইল, মন আকুল হইল। পিতৃ বিয়োগ যাতনা ভারতেশ্বরীকে ভোগ করিতে হয় নাই—কিন্তু তিনি আশৈশব যে স্নেহময়ী মাতার যত্নে লালিত পালিত, আজি হয়ত তাঁহার সহিত চির বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে, এই দুঃখে, এই শোকে, ভারতেশ্বরীর হৃদয় কি রূপ উদ্বেলিত হইতেছিল ও তাহা বর্ণনা করা নিতান্ত দুরুহ। বেলা আটটার সময় আরও ঘন ঘন নিশ্বাস প্রবাহ হইতে লাগিল। যখন ভীষক প্রবর সার জেমস্ ক্লার্ক—প্রিন্স এলবার্ট এবং প্রিন্সেস এলিসকে ডাকিতে গেলেন, তখন ভারতেশ্বরী বুঝিলেন যে তাঁহার মাতার শেষ সময় নিকট হইতেও নিকটতর হইয়া আসিতেছ। তিনি অশ্রুপূর্ণ লোচনে বিষাদান্বিত চিত্তে, জানু পাতিয়া মাতার হস্ত আপন হস্ত দ্বারা আবরিত করিলেন, তখনও তাহা উষ্ণ, ক্রমে নিশ্বাস বন্ধ হইল, চক্ষুদ্বয় পূর্ব্বে হইতেই নিমিলিত হইয়াছিল। গৃহ প্রাচীরস্থ ঘটিকা যন্ত্র সেই সময়ে সাড়ে নয় ঘটিকা নিরূপিত করিল। ডাচেস্ অব কেণ্ট জন্মের মত স্নেহময়ী কন্যাকে পরিহার করিয়া অনন্তধামে যাত্রা করিলেন। মহারাণী সরোদনে মাতার হস্ত চুম্বন করিতে লাগিলেন, তখন প্রিন্স কনসর্ট মাতৃ-বিয়োগ বিধূরা ভারতেশ্বরীকে গৃহান্তরে লইয়া গেলেন, এবং অশ্রু বিগলিত নেত্রে তাঁহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। ভারতেশ্বরী জিজ্ঞাসিলেন "সকলি কি শেষ হইয়াছে।"

প্রিন্স বিষাদিত চিত্তে উত্তর দিলেন "হাঁ।" হায়! কালের অখণ্ড নিয়মের আমূল পরিবর্ত্তনে আজি ভারতেশ্বরী মাতৃহীনা হইলেন। একচত্তারিংশ বৎসর যাঁহার সহবাস সুখে সুখী হইয়া আপনাকে ভাগ্যবতী বিবেচনা করিতেন, আজি সেই পবিত্রহৃদয়া স্নেহময়ী জননী রত্ন হইতে ইহ জন্মের মত বঞ্চিত হইলেন। সেই মধুমাখা কথা, স্নেহপূর্ণ উপদেশ, অসীম যত্ন, স্বপ্নে পরিণত হইল। হায়রে সংসার কি স্বপ্নময়ী? সাংসারিক লীলামাত্রই কি ছায়াবাজি? এ নশ্বর জগতে সকলি যায়, কিন্তু স্মৃতির লোপ হয় না কেন? সে নিদারুণ বৃশ্চিক দংশন হইতে মানব অব্যাহতি পায় না কেন? মহারাণীর ইহাই সাংসারিক প্রথম শোক, কিন্তু ইহা বড়ই নিদারুণ।

পর দিবস প্রত্যুষে প্রিন্স অব ওয়েলস এবং প্রিন্‌সেস্ হেলেনা আসিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া ভারতেশ্বরীর শোকানল আবার জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহাদিগকে লইয়া তিনি আবার মাতার মৃত দেহ দেখাইতে গেলেন। আহা! তাহা যেন একটী প্রস্তরময়ী পবিত্র মূর্ত্তি! রাজপ্রাসাদের বা রাজপরিচিত লোক মধ্যে এমন একটী প্রাণীও ছিলেন না, যিনি মৃতা ডাচেসের জন্য শোক প্রাপ্ত হন নাই। মৃতা ডাচেস্ অব কেণ্ট,—তাঁহার যাবদীয় সম্পত্তি ভারতেশ্বরীকে উইল করিয়া দিয়া যান।

প্রিন্‌সেস রয়েল বার্লিনে এই শোক সংবাদ তাড়িত সাহায্যে প্রাপ্ত হইবা মাত্র তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডে আসেন। ভারতেশ্বরীর সকল সন্তান সন্ততীই তাঁহাদের বৃদ্ধা স্নেহময়ী মাতামহীতে নিতান্ত অনুরক্ত ছিলেন।

মহাসভা অতি সত্বরে মহারাণীকে সহানুভূতি জ্ঞাপক অভিনন্দনপত্র প্রদান করেন। লর্ড গ্র্যান্‌ভিল, লর্ড পামারষ্টন, লর্ড ডিস্‌রেলি প্রভৃতি মহোদয়গণ ডচেস্ অব কেণ্টের দ্বারা যে ইংরাজ

রাজ্যের কি অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর ও বিশদরূপে বিবৃত. করেন, এবং আরও বলেন, যে সেই মৃত মাননীয়ার নাম চিরকালের জন্য ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিবে।

ভারতেশ্বরী তাঁহার ভগ্নীকে (ভারতেশ্বরীর মাতার প্রথম পক্ষের স্বামীর ঔরস জাতা কন্যা) পত্র লিখিবার সময় লেখেন "তাঁহাকে (মাতাকে) ইহ জন্মের মত হারাইয়াছি বটে, কিন্তু জন্মান্তরে আবার তাঁহার সহিত মিলিত হইব,—সে মিলনে আর বিচ্ছেদ নাই।"

এই বৎসর ভারতেশ্বরী তাঁহার জন্ম দিনে অত্যন্ত বিষাদান্বিত হইয়াছিলেন। মাতার পবিত্রছবি অবিরত তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিয়াছিল। প্রিন্‌স কনসর্টও ডাচেসের মৃত্যুতে অতিশয় শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হইবারই কথা, বস্তুতঃ মৃতা ডাচেস্ প্রিন্সকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, স্নেহ করিতেন। কিন্তু প্রিন্স আপনি শোক হৃদয়ে গোপন ভাবে পোষণ করিয়া মহারাণীর শোকাপনোদনে সতত যত্নবান থাকিতেন। মাতৃ বিয়োগ বিধুরা ভারতেশ্বরী রাজকার্য্য হইতে কিছু দিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিলে প্রিন্স কন্সর্ট স্বকার্য্য ব্যতীত বিশেষ দক্ষতা ও সহিষ্ণুতার সহিত সে সকল কার্য্যও সম্পাদন করিতেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

শেষকার্য্য।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন লণ্ডনের রাজকীয় কৃষি উদ্যান প্রতিষ্ঠিত হয়। এই উদ্যান প্রতিষ্ঠা কার্য্যে প্রিন্স প্রথম হইতেই যত্ন উদ্যম এবং পরিশ্রম করেন। হায়! তখন কে জানিত যে ইহাই প্রিন্সের লণ্ডনে সাধারণ অনুষ্ঠানে শেষ যোগদান! তখন কে জানিত যে মাতৃবিয়োগ বিধুরা ভারতেশ্বরী আবার অচিরে নিদারুণ প্রাণহারী হৃদয়বিদারী শোক পাইবেন, তাঁহার ইহ জীবনের সার ও সর্ব্বস্বধন হারাইবেন?

এই দিন প্রাতঃকালে প্রিন্স—ভারতেশ্বরী এবং বেলজিয়ম রাজ লিওপণ্ডের সহিত গুপ্ত ভাবে উদ্যানের পুষ্প প্রদর্শনী পরিদর্শন করিতে গমন করেন। ভারতেশ্বরী তৎকালে শোকাতুরা থাকায় প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠার সময় উপস্থিত হইতে সমর্থ হন নাই। অপরাহ্নে এই উদ্যান সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়ে প্রিন্স কন্সর্ট,—প্রিন্স অব ওয়েলস, প্রিন্স আর্থার, প্রিন্সেস্ এলিস, প্রিন্সেস্ হেলেনা, প্রিন্সেস্ লুইস এবং কেম্ব্রিজের প্রিন্সেস্ মেরির সহিত তথায় উপস্থিত হন। উদ্যান মধ্যে বহু সংখ্যক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাগম হইয়াছিল এবং প্রতিষ্ঠা কার্য্যও সুন্দর রূপে সম্পন্ন হয়। প্রিন্স সেই দিন ব্যারণ ষ্টক্‌মারকে যে পত্র লেখেন তাহার এক স্থানে বিবৃত করেন "রাজ্ঞী এখনও নিতান্ত বিষণ্ণা, এবং আমিও নিতান্ত ক্লান্ত।"

২২শে আগষ্ট ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্স,—কুমারী এলিস্, কুমারী হেলেনা, কুমার আলফ্রেড এবং অল্প অনুচরসহ আয়ার্ল্যাণ্ড অভি-

মুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অক্সফোর্ড, কিংসটাউন দর্শনের পর রাজধানী ডব্‌লিনে উপস্থিত হন। ২৫শে আগষ্ট পর্য্যন্ত নানা-স্থান এবং করাঘের শিবির দর্শন করেন। প্রিন্স চিত্রশালা ও কারাগার প্রভৃতি নানা স্থান পর্য্যবেক্ষণে নিযুক্ত হন; এবং ভারতেশ্বরী কন্যাদ্বয় সহ কিলমেনহ্যাম চিকিৎসালয় পরিদর্শন করিতে গমন করেন। পরদিন ২৬এ আগষ্ট প্রিন্স কনসর্টের জন্মাহ। ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ মাতুল বেলজিয়মরাজকে লিখেন,—"দিবসাবলীর মধ্যে ইহাই প্রিয়তম, এবং এই দিনই আমার হৃদয় প্রেম, কৃতজ্ঞতা এবং আবেগপূর্ণ হয়। জগদীশ্বর আমার চিরপ্রিয়-তম এবং মনুষ্যজাতির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র এবং উৎকৃষ্ট এল্‌বার্টকে আশীর্ব্বাদ ও রক্ষা করুন।" ভারতেশ্বরী এই দিন নিজ দৈনন্দিন গ্রন্থে লিখেন,—"হায়! কতই বিভিন্নতা;—কোন উৎসব নাই,—আমরা ভ্রমণে বহির্গত, আমাদিগের অনেক সন্ততি হইতে বিচ্ছিন্ন—এবং আমার আত্মা অসুখী। কিন্তু আমি স্নেহের সহিত—আগ্রহের সহিত তাঁহার (প্রিন্সের) মঙ্গল কামনা করি। প্রিয়-তমা মাতা! তিনি কতই তাঁহাকে (প্রিন্‌সকে) ভালবাসিতেন, প্রশংসা করিতেন!" যদিও রাজপরিবার ভ্রমণে বহির্গত, প্রাসাদ হইতে দূরে অবস্থিত, কিন্তু তথাপি জন্মাহ উপলক্ষে উপহারদান নিয়ম ভঙ্গ হয় নাই। প্রিন্স—স্ত্রী, পুত্র, ও কন্যাদিগের নিকট হইতে উপহার দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ প্রীত হন। কিন্তু হায়! এই নশ্বর জগতে ইহাই তাঁহার শেষ জন্মাহোৎসব! কিলার্নি প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণের পর রাজপরিবার ৩০শে আগষ্ট ব্যালমোরালে উপনীত হন।

২২শে অক্টোবর, রাজপরিবার ব্যালমোরাল পরিত্যাগ করিয়া রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হন, ২৩শে অপরাহ্ণে ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্‌স উইণ্ডসরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছু দিন পর্য্যন্ত প্রিন্‌স

কন্‌সর্ট সুস্থদেহে নানাকার্য্যে লিপ্ত হন। এই সময়ে তিনি বাকিংহাম প্রাসাদের ভজনাগার নির্ম্মাণ এবং প্রিন্‌স অব ওয়েলসের বাস জন্য "মারল্‌বার্গ হউস" নামক আবাস সুসজ্জিত করিবার নিমিত্ত ক্রমান্বয়ে লণ্ডনে গমনাগমন করেন। ৪ঠা নবেম্বরে ওয়েলিংটন কলেজ বাটী নির্ম্মাণ পর্য্যবেক্ষণ করেন। ৭ই তারিখে রাজকীয় কৃষিসমাজের মাসিক অধিবেশনে উপস্থিত হইয়া সভাপতিত্ব এবং বক্তৃতা করেন। পরে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রস্তাবিত মহাপ্রদর্শনীর জন্য নির্ম্মিত আবাস পর্য্যবেক্ষণ এবং রাজকীয় কৃষি-উদ্যানের কার্য্য প্রণালীর তত্ত্বাবধান করেন। এই সময়ে পোর্ত্তুগালের অতি অল্পবয়স্ক রাজার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া ভারতেশ্বরী এবং প্রিন্‌স অত্যন্ত দুঃখিত হন। বিশেষতঃ প্রিন্‌স কনসর্ট পোর্ত্তুগালের রাজাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, সুতরাং তাঁহার বিয়োগে নিতান্ত কাতর এবং এই মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি অবধি তাঁহার অন্তর মধ্যে এক ভীতিপ্রদ ভাবের উদয় হয়। সেই চিন্তা দিবারজনী তাঁহার মনোমধ্যে জাগরূক থাকায়, সেই সূত্রে তাঁহার ঔদরিক পীড়া সমধিক পরিমাণে বৃদ্ধি, এবং তৎসহ রজনীতে বিরামদায়িনী নিদ্রা তাঁহাকে ঐই সময় হইতে পরিহার করে। ২৪শে নবেম্বরে প্রিন্‌স নিজ মন্তব্য পুস্তকে লিখেন যে, গত একপক্ষ কাল তিনি রজনীতে আদৌ নিদ্রা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হন নাই। প্রিন্‌সকে এই সময়ে ক্রমিক ক্লান্ত, এবং দুর্ব্বলদেহ দর্শন করিয়া ভারতেশ্বরী ভীতা হন এবং প্রিন্‌সের খাস মন্ত্রী সার চার্লস ফিফ্‌সকে লিখেন যে, "প্রিন্স এই বর্ষে যেরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন, নানা কার্য্যে লিপ্ত হইতেছেন, পূর্ব্বে কখনও এরূপ করেন নাই, ইহাতে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, অতএব যাহাতে প্রিন্স ক্লান্ত না হন; স্বাস্থ্যভঙ্গ না হয়, এমত উপায় করা কর্ত্তব্য।"

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রোগের সূত্র।

প্রিন্স এলবার্ট এই সময়ে যেন নিজ মৃত্যু সন্নিকটবর্ত্তী বলিয়া কল্পনা করেন। নিজ জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা বা বীতরাগ জন্য তাঁহার হৃদয়ে এ কল্পনার উদয় হয় নাই, কারণ তিনি আনন্দের সহিত সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন; তাঁহার জীবন স্বর্গীয় অমিয়তায় পূর্ণ ছিল। তাঁহার মৃত্যুবাসনা ছিলনা, অথচ প্রাণের জন্য সাধারণ সংসারীর ন্যায় ভীতও ছিলেন না। মৃত্যু একটা ভয়ঙ্কর ঘটনা বলিয়া ভাবিতেন না, তিনি বলিতেন, মৃত্যু পর-লোকের যবনিকা স্বরূপ।

এই সময়ে প্রিন্স কন্সর্টের শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া উঠে, এবং তিনি অচিরে রোগাক্রান্ত হন। ২২এ নভেম্বর ভয়ানক জল বৃষ্টির দিনে সাণ্ডহার্ষ্ট নামক স্থানে সামরিক ষ্টাফ কলেজ এবং রাজকীয় সামরিক বিদ্যালয়গৃহের নির্ম্মাণ কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে গমন করেন, সেই তাঁহার জ্বরের সুত্র-পাত। ক্লান্তি এবং শীতল বায়ু সেবন সূত্রেই যে তাঁহার দেহে প্রাণসংহারক পীড়ার বীজ রোপিত হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

১০ই নভেম্বর (১৮৬১ খৃষ্টাব্দে) নিদ্রাদেবী তাহাকে পরিহার করেন, সেই ভাবই ক্রমাগত পরিলক্ষিত হয়। ২৩শে নভেম্বর ভারতেশ্বরী লিখেন;—"অনিদ্রা হেতু তিনি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং ক্লান্ত।" সেই দিনই প্রিন্স এলবার্ট, প্রিন্স আর্ণেষ্ট লিলিঙ্গেনের সহিত কয়েক ঘটিকার জন্য পক্ষী শিকারে গমন করেন। ইহাই

তাহার শেষ শিকার। ২৪শে নভেম্বর প্রিন্স, ভারতেশ্বরী, রাজ-সন্ততিবর্গ এবং প্রিন্স ও প্রিন্সেস্ অব লিলিঙ্গেনের সহিত পাদচারে ভ্রমণ করিতে করিতে ফ্রগমোরে মৃতা ডচেস্ অব কেণ্টের সমাধি-মন্দিরে গমন করেন। প্রিন্সের দৈনন্দিন গ্রন্থে এই দিন কেবল এই মাত্র বিবৃত থাকে যে,—"আমি বাতবেদনায় আক্রান্ত, এবং সম্পূর্ণ অসুখানুভব করিতেছি। গত একপক্ষ কাল চক্ষু মুদ্রিত করিতে পারি নাই।"

২৮শে নভেম্বর ট্রেণ্ট নামক এক খানি ব্রিটিষ বাষ্পতরীর প্রতি এমেরিকানদিগের নিতান্ত অন্যায় অত্যাচার সম্বন্ধে একটী সংবাদ আইসে। এমেরিকান জাহাজ বলপূর্ব্বক ট্রেণ্টের কয়েক জন আরোহীকে বন্দী করিয়াও লইয়া যায়। এ সংবাদে সমস্ত ইংরাজ-জাতি—এমন কি মন্ত্রি সমাজ পর্য্যন্ত এরূপ ক্রুদ্ধ এবং উত্তেজিত হইয়া উঠেন যে, এক ঘটিকার মধ্যেই উভয় জাতির সহিত সম্পূর্ণ মনান্তর এবং সমরোপস্থিত হইবার বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। লর্ড পামারষ্টন এমেরিকান গবর্ণমেণ্টের এই ব্যবহারে এরূপ উত্তেজিত হন যে, সমর অনিবার্য্য স্থির করেন এবং ক্যানেডায় অষ্টাদশ সহস্র সৈন্যও প্রেরণ করেন। পরদিন ৩০শে নভেম্বর মন্ত্রিসমাজের এক গুপ্ত অধিবেশনে এমেরিকাস্থ ব্রিটিষ দূতের নিকট কিরূপ রাজনৈতিক পত্রাদি প্রেরিত হইবে, তাহা ধার্য্য হয়, এবং লর্ড জন্ রসেল তৎসমস্ত ভারতেশ্বরীর দৃষ্টির জন্য সেই অপরাহ্ণে প্রেরণ করেন। প্রিন্স এই সময়ে নিতান্ত অসুস্থ, পীড়িত এবং রজনী অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলেও পরদিন ঠিক্ নিয়মিত সময়ে সপ্তম ঘটিকার সময় গাত্রোত্থান করিয়া, তৎসমস্ত রাজনৈতিক মন্তব্য এবং পত্রাদি পাঠপূর্ব্বক বিশেষ চিন্তার পর মন্ত্রিসমাজ যে মন্তব্য লিখেন, তাহা নিতান্ত উগ্রভাষাপূর্ণ বলিয়া তৎপ্রেরণ করিতে সম্মত না হইয়া, স্বয়ং উক্ত মন্তব্য লিখিয়া দেন। এই দিন ভারতেশ্বরী লিখেন,—'তিনি

(প্রিন্স) প্রাতর্ভোজন করিতে সমর্থ হন না, এবং অত্যন্ত অবসন্ন দৃষ্ট হন।' প্রিন্স যৎকালে স্বহস্তলিখিত উক্ত মন্তব্য ভারতেশ্বরীর নিকট অর্পণ করেন, তখন বলেন যে, লিখিবার সময় তিনি অতি কষ্টে লেখনী ধারণে সমর্থ হন। বাস্তবিক তিনি যে পাণ্ডুলিপি করিয়া দেন, তাহাতে কম্পিত হস্তাক্ষর দৃষ্ট হয়। মন্ত্রিসমাজ প্রিন্স কর্তৃক লিখিত, রাজনীতিজ্ঞতা পরিপূর্ণ, উক্ত মন্তব্য পাঠ করিয়া বিশেষ হৃষ্ট হন, এবং তাঁহার উপদেশমত কার্য্য করায়, এমেরিকান গবর্ণমেণ্ট, সেই মন্তব্য পাঠ পূর্ব্বক—বিনাসমরে বশ্যতা, ভ্রমস্বীকার, ক্ষমাপ্রার্থনা, ধৃতব্যক্তিদিগকে মুক্তিদান এবং ক্ষতিপূরণ করিয়া দেন। একমাত্র নীতিকুশলী প্রাজ্ঞ প্রিন্স কন্সর্টের দ্বারাই যে, উভয় জাতি মধ্যে বৃথা রক্তপাত, এবং মনোবিবাদ নিবারিত অথচ ইংলণ্ডের গৌরব রক্ষিত হয়, তাহা বলা বাহুল্য। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারিতে এমেরিকান গবর্ণমেণ্ট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, ভারতেশ্বরী লর্ড পামারষ্টনকে লিখেন যে, "এক মাত্র প্রিন্সের নীতিজ্ঞতায় এই শুভময় ফল প্রসূত হইল।" প্রিন্স কনসর্টের ইহাই শেষ রাজনৈতিক মন্তব্য লিখন।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের শেষাংশে প্রিন্স কন্সর্টের স্বাস্থ্য একেবারেই ভগ্ন হয়, কিন্তু তিনি পীড়িতাবস্থাতেও সাধারণ-হিতকর কোন কার্য্যেই যোগ দান করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। ২৩এ নভেম্বরে ইটন্ কলেজের ছাত্রমণ্ডলী অবৈতনিক সৈন্যদলরূপে শ্রেণিবদ্ধভাবে প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে ভারতেশ্বরীর সম্মুখ দিয়া গমন কালে প্রিন্স কনসর্ট অসুস্থদেহেও ভারতেশ্বরীর নিকট ২০ মিনিট কাল দণ্ডায়মান থাকিয়া, শিক্ষিত ছাত্র-সৈন্যদলের উৎসাহবর্দ্ধন করেন। শেষে সেই অবৈতনিক সৈন্যশ্রেণী প্রাসাদসংলগ্ন এক ভূখণ্ডে ভোজে উপবিষ্ট হইলে, প্রিন্স ভারতেশ্বরীর সহিত উষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গাচ্ছাদিত করিয়া, ভোক্তা-

গণের চতুষ্পার্শ্বে ধীরপদবিক্ষেপে ভ্রমণ করেন। প্রিন্স ভোজ স্থানে আগমন করিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার পৃষ্ঠে যেন শীতল বারি বর্ষিত হইতেছে। পর দিন রবিবারে পূর্ব্ব-মত অসুস্থদেহে তিনি স্বপরিবারে ভজনাগারে গমন করিতেও ত্রুটি করেন নাই। রজনী সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকার সময় ভারতেশ্বরী প্রিন্সের কক্ষে গমন করিলে তিনি তাঁহার নিকট ব্যক্ত করেন, শীতের সহিত কম্প উপস্থিত, এবং আদৌ নিদ্রা যাইতে সমর্থ হইতেছেন না। পর দিন ডাক্তার জেনার আগমন পুর্ব্বক প্রিন্সকে অত্যন্ত অসুস্থ এবং বিষণ্ণ দর্শন করেন, এবং তাঁহাকে সম্ভবতঃ অন্তঃক্ষয়কারক জ্বরাক্রান্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ভারতেশ্বরী এতৎ শ্রবণে অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতা এবং বিষণ্ণা হন।

এই দিন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টন এবং বৈদেশিক মন্ত্রী ডিউক অব নিউক্যাসেল প্রাসাদে আসিয়া, প্রিন্সের পীড়ার লক্ষণ দর্শনে অত্যন্ত চিন্তিত হয়েন। লর্ড পামারষ্টন অপর এক জন চিকিৎসককে আহ্বান করিবার পরামর্শ দেন, কিন্তু চিকিৎসক সার জেমস ক্লার্ক ভরসা দান করায় এ প্রস্তাব স্থগিত থাকে; কিন্তু আহারে সম্পূর্ণ অরুচি প্রভৃতি পীড়ার লক্ষণ ক্রমেই বর্দ্ধিত হয়। ভারতেশ্বরী লিখেন,—"যাঁহাকে আমি সর্ব্বস্ব জ্ঞান করি, তাঁহার সচঞ্চল অবস্থা, এবং বিমর্ষবদন দর্শনে আমার উৎকণ্ঠা সমধিক বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং আমি আত্মহারা হইয়াছি। সার জেমস আগমন পূর্ব্বক কিছুমাত্র উৎকর্ষ না দেখিয়া দুঃখিত হন, কিন্তু নিরাশ হন নাই। প্রিন্স এলবার্ট গ্রন্থপাঠ শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু কোন গ্রন্থই তাঁহার ভাল লাগে নাই। লিভারের 'ডড্‌স্ ফ্যামিলী" শেষ পাঠ করা হয়, কিন্তু তাহাও তাঁহার মনো-মত হয় নাই। আমরা আগামী কল্য সার ওয়াল্টার স্কটের কোন গ্রন্থ পাঠ করিবার মনন করিয়াছি।"

৪ঠা ডিসেম্বর মহারাণী প্রিন্সের মলিন বিষণ্ণ মুখচ্ছবি দর্শনে নিতান্ত ভীতা হন। চিকিৎসক সার জেমস্ আসিয়া বলেন যে, "আমরা যে জ্বরকে অত্যন্ত ভয় করি, সে জ্বর আসিবে না।" ভারতেশ্বরী এই দিন পুনরায় লিখেন, "প্রিন্স অত্যন্ত বিচলিত, আকৃতি বিকৃত,—আমি আশা, ভয় এবং শোকের সহিত উৎকণ্ঠিতা হই।" রজনীতে ডাক্তার জেনার প্রাসাদে উপস্থিত থাকেন। এই দিবস কলিকাতা হইতে লেডি কেনিংএর মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তে রাজ দম্পতী নিতান্ত দুঃখিত হন। পরদিন (৫ই ডিসেম্বর) বেলা অষ্টম ঘটিকার সময় ভারতেশ্বরী প্রিন্সের কক্ষে গমনের পর লিখেন, "তিনি (প্রিন্স) আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাস্যও করেন নাই, এবং ভাল করিয়া চাহিয়াও দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার শোচনীয় কষ্টের জন্য অনুযোগ করেন। এবং বলেন যে আর কত কাল তাঁহাকে এ যাতনা ভোগ করিতে হইবে।" বৈকালে ডাক্তারেরা বলেন যে তিনি একটু ভাল আছেন। ভারতেশ্বরী লিখেন "আমার প্রাণেশ্বর পূর্ব্বমত স্নেহ পূর্ণ এবং তিনি প্রেম ভরে রাজকুমারী বিয়েট্রিসের মুখ চুম্বন করেন। আমি বিয়েট্রিস্কে একটী ফরাসী কবিতা আবৃত্তি করিতে বলি, প্রিন্সকে তৎশ্রবণে প্রাণ ভরিয়া হাসিতে দেখিয়া আমি আবার তাহা আবৃত্তি করিতে বলি, কিন্তু তিনি তন্দ্রাভিভূত হইলে আমি আর তাঁহার বিশ্রামের বিঘ্ন না করিয়া চলিয়া আসি।"

তৎপর দিন ভারতেশ্বরী লিখেন, "তিনি ভাল নাই, এবং কিছু মাত্র আরোগ্য হইতেছেন না বলিয়া অনুযোগ করেন, তিনি পরে বলেন,—যখন তিনি জাগ্রতাবস্থায় তথায় শয়িত ছিলেন, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষীর রব শ্রবণ করেন এবং শৈশবে রোজিনাতে যে রূপ শুনিতেন ইহা ঠিক সেইরূপ। এতৎ শ্রবণে আমি একবারে স্তম্ভিতা হই। এবং আমার বোধ হইল যেন হৃদয়বিদীর্ণ হইতেছে। এই

সময়ে প্রিন্সের পীড়া প্রকৃতরূপে নির্ণীত হয়। চিকিৎসকগণ পীড়াকে অন্তঃক্ষয়কারক জ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। চিকিৎসকগণ ব্যক্ত করেন, জ্বরের গতি নিয়মমত অবশ্যই এক মাস থাকিবে। ভারতেশ্বরী লিখেন,—"আমার দীর্ঘ কালের অবলম্বন, আশ্রয় স্বরূপ, সর্ব্বস্বকে হারাইব, ইহা কি শোচনীয় পরীক্ষা! ইহা স্মরণ করিতেও যেন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে উদ্যত হয়, কিন্তু কত লোকের জ্বর হইতেছে ভাবিয়া, আমি আপনাকে শান্ত করি।" প্রিন্সেস্ এলিস্ এসময়ে তাঁহাকে অনেক সাহস দিয়াছিলেন এবং সান্তনা বাক্যে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন। প্রিন্সের পীড়ার লক্ষণ ৭ই ডিসেম্বরে পরিবর্ত্তিত এবং উপসর্গ বৃদ্ধি দর্শনে চিকিৎসকগণ অত্যন্ত ভীত হন। ভারতেশ্বরী স্বমন্তব্য গ্রন্থে বিবৃত করেন "আমার ভাবী বিপদচিন্তা-কালে নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল অশ্রু ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে। রজনীতে ডাক্তার জেনার এবং পরিচারক লোলেন, প্রিন্সের শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকেন।"

আপনার লোকের কাছে রোগীর মানসিক বিকলতা ও ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে বলিয়া ভারতেশ্বরী অনন্যোপায় হইয়া স্বামী শুশ্রূষায় বিরতা হন। যদিও ডাক্তার জেনার ও পরিচারক লোলেন প্রিন্সের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, তথাপি পরের হস্তে নিদারুণ পীড়াক্রান্ত জীবন সর্ব্বস্বকে সমর্পণ করিতে তাঁহার হৃদয় আকুল হইয়াছিল। তিনি সাশ্রুলোচনে প্রিয়তমের কর ও কপোল চুম্বন করিয়া গৃহান্তরে গমন করেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—০——

রোগের বৃদ্ধি।

পরদিন ৮ই ডিসেম্বর প্রিন্সকে পার্শ্বস্থ বৃহৎ কক্ষে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতেশ্বরী বলেন—প্রিন্স কক্ষটীর রমণীয়তার প্রশংসা করেন এবং আরও বলেন তিনি দূর হইতে রমণীয় বাদ্য শুনিতে ইচ্ছা করেন।" পীড়িতাবস্থায় বাদ্য শুনিবার এই তাঁহার প্রথম ইচ্ছা। পার্শ্বস্থ গৃহে তৎক্ষণাৎ একটী পিয়ানো নীত হয়, প্রিন্সেস্ এলিস্ দুইটী গত বাজান। তিনি শূন্যপথে প্রফুল্লদৃষ্টিতে সজলনয়নে ক্ষণেক তাহা শ্রবণ করিয়া বলেন, "ইহাই যথেষ্ট।" এই দিন (রবিবার) রেভারেও কিংসলি প্রাসাদে উপাসনা করেন, কিন্তু ভারতেশ্বরী এই সময়ে এরূপ উৎকণ্ঠিতা ও বিচলিতা হন, যে, তিনি লিখেন,—"আমি কিছুই শুনিতে পাই নাই।" এইদিন অপরাহ্নে প্রিন্স কিঞ্চিৎ সুস্থ থাকেন। ভারতেশ্বরী লিখেন, "তিনি আমাকে দেখিয়া কতই আনন্দিত হন, ঈষৎ হাস্য সহকারে আমার মুখমণ্ডলে করার্পণ করিয়া আমাকে প্রেমভরে সম্ভাষণ করেন।" এই সময়ে প্রিন্স এলবার্টের পীড়া এরূপ ভীতিপ্রদ মূর্ত্তি ধারণ করে যে, সাধারণের নিকট ইহা অপ্রকাশিত রাখা কর্ত্তব্য বিবেচিত হয় না। সমগ্র সংবাদ পত্র—গ্রেট ব্রিটেনের প্রত্যেক শ্রেণির প্রত্যেক প্রজা এই পরিতাপপ্রদ সংবাদ প্রাপ্ত মাত্র কিরূপ উৎকণ্ঠিত, চিন্তিত, এবং বিমর্ষ হয়েন, তাহা পাঠকগণ সহজেই অনুমান করিতে সমর্থ। ৯ই তারিখে প্রিন্স ভারতেশ্বরীকে অতি সদয় ভাবে "প্রিয়তমে পত্নী" বলিয়া সম্বোধন করেন, এবং তাঁহার কর ধারণ করিয়া থাকিতে বলেন।

১০ই ডিসেম্বর প্রিন্স অনেকটা সুস্থ ছিলেন এবং তাঁহাকে চক্রযুক্ত আসনে উপবেশন করাইয়া কক্ষান্তরে লইয়া যাওয়া হয়। ভারতেশ্বরী লিখেন, দ্বার দিয়া গমনকালে তিন বৎসর পূর্ব্বে আমাকে মাডোনার (খ্রীষ্টের জননী মেরী) যে রমণীয় চিত্র প্রদান করেন, তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে বলেন। রজনীতে ভারতেশ্বরী লিখেন,—"প্রিন্স এলবার্ট তখন পর্য্যন্ত অস্থির, কিন্তু অন্য সমস্ত লক্ষণই সন্তোষপ্রদ। আমি রজনীতে যখন বিদায় গ্রহণ করি, তখন তিনি আমার মুখ মণ্ডলে হস্তার্পণ করিয়া অতীব দয়া এবং স্নেহভাব প্রকাশ করেন এবং আমি তাঁহাকে চুম্বন করি।" তৎপর দিন প্রাতঃকালে লিখেন "আর এক রজনী উত্তমরূপে অতিবাহিত ; তজ্জন্য আমি জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করি।" ৮টার সময় আমি গমন করিয়া দেখি, এলবার্ট উপবিষ্ট হইয়া বিফ-টী পান করিতেছেন। আমি তাঁহাকে ধারণ করি এবং তিনি তাঁহার মস্তক (তাঁহার রমণীয় মুখমণ্ডল—অতীব রমণীয়—হায় তাহা কতই শীর্ণ হইয়াছে) আমার স্কন্ধোপরি রক্ষা করেন, এবং কিয়ৎক্ষণ সেই ভাবে থাকিয়া বলেন, 'প্রিয়তমে। ইহা অতীব সাচ্ছন্দ্য জনক!' ইহাতে আমি সুখিনী হই। মাডোনার চিত্রপট দর্শন সম্বন্ধে প্রিন্স প্রকাশ করেন, "ইহা দেখিয়াই আমি অর্দ্ধেক দিবস অতিবাহিত করি।" এই দিন চিকিৎসকগণ প্রিন্সের পীড়ার কুলক্ষণ—মধ্যে মধ্যে চিত্তবিকৃতি এবং নানা উপসর্গ দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া, প্রজাসাধারণের অভিলাষমত তিনি যে সময়ে যেমন থাকেন, তাহা সাধারণের জ্ঞাতার্থ প্রকাশ করিতে থাকেন, কিন্তু আসন্নবিপদ সম্ভাবনার কোন ভাব জ্ঞাপন করেন নাই। এই দিন ভারতেশ্বরী নিতান্ত ভীতা এবং উৎকণ্ঠিতা হইয়া নিজ স্বামী সদনে অবিশ্রান্ত উপবেশন পূর্ব্বক শুশ্রূষা করিতে থাকেন, কেবল মাত্র বিশেষ রাজ কার্য্যানুরোধে কক্ষান্তরে মুহূর্ত্তের জন্য গমন করিয়াছিলেন।

১২ই ডিসেম্বর জ্বর ভয়ানকরূপে বৃদ্ধি, চঞ্চলতা এবং মধ্যে মধ্যে চিত্ত বিভ্রম হইতে থাকে।

পরদিন ১৩ই ডিসেম্বর প্রিন্সের শ্বাস শোচনীয় রূপে পরিবর্ত্তিত এবং সমস্ত লক্ষণই ভীতিপ্রদ মূর্ত্তিধারণ করিলে, ডাক্তার জেনার ভারতেশ্বরীর নিকট আসন্ন বিপদ সংগোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে জ্ঞান করিয়া, তাহা বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজপরিবারের সকলকে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করেন। রজনীতে প্রিন্সের শোচনীয় চাঞ্চল্য এবং কষ্টদর্শনে ভারতেশ্বরী মহা শোকাভিভূতা হইয়া নিতান্তই উৎকণ্ঠিতা হন। রজনীতে প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে প্রিন্সের অবস্থা জ্ঞাপন করা হয়।

১৪ই ডিসেম্বর, শনিবার, (১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ) প্রাতঃকালে ভারতেশ্বরী লিখেন,—"নিয়ম মত আমি সপ্তম ঘটিকার সময় গমন করি। প্রাতঃকাল অতি রমণীয়, প্রভাকর উজ্বল কিরণে সমুদিত হইতেছিলেন। কক্ষ মধ্যে নিশাশুশ্রূষার শোচনীয় দৃশ্য—বর্ত্তিকাগুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত দগ্ধীভূত, চিকিৎসকগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত। আমি অভ্যন্তরে প্রবেশ করি, এবং আমার প্রিয়তমের মূর্ত্তি যেরূপ রমণীয় দেখি, তাহা কখনই বিস্মৃত হইবার নহে, তিনি শয্যায় শায়িত, নব-রবিকিরণে মুখমণ্ডল আলোকিত, তাঁহার নেত্রদ্বয় অস্বাভাবিক উজ্বল, যেন কোন অদৃশ্য পদার্থের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপে রত, এবং আমার প্রতি দৃষ্টিদানে বিরত।"

জ্যেষ্ঠ রাজকুমার প্রিন্স অব ওয়েলস্ এই সময়ে মাডিলিং নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্নে চিকিৎসকগণ নিতান্ত ভীত হইয়া মাডিলিং নামক স্থানে তারযোগে প্রিন্স অব ওয়েলসকে সংবাদ প্রদান করিতে বাধ্য হন। ১৪ই ডিসেম্বর ভারতেশ্বরী নিতান্ত উদ্বিগ্নচিত্ত এবং শোচনীয়রূপে চিন্তিত হইলে চিকিৎসকগণ তাঁহাকে নানারূপে আশ্বাস প্রদান করিতে থাকেন।

ভারতেশ্বরী বৈকালে প্রিন্‌সের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার ঘন ঘন শ্বাস প্রবাহিত হইতেছে, মুখমণ্ডল এবং হস্তে চিকিৎসকগণের উক্তিমত কৃষ্ণচিহ্ন দেখিতে পান, ভারতেশ্বরী লিখেন "আমি জানিতাম ইহা শুভ চিহ্ন নহে। এলবার্ট তাঁহার করদ্বয় মিলিত করেন, এবং তিনি বহির্দ্দেশে গমনের পূর্ব্বে যেরূপ কর দ্বারা কেশগুচ্ছ সজ্জিত করিতেন, সেই মত করিতে থাকেন; প্রকাশ পায় যে ইহা কুলক্ষণ। কি বিচিত্র! তিনি যেন এক মহান স্থানে গমনের আয়োজন করিতেছেন।' এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে ভারতেশ্বরীর হৃদয় আকুলিত হইল, চক্ষে যেন পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, সাংসারিক সকল সুখ ছায়াবাজি বলিয়া প্রতীয়মান হইতে লাগিল। তিনি রোদন করিবার জন্য একবার মাত্র পার্শ্বস্থ কক্ষে গমন করেন। ভারতেশ্বরী লিখেন,—'সার্দ্ধ পঞ্চম ঘটিকার (অপরাহ্ন) সময় আমি তাঁহার শয্যার উপর উপবিষ্ট হই, শয্যা কক্ষের মধ্যস্থলে নীত হয়। তিনি আমাকে প্রেম ও স্নেহ ভরে চুম্বন করেন, এবং তৎপরেই একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক আমার স্কন্ধে মস্তক রক্ষা করেন, আমি তাঁহার পৃষ্ঠদেশ বাহুদ্বারা ধারণ করি, কিন্তু তাঁহার এই ভাব শীঘ্র পরিবর্ত্তিত হয়, যেন কি ভাবিতে থাকেন ও তন্দ্রাবিষ্ট হন, কিন্তু সমস্তই অনুভব করিতে থাকেন। এক এক বার তিনি কি বলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারি না। মধ্যে মধ্যে ফরাসী ভাষায় কথা কহেন। এলিস্ আগমন করিয়া তাঁহাকে চুম্বন করেন, এবং তিনি তাঁহার করধারণ করেন। বার্টি (প্রিন্স অব ওয়েলস্). হেলেনা, লুইসি, এবং আর্থার একে একে আগমন করিয়া তাঁহার করধারণ এবং অর্থার তাহা চুম্বন করেন, কিন্তু তিনি তৎকালে তন্দ্রাবিষ্ট ছিলেন, সুতরাং তাঁহাদিগের উপস্থিতি জানিতে পারেন না। এই সময়টী অতি ভয়ঙ্কর, কিন্তু জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! আমি আত্মসম্বরণ করিতে

সমর্থা হই, এবং সম্পূর্ণ স্থিরভাবে তাঁহার পার্শ্বে উপবিষ্টা থাকি।”

কিয়ৎক্ষণ পরে ভারতেশ্বরী পার্শ্বস্থ কক্ষে গমন করেন, কিন্তু প্রিন্সের শ্বাস শোচনীয়রূপে বিকৃতাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ রোগীর কক্ষে প্রত্যাবৃত্ত হন। সন্ধ্যা সমাগমে ভারতেশ্বরী কক্ষান্তরে গমন করিয়া প্রাণ ভরিয়া রোদন পরায়না হইয়া আপন অসীম শোকভার লাঘব করিতেছেন, এমত সময় প্রিন্সের ঘন ঘন পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, এবং সার জেমস্ ক্লার্ক প্রিন্সেস্ এলিসের দ্বারা ভারতেশ্বরীকে ত্বরায় তথায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করেন। ভারতেশ্বরী এই আহ্বানের অর্থ বিলক্ষণরূপেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থা হন। তিনি কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্টা হইয়া নিজ প্রাণপ্রিয় স্বামী প্রিন্স এল্‌বার্টের বামকর ধারণ পূর্ব্বক কক্ষতলে জানু পাতিয়া উপবিষ্টা হইলেন, শয্যার অপর পার্শ্বে প্রিন্সেস্ এলিস এবং প্রিন্স এল্‌বার্টের চরণ তলে প্রিন্স অব ওয়েলস এবং প্রিন্সেস হেলেনাও সেই ভাবে উপবিষ্ট হইলেন, শয্যার অনতি দূরে চরণতলাভিমুখে প্রিন্স আর্ণেষ্ট লিলিঙ্গেন, চিকিৎসকগণ, এবং প্রিন্স এলবার্টের পরিচারক লোলেন দণ্ডায়মান। জেনারল্ অনারেবল্ রবার্ট ব্রুস্ ভারতেশ্বরীর সম্মুখভাবে জানু পাতিয়া উপবিষ্ট এবং উইণ্ডসরের ডিন (পুরোহিত) চার্লস ফিক্‌স্ এবং জেনেরল গ্রে কক্ষমধ্যে এক পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন।

কি ভয়ানক দৃশ্য! আজি যে মহারাণীর হৃদয় কিরূপ শোকপুঞ্জ তমসাবৃত হইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করাও দুরূহ। যিনি এক দণ্ড স্বামীকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না, ক্ষণিক বিরহে আকুল চিত্ত হইতেন, আজি তিনি জন্মের মত সেই অমূল্য স্বামী রত্ন হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছেন। আর বিলম্ব নাই, জীবন প্রদীপ

নির্ব্বানোন্মুখ। দেখিতে দেখিতে ১০টা ৪৫ মিনিটের সময় প্রিন্স এলবার্টের পবিত্র মূর্ত্তি শান্তভাব ধারণ করিল। দুই তিনটী সরল সুদীর্ঘশ্বাস ক্ষেপের পর তিনি অনন্তভরে চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, অনন্তধামে অনন্তানুসন্ধানে গমন করিলেন। প্রিন্স কন্সর্টের সমুজ্জ্বল জীবন রবি অস্তমিত হইল, ইংলণ্ড দিনেকের তরে আঁধার হইল, কিন্তু ভারতেশ্বরীর হৃদয় চিরদিনের জন্য অনন্ত আঁধারে আচ্ছাদিত হইল। আজি, কালের অখণ্ডনীয় নিয়মে পত্নী—স্বামী হারা, পুত্র—পিতা হারা, এবং অনুগত অনুরক্ত প্রভুভক্ত ভৃত্য,—প্রভু হারা হইয়া সুতপ্ত অশ্রুনীরে বসুধার বক্ষস্থল সিক্ত করিতে লাগিলেন।

প্রিন্স কনসর্ট মৃত্যুকালেও ভারতেশ্বরীর প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিতে বিস্মৃত হন নাই, তাঁহার অতুল ভালবাসার ইহাই জলন্ত প্রমান। প্রিন্স বা রাজ্ঞীদিগের মনোমত পত্নী বা স্বামী প্রায় মিলেনা, কারণ তাঁহাদের ইচ্ছামত বিবাহ প্রায়ই হয়না, কিন্তু ভারতেশ্বরীর ভাগ্যে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়া ছিল। তাঁহার কোমল হৃদয় প্রণয়ের মধুরস্রোতে অবিরত ভাসিত!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিন্স কন্সর্টের মৃত্যু।

ভারতের অধিশ্বরী আজি বিধবা—স্বামী যে কি অপূর্ব্ব নিধি আজি তিনি তাহা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিলেন, তাঁহার প্রশস্ত হৃদয় সাগরে শোকের যে উত্তালতরঙ্গ-মালা সমুত্থিত হইতেছিল তাহা বর্ণনা করিতে ভাষায় শব্দ নাই, এ ক্ষীণ দুর্ব্বল লেখনীর ক্ষমতা নাই। যিনি স্বামী সুখে এই সংসারকে অমরাবতী বলিয়া ভাবিতেন, আপনাকে রমণী-কুল-শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিতেন, আজি তাঁহার সে সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হইল। তাঁহার হৃদয়গগনে যে অমল সুধাংশু সমুদিত ছিল, আজি তাহা অস্তমিত হইল। যে হৃদয় শান্তির বিমল অঙ্কে ন্যস্তছিল, আজি তাহা কঠোর পাষাণে স্থাপিত হইল। পতিবিয়োগ বিধুরা মহারাণী আকুল প্রাণে উদাস হৃদয়ে সেই পবিত্র স্বামীমূর্ত্তি ধ্যান পরায়ণা হইয়া কত যে অশ্রুনীর বরিষণ করিয়াছিলেন তাহা সহৃদয় পাঠকে বুঝাইবার আবশ্যক নাই। তিনি যে স্বামীকে কিরূপ ভক্তি করিতেন তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। পতিগত-প্রাণা পতি পরায়ণা, সাধ্বীসতী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার কোমল হৃদয় এই শোক-বজ্রাঘাতে যে কিরূপ শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

আজি যে কেবল রাজ পরিবার শোকাকুল তাহা নহে,—সমগ্র গ্রেট্‌ব্রিটনের প্রজা মাত্রেরই হৃদয় শোকপূর্ণ—তমোময় আবরণে আবৃত। আজি আর লণ্ডন নগরের সে অমরাবতী সম শোভা নাই, সে সমুজ্জ্বল গ্যাসালোকের বাহার নাই, সুন্দর উদ্যান সমূহের

মনোহারিতা নাই, সকলই যেন বিষাদপূর্ণ! শোভার বস্তু সকলই আছে, কিন্তু একের বিহনে আজি সকলি আঁধার,—আঁধার ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই শোচনীয় সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যেই সমগ্র ইংলণ্ডে প্রচারিত হইল, আবাল বৃদ্ধ বনিতা যুবা ধনী দরিদ্র যে যেখানে ছিল, সে সেখানেই কাঁদিল। পবন যেন রাজ পরিবারের ক্রন্দনরোল বিষাদে বিহ্বল হইয়া ইংলণ্ডের প্রত্যেক প্রান্তে প্রতি-ধ্বনিত করিল। সুধু ইংলণ্ড নয়, চঞ্চলা চপল চরণে এই শোক-বার্ত্তা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে লইয়া গেল, তদ্দণ্ডেই সমগ্র ইউরোপ, এসিয়া এমেরিকা; জগতের প্রত্যেক রাজ্যে, ভারতেশ্বরীর প্রত্যেক সাম্রাজ্যে, এই হৃদয় বিদারী শোক সংবাদ বিস্তৃত করিল! সকল স্থানেই হা হা পড়িয়া গেল, ভারতের অভাগিনী পতিহীনা রমণীরা দীর্ঘশ্বাস ফেলিল, সেই কোমল হৃদয়ে এই দারুণ শোক বড়ই পশিল! সেই সময়ে ইংলণ্ডের কোন একটী প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকায় নিম্ন লিখিত কবিতাটী প্রকাশিত হয়, ইহাতে ইংরাজ জাতি মহারাণীর দুঃখে যে কি রূপ ব্যথিত হইয়াছিলেন তাহা বেশ বুঝিতে পারাযায়। *

* "Lord God on bended knee, Three kingdoms cry to thee!
God save the Queen!
God of all tenderness,
Lighten her load, and bless,
Deep in her first distress—
God save the Queen!
Hold Thou our lady's hand, Bid her arise and stand—
God save the Queen!
Grant her Thy comfort, Lord, Husband, Thy arm afford;
Father fulfill Thy word—
God save the Queen!

আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব, ইউরোপীয় রাজবৃন্দ, মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট, গ্রেটব্রিটেনের প্রত্যেক সমিতি, প্রত্যেক শিক্ষাসমাজ, এই মহাশোকে সহানুভূতি ও সান্ত্বনা প্রকাশ করিতে কাল বিলম্ব করিলেন না। যথা সময়ে রাজ্যের নানা স্থানে, নানা হিতকর এবং নানাবিধ জাতীয় ভক্তিপ্রকাশক চিহ্নাবলী স্থাপিত হইল। কিন্তু ইহাতে ভারতেশ্বরীর যে অসীম শোকের কণামাত্রও লাঘব হইল কি? সে শোক কি ভুলিবার, তাহার কি ইয়ত্তা আছে?

হায় কি কুক্ষণেই ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ আসিয়াছিল—যে মহারাণী সুখে দুঃখে বিপদে সম্পদে এক মাতা ভিন্ন আর কিছুই জানিতেন না। যে দিন প্রথম রাজসিংহাসনে সমাসীনা হইলেন, যে দিন ইংলণ্ডের রাজলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্না হইলেন, যে দিন ইংলণ্ডের কোটী কোটী প্রজা তাঁহাকে সাদরে রাজ্ঞীপদে বরিত করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন, সে দিনও রাজ্ঞী হৃদয়ে স্নেহময়ী মাতৃ কথা মনে পড়ে। সেই মহা জাঁক জমকের সময় যখন সহস্র সহস্র লোক আনন্দধ্বনি করিতেছে, সহস্র সহস্র দুন্দুভি-ধ্বনি

Thou hast given gladness long,
Make her in sorrow strong—
God save the Queen!
Dry our dear Lady's tears, succour her lonely years,
Safe through all woes and fears—
God keep the Queen!
Sweet from this sudden gloom, Bring thou life's perfect bloom-
God save the Queen!
Thou who hast sent the blow, Wisdom and grace bestow.
Out of this cloud of woe—
God save the Queen!"

হইতেছে, এবং মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন করিতেছে, তখন মহারাণী তাঁহার পার্শ্বদেশে উপবিষ্টা মাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আর থাকিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া আকুল হৃদয়ে উদাস প্রাণে কাঁদিয়া ছিলেন। * সে রূপ মাতৃ ভক্তি পরায়ণার মাতৃ বিয়োগ যে কি রূপ শোককর তাহা উল্লেখ বাহুল্য। কিন্তু সেই নিদারুণ মাতৃশোক বিস্মৃত হইতে না হইতে আবার একটী গুরুতর শোক আসিয়া উপস্থিত হইল, পতিগত-প্রাণা ভারতেশ্বরী পতিহীনা হইলেন। হায় মা ভারতেশ্বরি! না জানি তুমি কি অসীম যাতনাই ভোগ করিয়াছিলে! এই নিদারুণ ঘটনার পর দিবস প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়াই ভারতেশ্বরী সাশ্রুলোচনে বলিয়াছিলেন, "এখন আমাকে "ভিক্টোরিয়া" বলিয়া ডাকিবার আর কেহ নিকটে নাই।" ইহা কি কম দুঃখের কথা,—অল্প শোকের বিষয়?

এই নিদারুণ শোকের সময়ে মাতৃভক্তি পরায়ণা প্রিন্সেস্ এলিস ভারতেশ্বরীর যেরূপ সেবা সুশ্রূষা ও শান্ত্বনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মানবী না বলিয়া স্বর্গের দেবী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

* "She saw no purples shine. For tears had dimmed her eyes;
She only knew, her childhood's flowers, were happier pageantries!
And while the heralds played their part,
Those million shouts to drown,
God save the Queen! from hill to mart,
She heard through all her beating heart,
And turned and wept—She wept to wear a crown.
* * *
"God less thee, weeping Queen, With blessing more divine!
And fill with happier love than earths. That tender heart of thine!
That when the thrones of earth shall be, As low as graves brought down,
A pierced hand may give to thee
The crown, which angels shout to see!
Thou wilt not weep—To wear that heavenly crown."

E. Browning.

ত্রয়োস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—o—

প্রিন্স কন্সর্টের সমাধি।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ডিসেম্বর প্রাতঃকালে ফিল্ডমার্সেল হিজ্ রয়েল হাইনেস্, স্যাক্সনীর ডিউক, কোবার্গ এবং গোথার প্রিন্স, নাইট অবদি মোষ্ট নোবল্ অর্ডার অবদি গার্টার, মহামান্যা ভারত রাজ-রাজেশ্বরীর স্বামী; মহামহিমাবর প্রিন্স কন্‌সর্টের শব রাজ সম্মান ও মহা সমারোহ সহকারে উইণ্ডসর ক্যাসেল হইতে সেণ্ট জর্জ্জ চ্যাপেলের যে স্থানে ইংলণ্ডীয় মৃত রাজগণের বৃহৎ সমাধি মন্দির নির্ম্মিত আছে, তথায় রক্ষিত হয়।

যাবতীয় লোকের কৃষ্ণ বসন, রাজ পারিবারিক ভৃত্যগণের কৃষ্ণবর্ণ চতুরশ্ব সংযোজিত অগণিত শকটারোহণে বিষণ্ণ ভাবে গমন, তাহার পর বৈদেশিক রাজাগণের প্রতিনিধিবর্গের ঐরূপ গাড়ি, তৎপরে রাজ পারিবারিক প্রত্যেক ব্যক্তির এক এক খানি কৃষ্ণবর্ণের ছয়টী ঘোটক সংযোজিত যানোপবি গমন; তৎপরে বিষাদিনী ভারতেশ্বরীর শকট;—পরে অন্যান্য লোকের সংখ্যাতিরিক্ত শকট, মুহুর্ম্মুহু তোপ ধ্বনি, অসংখ্য সৈনিকের বন্দুক অবনত করিয়া গমন; বিষণ্ণ বদনে সংখ্যাতীত অশ্বারোহির অনুসরণ, রাজ পথের গৃহে গৃহে, দ্বারে দ্বারে, পথে পথে, কৃষ্ণাম্বরের বিষাদপূর্ণ চিহ্ন—সৈনিক বাদ্যকরদিগের বিষাদ সূচক বাদন, প্রভৃতি সেই বিষাদতর দৃশ্যকে সমধিক বিষাদতম করিয়াছিল। কি রাজবংশীয়, কি নীতিজ্ঞ, কি, বৈজ্ঞানিক, কি পণ্ডিত, কি বণিক, কি সাধারণ জনশ্রেণী, কি দরিদ্র—সকলেই শোক সন্তপ্ত হৃদয়ে প্রেতকার্য্য দর্শন জন্য বিষণ্ণ বদনে নীরবে সমবেত হন। বস্তুতঃ সে হৃদয়বিদারী

দৃশ্য সন্দর্শন করিলে শোক, দুঃখ ও ক্ষোভে হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হয়।

প্রিন্স কন্‌সর্টের স্বতন্ত্র সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করা রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার অভিপ্রেত হওয়ায়, ভারতেশ্বরী প্রিন্সেস্ এলিস্‌কে সঙ্গে করিয়া ১৮ই ডিসেম্বর ফ্‌গ্‌মোরে গমন করেন। তথায় তাঁহারা প্রিন্স অব ওয়েল্‌স, হেসির প্রিন্স লুইস্, সার চার্ল্‌স্ ফিফ্‌স্ এবং সার্ জেমস্ ক্লার্ক কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হন। মহারাণী ফ্‌গমোর উদ্যানের নানা স্থান পরিদর্শনের পর সমাধি মন্দির নির্ম্মাণার্থ একটী সুন্দর স্থান নির্দ্দেশ করিয়া আইসেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই যে স্থান সুন্দর রম্য কাননে পরিশোভিত ছিল, তথায় সুন্দর, সুউচ্চ মনোরম সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর প্রিন্স কন্সর্টের শব তথায় নীত হয়, এবং ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর প্রাতঃকাল সপ্তম ঘটিকার সময় সসমারোহে ও সাড়ম্বরে, মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত একটী উৎকৃষ্ট শবাধারে, প্রিন্স কন্সর্টের প্রাণশূন্য কায়া সম্বলিত কফিন্ স্থায়ী রূপে রক্ষিত হয়। সমাধি মন্দিরে এই কথা গুলি লিখিত আছে ঃ—

TO THE BELOVED MEMORY
OF
Albert, The Great and Good Prince Consort,
Raised by his broken-hearted widow,
VICTORIA. R.
August 21, 1862

"He being made perfect in a short time fulfilled a long time;
For his soul pleased the Lord,
Therefore hastened He to take him
Away from among the wicked."

Wisdom of Solomon IV, 13, 14,

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।



বৈধব্য।

প্রিন্স কন্সর্টের মৃত্যুর পর মহারাণী শোকে অভিভূতা হইয়া ছিলেন। তিনি দিবা নিশি কেবল তাঁহার ধ্যানে মগ্ন থাকিতেন। নির্জ্জনে একাকিনী থাকিতে ভাসিতেন, এবং অবিরত রোদন পরায়ণা হইয়া প্রাণের অসহ্য ভার লাঘব করিতেন, প্রিন্স যেখানে বসিতেন, যেখানে শয়ন করিতেন, সেখানে থাকিতে যেন মন ভাল-বাসিত। তাঁহার প্রিয় বস্তু দেখিলে যেন চক্ষু জুড়াইত। ভারত-মাতা অবিরত তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেন; দেখিতে দেখিতে প্রশস্ত লোচনদ্বয় আসারে পূর্ণ হইত, দৃষ্টি রোধ হইত, তিনি চক্ষের জল মুছিয়া আবার সেই মোহিনী মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিতেন।

যাঁহাকে এক দণ্ড না দেখিলে থাকিতে পরিতেন না, যাঁহার ক্ষণিক বিচ্ছেদে প্রাণ কাঁদিয়া আকুল হইত, সংসার অন্ধকার দেখিতেন, আজি তাঁহার হৃদয়ের সেই পবিত্র প্রেমপূর্ণ উপাস্য দেবকে জন্মের মত হারাইয়াছেন ইহা কি কম দুঃখের কথা, এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে?

ভারতেশ্বরী স্বামী সুখে যে সংসারকে অমরাবতী বলিয়া জানি-তেন, আজি সেই স্বামী বিয়োগে তাহা অসার—অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইতেছে,—কিছুই ভাল লাগিতেছে না। কি গুরুতর অপরাধের জন্য যে ঈশ্বর অকস্মাৎ তাঁহাকে এরূপ ভীষণ শাস্তি দিলেন, বস্তুতঃ তাহা ভাবিয়াও স্থির করিতে পারাযায় না।

সংসারের সুখ কল্পনা, জীবনের ভবিষ্যত আশা ভরসা যেন

সহসা বিলীন হইল, মনোমধ্যে কত আশা কত ভরসা অবিরত বিরাজ করিত, হায় আজি সে সমস্ত কোথায় লুকাইল ! শরতের পূর্ণশশধর যেন সহসা রাহুগ্রস্ত হইল !

মহারণী স্বামী বিয়োগের পর অনেক দিন কোন প্রকাশ্য কার্য্যে যোগ দান করেন নাই, রাজকার্য্যে মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হন নাই, এমন কি এখন পর্য্যন্ত ভারতেশ্বরীর হৃদয় স্ফূর্ত্তি হীনা, পূর্ব্বাপেক্ষা শতাংশে বিষণ্ণ। এই নির্জ্জন বাসের সময় প্রিন্সেস্ এলিস্ ভগ্নহৃদয়া স্বামী-বিয়োগ-বিধুরা মাতার অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী যাহাতে অন্যমনা থাকেন, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন, এবং মাতা কিসে সন্তুষ্ট থাকিবেন, সেই চিন্তায় নিবিষ্ট থাকাই যেন তাঁহার ইষ্টমন্ত্র ছিল। মন্ত্রিদিগের বা অন্য কোন গার্হস্থ কথা প্রিন্সেস্ এলিস্‌ই ভারতেশ্বরীকে জানাইতেন।* মহারাণী এই দারুণ শোকের সময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না।

মহারাণীর বৈধব্য দশা প্রাপ্তির পর তাঁহার বিংশতি বর্ষের সহচরী লেডী ব্লুমফিল্ড তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিয়া ছিলেন—"মহারাণীর ভয়ঙ্কর শারীরিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তিনি অত্যন্ত বিমর্ষ কিন্তু বদন মণ্ডল এখনও সেই রূপ হাসি মাখা, এমন কি যখন তাঁহার গণ্ডস্থলে অশ্রুপাত হইতেছিল, তখনও তিনি হাসিতে চেষ্টা করিতেছিলেন।" মহারাণীর এই অবস্থার একখানি চিত্রপট প্রস্তুত হয়। চিত্র পটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবিকল পূর্ব্ববৎই ছিল, কিন্তু মুখখানি দেখিলেই বোধহয় যেন তাহা বিষাদ মাখান।

এ পর্য্যন্ত রাজকুমারী দিগের মধ্যে কেহই প্রিন্সেস্ এলিসের ন্যায় মাতৃভক্তি দেখাইতে পারেন নাই। তিনি শোক-সন্তপ্তা-মাতৃ-কার্য্যে

* Princess Alice. Page 18

এতাদৃশ সমানুভূতি প্রকাশ করায়, সকলেই তাঁহার চরিত্রে পরম প্রীত ও চমৎকৃত হইয়াছিলেন। * বস্তুতঃ মাতৃভক্তিই যে প্রিন্সেস্ এলিসের এক মাত্র গুণছিল তাহা নহে, যে সকল গুণ থাকিলে রমণীকে পূজা করিতে ইচ্ছাকরে, ভক্তি করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, সে সকল অপূর্ব্ব গুণনিচয় প্রিন্সেস্ এলিসে বর্ত্তমান ছিল।

রাজকুমারী এলিসের গুণের সীমা ছিল না, তাঁহার জীবন বৃত্তান্ত পাঠ কালে বিস্মিত হইতে হয়, মন সুখসাগরে ভাসিতে থাকে। ইচ্ছা করে প্রিন্সেস্ এলিসের অনেক কথা এই সুযোগে লিখিয়া ফেলি, কিন্তু তাহা অল্প নয়, সে সমস্ত কথা লিখিতে হইলে একটী প্রকাণ্ড পুস্তক হইয়া উঠে, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া সে সমস্ত বিবৃত করিতে, আমাদিগকে সন্তপ্ত হৃদয়ে বিরত হইতে বাধ্য হইতে হইল। যে সংসারে প্রিন্সেস্ এলিসের তুল্য রমণী পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়, সে সংসার সুখাস্পদ,—ইহ জগতের নন্দন কানন!

প্রিন্সেস্ এলিস, দয়া, মায়া স্নেহ শান্তির মূর্ত্তিমতী দেবী ছিলেন বলিয়া, ছোট বড় সকল সাম্প্রদায়িক লোকই তাঁহাকে ভক্তি করিত, ভালবাসিত। এলিস্ তাঁহার অসীম গুণে সকল লোকের হৃদয়েই আধিপত্য বিস্তার করিতে কৃতকার্য্য হইয়া ছিলেন। † কিন্তু দুঃখের বিষয় যে সে স্বর্গীয় পুষ্প অধিক দিন ইংলণ্ড ভূমি সুশোভিত করে নাই,—সেই অমল সুধাংশুর শিতরশ্মি অধিক দিন সেই অন্ধকারময়ী প্রদেশকে আলোকিত করে নাই।

* It is impossible to speak too highly the strength of mind and self-sacrifice, shown by Princess Alice during these dreadful days. Her Royal Highness has certainly understood, that it was her duty to be the help and support of her mother in her great sorrow, and it was in a great measure due to her that the Queen has been able to bear with such wonderful resignation the irreparable loss that so suddenly and terribly befell her.—*The Times*.

† Memorandum by The Grand Duchess of Baden.

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—ঃ০(*)০ঃ—

প্রিন্সেস্ এলিসের বিবাহ।

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মহামেলার অনুষ্ঠানের জন্য প্রিন্স কন্সর্ট বিশেষ যত্নবান ছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ইহার কার্য্য প্রণালী তাঁহাকে দেখিতে হয় নাই। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুকে ইহার অনেক প্রকার গোলযোগ হইয়াছিল বটে, কিন্তু তথাপি ইহা পূর্ব্ব প্রচার মত ১লা মে খোলা হয়। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মহামেলার মত ইহার কোন জাঁকজমক হয় নাই—দক্ষিণ কেন্‌সিংটনে একটী প্রকাণ্ড ইষ্টক নির্ম্মিত বাটীতে এই মেলার অধিষ্ঠান হয়। প্রিন্স অব ওয়েলস্ ইহার প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পাদন করেন।

যদিও রাজপরিবার এ সময় দুঃখে শোকে অতুর ছিলেন, যদিও তাঁহাদিগের মনে কোন প্রকার সুখ ছিল না, তথাপি রাজকুমারী এলিসের বিবাহের বিলম্ব করা হইল না। ভারতেশ্বরী স্বীয় শোকের জন্য এলিসের বিবাহ কার্য্যে বিলম্ব করা অযুক্তি সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হেসির প্রিন্স লুইসের সহিত প্রিন্সেস্ এলিসের শুভ পরিণয় কার্য্য নিস্তব্ধ ভাবে, বিনাড়ম্বরে সম্পাদিত হয়। মহাসভা পার্লিয়ামেণ্ট রাজকুমারীর বিবাহোপলক্ষে ৩ লক্ষ টাকা যৌতুক ও বার্ষিক ৬০ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করেন।

প্রিন্সেস্ এলিস্ রমণী-কুলের-রত্ন ভূষণ স্বরূপ ছিলেন, প্রিন্স লুইস যে এরূপ পত্নী পাইয়া পরম সুখী হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয়। রাজকুমারী এলিস্ ভারতেশ্বরীর মুখোজ্জ্বলকারিণী কন্যা, মাতার অনেক গুণ এই রমণীরত্নে বর্ত্তমান ছিল। বস্তুতঃ মহারাণী যে

প্রিন্সেস্ এলিসকে তাঁহার শৈশব কালে মধ্যে মধ্যে স্বয়ং শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহার সুফল ফলিয়াছিল। প্রিন্সেস্ এলিসের হৃদয় যে কিরূপ উন্নত পবিত্র ও যুক্তিপূর্ণ ছিল, তাহা তাঁহার নিম্নোদ্ধৃত পত্র গুলিতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। * তিনি প্রায়

---

* July 19th

* * "May God strengthen and soothe you, beloved Mama, and may you still live to find some ray of sun shine on your solitary path, caused by the love and virtue of his children, trying, however faintly, to follow his glorious example !"

July 20th

* * "How well do I understand your feelings ! I was so sad myself yesterday, and had such intense longing after a look, a word from beloved papa ! I could bear it no longer. yet how much is it not for you ! You know, though, dear Mama, he is watching over you, waiting for you. The thought of future is the one sustaining, encouraging point for all. They who sow in tears shall reap in joy ! and great joy will be yours hereafter, dear Mama, if you continue follwing that bright example." * *

August 16th

"Oh Mama ! the longing I sometimes have for dear Papa surpasses all bounds. In thought he is ever present and near me ; still we are but mortals,and as such at times long for him also. Dear, good Papa ! Take courage, dear Mama, and feel strong in the thought that you require all your moral and physical strength to continue the journey which brings you daily nearer to *Home* and to *Him* ! I know how weary you feel,how you long to rest your head on his dear soulder,to have him to soothe your aching heart. You will find this rest again, and, how blessed will it not be ! Bear patiently and courageously your heavy burden, and it will lighten imperceptibly as you near him, and God's love and mercy will support you."

প্রত্যহ পতিবিয়োগ বিধুরা মাতাকে পত্র দ্বারা সান্ত্বনা করিতেন। সে পত্রে কত উপদেশ কত শান্ত্বনা থাকিত তাহার ইয়ত্তা নাই—কোনটীতে পিতৃপ্রেম, পিতৃভক্তি, কোনটীতে পাতি-ব্রত্যের মধুর উপদেশ,—সতীর গরীমা: আবার কোনটীতে বা কালে তাঁহার সহিত মিলিত হইবেন, সেই অনন্তধামে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, দিন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাতের দিন নিকট হইতে নিকটতর হইয়া আসিতেছে, ইত্যাদি কত বিষয়ের কত প্রকার মধুর উপদেশ দিতেন,—মাতার শোকসন্তাপিত প্রাণ শীতল করিতেন। মৃত স্বামীর পবিত্র মূর্ত্তি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া স্বামী-ধ্যানপরায়ণা হইবার ইহা জ্বলন্ত উপদেশ। ইহাতে সাংসারিক সুখ তরঙ্গে ভাসিবাব কথা নাই—পত্যন্তর গ্রহণের উপদেশ নাই, পাশ্চাত্য সাম্যপ্রধান দেশের সাম্যের দোহাই দিয়া অন্যপতি গ্রহণের কথা নাই। যুবতী, মাতাকে ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর নিয়ম পালন করিবার উপদেশ দিতেছেন, এবং বলিতেছেন, মানসিক বল ও তেজ থাকিলে এই কঠোরতা দিন দিন সাতিশয় তৃপ্তিপ্রদ ও মধুর বলিয়া বোধ হইবে। বস্তুতঃ ইহা অপেক্ষা আর কিছু কি সুখের আছে? স্বামীধ্যান পরায়ণা হইলে যে সুখ, সে সুখ কি আর কোথাও সম্ভবে? তাই বলি এলিস্, তুমি রমণীকুলের রত্নভূষণ, তোমার তুলনা ইহ সংসারে নিতান্ত বিরল, এরূপ মধুর উপদেশ দিতে জগতের অতি অল্প লোকই জানেন।

ষড়ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—(*)—

যুবরাজের বিবাহ।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ ডেন্‌মার্কের রাজকুমারী এলেক্‌জেণ্ড্রার সহিত আমাদের যুবরাজ ভাবী ভারত-সম্রাটের বিবাহ হয়। রাজকুমারী ৭ই মার্চ্চ পরিণীতা হইবার জন্য ইংলণ্ডে পদার্পন করেন। এতদুপলক্ষে ইংলণ্ডবাসীগণ সাতিশয় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অভিনব রাজবধূকে দেখিবার জন্য সমবেত হন। এই বিবাহোপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল। রাজবধূ স্বীয় রূপ গুণ ও মধুর অমায়িকতায় অচিরে রাজপারিবারিক সকলের ও সাধারণের প্রিয়পাত্রী হইয়া উঠেন। এ পর্য্যন্ত আর কোন বিদেশিনী রাজকুমারী ইংলণ্ডে তাঁহার ন্যায় প্রতিপত্তি ও সাধারণ হৃদয়ে অধিকার লাভ করিতে কৃতকার্য্য হন নাই।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর ভারতেশ্বরী ক্লেভা হইতে রাজকুমারী এলিস্ এবং আরও দুই একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা সমভিব্যাহারে, অশ্বযানারোহণে ব্যালমোরালে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, এমত সময়ে সহসা পথিমধ্যে গাড়ি খানি উল্‌টাইয়া ভূপতিত হয়। মহারাণী অত্যন্ত ভয় পাইয়াছিলেন, এবং ভাবিয়াছিলেন হয়ত ইহাতেই তাঁহার জীবলীলা সাঙ্গ হইবে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কোনরূপ গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন নাই। *

১৩ই তারিখে ভারতেশ্বরী এবারডিনে প্রিন্সের প্রতিমূর্ত্তির

---

* More Leaves from the Journal of a life in the Highlands—Page. 11.

আবরণ উন্মুক্ত করেন। যে সময়ে তিনি প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখভাগে দণ্ডায়মান হইয়া রেশমের রজ্জু টানিয়া প্রতিমূর্ত্তির আচ্ছাদন উন্মুক্ত করিলেন এবং তাঁহার প্রাণাধিকের প্রতিমূর্ত্তি তাঁহার নয়ন সম্মুখে বিরাজ করিল, তখন তাঁহার হৃদয় যে কিরূপ বিকলিত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না। তিনি আর তথায় তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া সজল চক্ষে তৎক্ষণাৎ ব্যালমোরালে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

এই সময়ে মহারণী ডান্‌কেল্‌ড প্রভৃতি নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান, কিন্তু প্রকৃতির অতুল সৌন্দর্য্য ক্ষণেকের তরেও তাঁহার হৃদয় হইতে প্রিন্স কন্সর্টের পবিত্র মূর্ত্তি অপসৃত করিতে পারে নাই। ইহ জীবনে সে মুর্ম্মুর দাহন হইতে অব্যাহতি পাইবার বুঝি কোন উপায়ই নাই।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের প্রথম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার নাম এলবার্ট ভিক্টর খ্রীস্‌চেন এডওয়ার্ড রক্ষিত হয়। মহারাণী পৌত্রের পবিত্র স্নেহপূর্ণ মুখচন্দ্রিমা অবলোকনে অতুল সুখানুভব করেন। কিন্তু সে সুখের সময়েও প্রাণাধিক প্রিন্স কন্সর্টকে স্মরণ করিতে বিস্মৃত হন নাই। আজি তিনি (প্রিন্স কন্সর্ট) যে প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের পুত্রের পবিত্র মুখ দেখিতে পাইলেন না, এ দুঃখে তাঁহার হৃদয় বড়ই কাঁদিয়াছিল।

এই বৎসর ইটালীর চিরগৌরব গারিবল্ডী ইংলণ্ডে শুভাগমন করেন। তাঁহার আগমন উপলক্ষে ইংলণ্ডবাসী মহা সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তিনিও ভারতেশ্বরী কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে সম্মানিত হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই প্রিন্সেস্ হেলেনা আগষ্টা ভিক্টোরিয়ার প্রিন্স খ্রীস্‌চেনের সহিত শুভ পরিণয় কার্য্য সসমারোহে সম্পাদিত হয়। রাজকুমারী যৌতুক স্বরূপ ৩ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৫০ হজার টাকা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর ভারতমাতা এবারডিনের জলের কল প্রতিষ্ঠা করিতে গমন করেন। অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইলে ভারতেশ্বরী তাহার একটী মনোহর প্রতি উত্তর প্রদান করেন, প্রিন্স কন্সর্টের মৃত্যুর পর এই তাঁহার প্রথম অভিনন্দন পত্রের উত্তর দান।

এই বৎসর মহারাণী, প্রিন্সের মৃত্যুর পর, এই প্রথম স্বয়ং পার্লিয়ামেণ্টে উপস্থিত হন। সাধারণে তাঁহাকে আবার প্রকাশ্য ভাবে রাজনৈতিক ব্যাপারে যোগদান করিতে দেখিয়া মহা প্রীত হইয়াছিলেন।

হাইল্যাণ্ড প্রদেশে ভ্রমণ কলে মহারাণী অত্যন্ত সুখানুভব করিতেন। এক এক দিন এমন হইয়াছে যে শীতবস্ত্রাদি হয়ত যথাসময়ে আসিয়া পৌঁছিল না, সমস্ত রজনী উপযুক্ত দেহাচ্ছাদন ব্যতীত অতিবাহিত হইল, কিন্তু ভারতমাতা তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করিতেন না, তিনি তাহাতেও অতুল সুখানুভব করিতেন। এই সন্তোষপ্রদ ভ্রমণ কালে কোন কোন দিন রাজকুমারীরা স্বহস্তে পাক করিতেন, এক দিন প্রিন্সেস্ লুইস মহারাণীকে চা প্রস্তুত করিয়া দেন, তিনি তাহার মধুর আস্বাদনে পরম প্রীত হইয়াছিলেন। *

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর মহারাণী ব্যালমোরালে স্বীয় স্বর্গীয় স্বামী প্রিন্স কন্সর্টের প্রতিমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমারোহ সহকারে সম্পাদন করেন। এতদুপলক্ষে ডাক্তার রবার্টসন একটী সুন্দর সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে "ঈশ্বর রাজ্ঞীকে রক্ষা করুন" নামক গীতটী অতি সুন্দর রূপে গীত হয়।

এই খৃষ্টাব্দে যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্স সাংঘাতিক রূপে

---

* More Leaves from the Journal of a Life in the Highlands—Page 96.

পীড়িত হয়েন। তাঁহার এই পীড়ার সংবাদে সকলেই সৎপরোনাস্তি শঙ্কিত হইয়া ছিলেন, তাঁহার জীবনের কোন আশাই ছিলনা, সে সময়ে সমস্ত ভারতবাসী শশঙ্কিত প্রাণে, উদ্বিগ্নচিত্তে, বিকল হৃদয়ে তাঁহার আরোগ্যের শুভ সংবাদ প্রাপ্তি আশায় অবিরত উৎগ্রীব থাকিতেন। সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বর মহারাজ্ঞীর স্বামী বিয়োগ ক্লেশ দেখিয়া তাঁহার প্রতি দয়াপ্রকাশ করিলেন, তিনি অল্প দিন মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিলেন। আবার রাজভক্ত ভারতবাসীর দ্যুতিহীন বদন মণ্ডল প্রভাময় হইল।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের প্রারম্ভে ব্যালমোরাল ক্যাসেলে এক দিন রাজকুমারী লুইস মহারাণীকে বলেন, লোরেনের মার্কুইস তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইয়াছেন, এবং তিনি (ভারতে-শ্বরী) ইহাতে কোন প্রকার আপত্তি করিবেন না জানিয়া তিনিও তাঁহাকে আশ্বাস দিয়াছেন। বস্তুতঃ মহারাণী ইহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করেন নাই। কিন্তু বিবাহের পর হইতেই যে তিনি আবার প্রাণাধিকা কন্যারত্ন হইতে বিচ্ছিন্ন হইবেন, তাহা সুন্দররূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং কেবলমাত্র সেই জন্যই তাঁহার কোমল হৃদয় কাঁদিয়াছিল। যদিও তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে মার্কুইস তাঁহার এক জন প্রজা মাত্র, এবং তাঁহার সহিত রাজকুমারীর বিবাহে পদমর্য্যাদার লাঘবেরই সম্ভাবনা, তথাপি তিনি সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোন কথার উত্থাপন করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন— প্রণয় কাহারও দাস নহে, এ জগতে সকলেই প্রণয়ের দাস।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ এই শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পাদিত হয়। রাজকুমারী বিবাহোপলক্ষে ২ লক্ষ টাকা যৌতুক এবং বার্ষিক ৪০ সহস্র মুদ্রা বৃত্তি স্বরূপে প্রাপ্ত হন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিউক অব এডিনবারা।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারি ডিউক অব এডিনবার্গের, রুষ সম্রাটের কন্যা গ্র্যাণ্ড ডাচেস মেরি এলেক্‌জেনড্রোভার সহিত বিবাহ হয়। দম্পতি যুগল ২৯শে আগষ্ট ব্যালমোরালে গমন করেন, এতদুপলক্ষে তথায় মহা সমারোহ হইয়াছিল। রাজ কুমার যখন ভারতে পদার্পণ করেন, তখন এখানেও তিনি মহা সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থিত হন। ভারতবাসীর পক্ষে রাজ দরশন সুখ এই প্রথম।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ২১শে সেপ্টেম্বর ভারতেশ্বরী স্কট্‌ল্যাণ্ডের ইন-ভারারে প্রদেশে ভ্রমণ করিতে যান। ২৪শে সেপ্টেম্বর তথায় একটী "বল" হয়, তাহাতে প্রায় আটশত লোক উপস্থিত ছিলেন। প্রিন্সেস্ লুইসের বিবাহ উপলক্ষে যে একটী সুন্দর বৃহৎ কক্ষ নির্ম্মিত হয়, তন্মধ্যেই এই মহাভোজ সভার অধিষ্ঠান হইয়াছিল। কক্ষটী পতাকা শ্রেণীর দ্বারা রমণীয় ভাবে সজ্জিত হইয়াছিল। ভোজ সভায় প্রথমে রাজকুমারী লুইস মহারাণীর পরিচারক জন ব্রাউনের সহিত নৃত্য করেন। জন্ ব্রাউন কেবল নামে মহারাণীর খানসামা ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি মহারাণীর অতি বিশ্বাসী ও প্রিয় বন্ধু ছিলেন। অনেক বিষয়ে মহারাণী ব্রাউনের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। জন ব্রাউন পুর্ব্বে প্রিন্স কন্সর্টের এক জন প্রিয় ভৃত্য-ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর মহারাণীর ভৃত্যত্বে নিযুক্ত থাকিয়া অতিশয় সচ্চরিত্রতার সহিত কার্য্য করিয়া ছিলেন। জন্ ব্রাউন

পরলোক গমন করিলে মহারাণী সাতিশয় দুঃখিত হন, এবং আপন বিবরণীতে তাঁহার প্রিয় ভৃত্যের বিশ্বস্ততা, প্রভুভক্তি, যত্ন ও মনোযোগের বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

লেডি জেন চার্চ্চিল ভারতেশ্বরীর প্রিয়সখী স্বরূপ, লেডি চার্চ্চিল ছাড়া তাঁহার আরও দুই জন প্রিয়সখী আছেন, ইহাঁদিগের নাম লেডি ইলাই ও ডচেস্ অব রক্সবর। ইহাঁদিগের যে বিশেষ কোন উচ্চদরের গুণ আছে তাহা নহে। তবে ইহাঁরা মহারাণীকে অত্যন্ত ভাল বাসেন এবং তাঁহার যাহা ভাল লাগে ইহাঁরা তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

মহারাণীর আরও কতকগুলি সখা আছেন। ইহাঁরা মেডস্ অব অনার (Maids of Honour) নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। ইহাঁদিগকে সর্ব্বদা মহারাণীর নিকটে অথবা তিনি যে প্রকোষ্ঠে বাস করেন, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে অবস্থিতি করিতে হয়। যখনই মহারাণী ডাকেন, তখনই ইহাঁদিগকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে হয়। মহারাণী প্রায় নিজে সংবাদ পত্র পাঠ করেন না; এই সখীগণের মধ্যে এক জন তাঁহাকে সংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইয়া থাকেন। এই সখীগণের কার্য্য বড় কঠিন। একটু অসন্তোষের কার্য্য করিলেই মহারাণী তাঁহাকে ছাড়াইয়া দেন। যে সখীর প্রতি মহারাণীর অসন্তোষের উদ্রেক হয়, তাঁহার প্রিয়সখী লেডি ইলাইকে তিনি তাহার নাম বলিয়া দেন, লেডি ইলাই তাহাকে অন্যত্র চাকুরী অনুসন্ধান করিতে আদেশ করেন। সখী তাড়াইবার কাজটা লেডি ইলাইকেই করিতে হয়।

মহারাণী প্রাতঃ ও বৈকালিক ভোজন প্রায়ই একাকিনী করিয়া থাকেন। রাত্রিকালীন ভোজের সময় মধ্যে মধ্যে অপর লোকের নিমন্ত্রন হয়। মহারাণীর সখীগণ ভিন্ন ঘরে ভোজন করিয়া থাকেন। মহারাণীর সহিত তাঁহাদিগের ভোজন করিবার অধিকার নাই।

মহারাণীর সহিত যাঁহারা কথোপকথন করিয়াছেন তাঁহারা, তাঁহার রাজ্যের বড় বড় লোক দিগের পারিবারিক ইতিহাস-জ্ঞান দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। ইংলণ্ডের বড় বড় ঘরের বহুকালের ইতিহাস মহারাণীর বিশেষ আয়ত্ত্ব আছে। অমুক লর্ডের মাতা কে, তাঁহার পিতা কি ভাল বা মন্দ কাজ করিয়াছিলেন; তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষেরা কি অবস্থার লোকছিলেন; অমুক ডিউকের সঙ্গে রাজবংশের কিরূপ সম্বন্ধ; তাঁহার চরিত্রই বা কিরূপ; অমুক জেনারেল্ কোন্ যুদ্ধে কিরূপ কাজ করিয়াছিলেন, এ সকল মহারাণীর বিশেষ জানা আছে।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের শেষে আমাদের যুবরাজ, ভারতের ভাবী সম্রাট, ভারত ভ্রমণে আগমন করেন। ভারতবাসীগণ যে তাঁহাকে দেখিয়া কিরূপ পরম সুখানুভব করেন, এবং কি রূপ আগ্রহ ও রাজ ভক্তি সহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন, তাহা বলা যায় না। ভারত ভুবন যেন কয় দিবসের জন্য আনন্দ সাগরে ভাসিয়াছিল, ভারতবাসীগণের উৎসাহ আনন্দ আর হৃদয়ে ধরিতে ছিল না। নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে আলোক মালা, অগ্নিক্রীড়া প্রভৃতি আনন্দপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল। মহানগরী কলিকাতার ত কথাই ছিল না। গ্যাশালোকের অপূর্ব্ব বাহার; পথি মধ্যস্থ তোরণের বিচিত্র কারুকার্য্য, জনতার সুশ্রেণী প্রভৃতি এক অভিনব ভাবে সকলের নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তিনি যে দিন যে পথ দিয়া যাইতেন, সে দিন সে পথের এক অপূর্ব্ব শ্রী সম্পাদিত হইত। ঘরে ঘরে আলোকমালা—কোথাও নৃত্য, কোথাও গীত, কোথাও আনন্দোৎসব, কোথাও ঐক্যতান বাদন প্রভৃতিতে পথের উভয় পার্শ্ব জীবন্ত ভাব ধারণ করিত, বস্তুতঃ কলিকাতা কয়দিনের জন্য অমরাবতীতে পরিণত হইয়াছিল।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া মহারাজ্ঞী পদ

গ্রহণ করেন। মহা রাজসূয়ের অনুষ্ঠানে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ভারতের সম্রাজ্ঞী পদে বরিতা হন। এতদুপলক্ষে মহানগরী দিল্লীতে একটী প্রকাণ্ড দরবার হইয়াছিল, রাজ প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক ভারতেশ্বরীর একেশ্বরীত্ব ঘোষণা করেন। সম্মানিত সমস্ত রাজন্যবর্গ অবনত মস্তকে এই একেশ্বরীত্ব স্বীকার করেন, এবং এই ঘোষণা পাঠে সকলে অতুল আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। যখন রাজপ্রতিনিধি সেই মহা রাজসূয়ে উপবিষ্ট, তখন ভারতের ত্রিভুবন কম্পিত প্রতাপান্বিত চন্দ্র সূর্য্য বংশের বংশধরগণ কেহ বা রাজ ছত্র, কেহ বা রাজ দণ্ড ধরিয়া ভারতেশ্বরীর প্রতি তাঁহাদের জ্বলন্ত রাজভক্তি প্রকাশ করিতে ত্রুটী করেন নাই। মহারাজ, সর্দ্দারগণ ও সম্ভ্রান্ত জনমণ্ডলী পরিপূরিত সভাস্থল এক অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল, যেন লর্ড নর্থব্রুক রূপ শশধরকে পরিবেষ্টন করিয়া মহারাজরূপী রাশি রাশি নক্ষত্র রাজির উদয় হইয়াছিল। তদ্ব্যতীত প্রতি জেলায় এক একটী ছোট রকমের দরবার হয়। প্রত্যেক ভারতবাসী ইহাতে মহা আনন্দে যোগ দান করিয়াছিলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রিন্সেস্ এলিসের মৃত্যু।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর সংসারের অপূর্ব্বরত্ন প্রিন্সেস্ এলিসের মৃত্যু হয়। ভারতেশ্বরী তাঁহার প্রাণাধিক দুহিতারত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়া যে নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ বাহুল্য। বিশেষতঃ প্রিন্সেস্ এলিস তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহার সুখ সাচ্ছন্দ সাধনে অবিরত যত্নপর হইতেন। মহারাণীও তাঁহাকে সকল সন্ততি অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতেন। সমগ্র ইংরাজ জাতি প্রিন্সেস্ এলিসের গুণে বিমোহিত হইয়াছিলেন, সুতরাং বলা বাহুল্য যে এই নিদারুণ সংবাদে কাহারও শোকের অবধি ছিলনা। বলিতে কি অতি অল্প দিন মধ্যে ভারতমাতা আবার একটী-নিদারুণ নূতন শোক পাইলেন, একটী দুঃখ শেষ হইতে না হইতে আবার একটী আইসে,—ঈশ্বর তোমার অনন্ত লীলা বুঝাভার!

ভারতেশ্বরী ব্যালমোরালে প্রিন্সেস্ এলিসের একটী স্মৃতি চিহ্ন স্থাপন করেন, তাহাতে লিখিত আছেঃ—

To the Dear Memory
of
Alice Grand Duchess of Hesse.
Princess of Great Britain and Ireland
Born April 25,1843, Died Dec. 14, 1878.
This is Erected By Her sorrowing Mother
QUEEN VICTORIA.
"Her name shall live, though She is no more."

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ প্রিন্স আর্থার উইলিয়েম পাট্রিক এল্‌বার্ট—ডিউক অব কনটের—প্রুসিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিক্ চার্ল-সের কন্যা, প্রিন্‌সেস্ লুইস মার্গারেটের সহিত বিবাহ হয়। নব দম্পতি যে দিন ব্যালমোরালে গমন করেন, সেদিন তথায় মহা জাঁক জমক হইয়াছিল।

এই বৎসর ১৯শে জুন, ভারতেশ্বরী—নেপোলিয়নের একমাত্র বংশধর জুলু দিগের হস্তে হত হইয়াছেন, এই নিদারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হন। মহারাণী যে এই শোচনীয় সংবাদে কি পর্য্যন্ত শোকাতুরা ও বিষণ্ণা হন তাহা বর্ণনা করা যায় না। তিনি সেই হতভাগ্যের মাতার জন্য কতই ভাবিয়াছিলেন। সেই অভাগিণীর ইহ সংসারে আর কেহই নাই জানিয়া সেই কোমল প্রাণ কতই কাঁদিয়াছিল। সে রজনীতে তাঁহার আদৌ নিদ্রা হয় নাই।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল মহারাণীর কনিষ্ঠ পুত্র প্রিন্‌স্ লিও-পল্‌ড জর্জ্জ ডান্‌কান এলবার্টের, প্রিন্‌স অব ওয়াল্‌ডেকের কন্যা, প্রিন্‌সেস হেলেনের সহিত শুভ পরিণয় কার্য্য সমারোহ সহকারে সুসম্পাদিত হয়।

১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ডিউক অব এডিন্‌বারা রয়েল নেভির ভাইস এড্‌মিরেলের পদ প্রাপ্ত হন। এই খৃষ্টাব্দে আর্‌বিদিগের সহিত সমরের সময় ভারতেশ্বরী বড়ই চিন্তিতা হইয়াছিলেন, কারণ সেই যুদ্ধের সময় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র তদীয় সহধর্ম্মিণী সহ তথায় উপস্থিত ছিলেন। ১৩ই সেপ্টেম্বর ইস্‌মেলিয়া হইতে তাড়িতযোগে তেল-এল-কবিরের মহা যুদ্ধের জয় সংবাদ ও সস্ত্রীক রাজপুত্র ভাল আছেন এবং যুদ্ধ-সময়ে তিনি অসীম সাহস দেখিয়াছিলেন ইত্যাদি সন্তোষপ্রদ সংবাদ প্রাপ্তে তাঁহার উদ্বিগ্ন চিত্ত অনেক পরিমাণে সুস্থ হয়।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ডিউক অব এল্‌বেনির মৃত্যু।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মার্চ্চ আমাদের ভারতেশ্বরীর কনিষ্ঠ পুত্র ডিউক অব এল্‌বেনি, কালের করাল গ্রাসে নিপতিত হন। কি দারুণ শোক! বৃদ্ধা মহারাণী এই ভীষণ শোক সংবাদ প্রাপ্তে সংজ্ঞা-শূন্য হইয়াছিলেন, তিনি আবার কিছু দিনের জন্য রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সমগ্র ইংরাজ জাতি রাজপুত্রের মৃত্যুর জন্য শোক চিহ্ন ধারণ করিয়া ছিলেন। মহারাণীর সকল প্রজা, ভারতেশ্বরী এই বৃদ্ধ বয়সে নিদারুণ শোক প্রাপ্ত হইলেন বলিয়া বড়ই বিষাদিত হইয়াছিলেন। মহারাণী এক বৎসর কোন প্রকাশ্য কার্য্যে যোগদান করেন নাই, এবং রাজ পারিবারিক আর কেহও কোন আমোদ প্রমোদে যোগদান না করেন, এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ডিউক অব এল্‌বেনির মৃত্যু কালে তাঁহার সহধর্ম্মিনী গর্ভবতী ছিলেন, অল্প দিন পরে তিনি একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পৌত্রের মুখাবলোকনে ভারতেশ্বরীর সেই নিদারুণ পুত্রশোক কতক পরিমাণে লাঘব হয়।

কিছু দিন হইল, ভারতেশ্বরী স্কট্‌ল্যাণ্ডে গিয়া তথাকার এক জন বড় লোকের বাড়িতে কয়েক দিন যাপন করেন। এই সময়ে এক দিবস প্রাতঃকালে তিনি স্বীয় কন্যা প্রিন্সেস্ বিয়েট্রিসের সহিত একটী উদ্যান মধ্যে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তথায় তাঁহারা একটী প্রাচীনা স্ত্রীলোককে দেখিতে পাইয়া তাহার সহিত কথোপকথন

করিতে থাকেন। প্রাচীনা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি মহারাণীকে কখন দেখিয়াছেন?" রাজ্ঞী বলিলেন "হাঁ আমি প্রতিদিন প্রাতর্ভোজনের পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখিয়া থাকি।" বৃদ্ধা বলিল, "ছবিতে তাঁহাকে যতটা ভাল দেখা যায়, সত্য সত্যই কি তাঁহার চেহারা তত ভাল?" রাণী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "চিত্রকরেরা তাঁহার তোমাদের জন্য তাঁহার আসল চেহারা অপেক্ষা চিত্র গুলি ভাল করিয়া চিত্রিত করে" প্রাচীনা রমণী ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাণী দেখিতে কেমন?" মহারাণী বলিলেন, "তাঁহার আকারে ও আমার আকারে এত সাদৃশ্য আছে যে, তুমি আমাদের দেখিলে ভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারিবে না!" বুড়ী বলিল, "আপনি তো দেখিতে মন্দ নয়।" তখন মহারাণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আজ দুপুরের পর তুমি অমুক বাটীতে গেলে মহারাণীকে দেখিতে পাইবে, এবং তাঁহার সহিত আলাপও করিতে পারিবে।" প্রাচীনা নিরূপিত সময়ে আপনার সর্ব্বোত্তম বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই নির্দ্দিষ্ট বাটিতে উপস্থিত হইলে, বাটীর পরিচারকেরা তাহাকে একটী কক্ষে লইয়া গেল, মহারাণীও অনতিবিলম্বে সেই কক্ষ মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধা বলিল, "বাঃ, আপনাকে যে এখানেও দেখিতেছি!" তাহার মুখ হইতে এই কথা বাহির হইতে না হইতে এক জন বলিল, "তুমি মহারাণীর সামনে দাঁড়াইয়া আছ।" বৃদ্ধা স্তম্ভিত হইয়া গেল, কিন্তু বলা বাহুল্য, মহারাণী দর্শন বৃদ্ধার পক্ষে লাভ জনক হইয়াছিল। মহারাণী এবং তাঁহার কন্যাও বুড়ীকে দেখিয়া ও তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া বিলক্ষণ আমোদিত হইয়াছিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

পরিশিষ্ট।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই মহারাণীর সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা প্রিন্সেস্ বিয়েট্রিসের সহিত বাটেনবার্গের রাজপুত্র হেনরীর বিবাহ হয়। মহারাণী স্বয়ং কন্যাকে সম্প্রদান করেন। এই উৎসব উপলক্ষে মহা সমারোহ হইয়াছিল। গির্জ্জায় মহারাণী স্বয়ং রাজকুমারীকে বরের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ যুবরাজের তিনটী কন্যা ও আরও কয়েক জন নিতকনে হইয়াছিলেন। রাজকুমারী যৌতুক স্বরূপ ২ লক্ষ টাকা এবং বার্ষিক ৪০ সহস্র টাকা বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি স্বাধীন ব্রহ্মের নাম লোপ পাইয়াছে; এবং সেই বিস্তৃত রাজ্য ভারতেশ্বরীর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই বৎসর ইংলণ্ডে প্রিন্স অব ওয়েলস কর্ত্তৃক "ঔপনিবেশিক প্রদর্শনি" খোলা হয়। যে দিন প্রদর্শনি খোলা হয়, সে দিন ভারতেশ্বরী তথায় উপস্থিত ছিলেন। যুবরাজ কর্ত্তৃক প্রদর্শনি খোলা হইলে, মহারাণী শাশ্রুলোচনে তাঁহাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া মুখ চুম্বন করিয়া ছিলেন, এবং তাঁহাকে বড়ই প্রফুল্ল চিত্ত বলিয়া বোধ হইয়াছিল। প্রিন্স কন্সর্টের মৃত্যুর পর তাঁহাকে আর কখন এত আনন্দিত দেখা যায় নাই।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া আজ পঞ্চাশ বৎসর কাল ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরূঢ়া আছেন। ইংলণ্ডের ৪টী ভুপতি ভিন্ন এত অধিক কাল আর কেহ রাজ্য করেন নাই। এই সৌভাগ্যবতীর

বিশাল রাজত্বে সূর্য্যের অস্ত হয় না, কোন না কোন স্থানে অবিরত তাঁহাকে উদিত থাকিতে হয়।

পঞ্চাশ বৎসর কাল মহারাণী ইংলণ্ডের রাজকার্য্য বিশেষ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং বলা বাহুল্য রাজকার্য্য সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে। এই কারণে মহারাণী কোন রাজকার্য্য সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেন, মন্ত্রিগণ তাহা তাচ্ছিল্য করিতে পারেন না। মহারাণীর মত মন্ত্রিগণের মতের বিরোধী হইলেও মন্ত্রিগণ অনেক সময় তাঁহার কথা রাখিয়া থাকেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় কোন রাজ দরবার পবিত্র ছিল না, তাহাতে কখন কোন পাপ স্পর্শে নাই, সেখানে তোষামোদী বা আমোদপ্রয়াসীদিগের প্রতিপত্তি নাই, এ পর্য্যন্ত কেহ কখন অন্যায় রূপে রাজ্ঞীর অনুরাগ ভাজন হইতে পারেন নাই।

রাজ্যের সেনাদলের উন্নতি সম্বন্ধে মহারাণী বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন। এসম্বন্ধে তিনি অনেক সময়ে স্বয়ং নেতার ভার লয়েন।

কু-চরিত্র লোকের প্রতি মহারাণীর বিশেষ ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা। সেই ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা বশতই সতী রমণীর সতীত্ব-হরণ-প্রয়াসী বেকা-রের চিরকালের জন্য পদোন্নতির আশা গিয়াছে। কর্ণেল বেলে-ন্টাইন্ বেকার নামক একজন বড় সৈনিক পুরুষ একবার একটী ভদ্র ঘরের ইংরাজ রমণীর সতীত্ব হরণের চেষ্টা করেন, তজ্জন্য তাঁহার কয়েক মাস কারাদণ্ড হয় এবং কর্ণেল পদ হইতে তাঁহাকে নামাইয়া দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে পুনরায় তাঁহাকে কর্ণেল পদ দিবার জন্য সেনাবিভাগের অধিনায়কগণ ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু মহারাণী তাঁহাদিগকে সে ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে দেন নাই। যে সকল রমণীর অসতীত্ব প্রমাণ হওয়াতে তাঁহাদের

স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হয়েন, তাঁহাদিগকে রাজ প্রাসাদে আসিতে নিবারণ করিয়া দেওয়া হইয়া থাকে। বস্তুতঃ মহারাণীর গুণের সীমা নাই মহারাণীর জীবনচরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়া কিছুতেই আশা মিটে না। তাঁহার যে সকল মহৎ গুণের কথা শুনা যায় সে সকল লিখিয়া শেষ করা সহজ নহে। যে সকল গুণ থাকিলে মনুষ্য নামের প্রকৃত গৌরব রক্ষা পায়, সংসারে থাকিয়া যাহাদিগের দ্বারা মনুষ্য হইয়াও দেবত্ব লাভে সমর্থ হওয়া যায়, আমাদিগের মহারাণীর সে সকলই আছে। সাংসারিক মায়া মোহে যদিও মানবমন নিতান্ত বশীভূত, যদিও পুত্র কন্যা প্রভৃতি লইয়া তিনি এই সুখ দুঃখের সংসারে একজন সংসারিণী, তথাপি তাঁহার মন সংসারে নির্লিপ্ত। তাঁহার উপর দিয়া কত আপদ বিপদ গিয়াছে, অন্যা স্ত্রীলোক হইলে না জানি কতই অভাবনীয় দুর্ঘটনা ঘটিত ও অনিষ্টের সংঘটন হইত; কিন্তু আমাদিগের মহারাণী কিছুতেই বিচলিতা বা অধীরা নহেন। বিপুল বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সর্ব্বেশ্বরী হইয়াও তিনি যে কিরূপ সরলতা ও সদ্‌গুণে ভূষিতা তাহা দেখাইবার জন্য গুটি কতক কথার উল্লেখ করা গেল।

একদা মহারাণী শুনিলেন যে একটী অসহায়া স্ত্রীলোক ইহ সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন। তাঁহার এমন কেহ নাই যে তাঁহার লোকান্তরগামিনী আত্মাকে দুইটা ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া ইহ সংসারের পাপতাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেয়। মহারাণী স্বয়ং সেই মুমূর্ষু রমণীর নিকটস্থ হইয়া তাঁহাকে বাইবেল পাঠ করিয়া শুনান।

কোন সময়ে তিনি গাড়ী করিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন একজন ভারবহনে শ্রান্ত হইয়া ভার নামাইয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়া সঘন শ্বাস ক্ষেপ করিতেছে, দেখিয়া তাঁহার বড় দয়া হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ গাড়ী থামাইয়া মুটেকে তাহার বোঝা সহিত আপন গাড়ীতে তুলিয়া লইয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া দেন।

• মহারাণী প্রজাদিগের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া তাহাদিগের সুখ দুঃখ জানিবার জন্য সামান্য বিবিদিগের ন্যায় পোষাক পরিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। একবার তিনি একজন জহুরীর দোকানে গিয়া দেখিলেন একটি স্ত্রীলোক একগাছি মুক্তার মালা ক্রয় করিবার জন্য তাহার দর করিতেছেন। সে কালের বিবিরা স্বামীর অবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া পছন্দমত জিনিষপত্র কিনিয়া স্বামীর নামে দোকানীর খাতায় খরচ লিখাইয়া জিনিষ লইয়া ঘরে যাইতেন। মাসকাবারের শেষে দোকানদার বাকীর হিসাব পাঠাইলে স্বামীর চক্ষুস্থির হইত। তখন অর্দ্ধাশনে বিলাসিনী বনিতার বিলাসবাসনা চরিতার্থতার জন্য টাকা শোধ করিতে হইত। কিন্তু যে বিবিটী মুক্তার মালা দর করিতেছিলেন, তিনি দর শুনিয়া এই বলিয়া চলিয়া গেলেন যে "আমার এরূপ অবস্থা নয় যে আমি এত দাম দিয়া উহা ক্রয় করিতে পারি।" মহারাণী সেই মালাছড়াটী ক্রয় করিয়া উক্ত স্ত্রীলোকের নিকট পাঠাইয়া দেন। ইহাতেই বিবির দূরদর্শিতা ও মিতব্যয়িতার পুরস্কার হইল!

আর একবার মহারাণী এবং তাঁহার স্বামী বেড়াইতে বেড়াইতে কোন কারণ বশতঃ একটী ডাক পেয়াদার নিকট তাহার ছাতা কিয়ৎকালের জন্য লইয়াছিলেন এবং হরকরাকে ছাতা ফেরত লইবার জন্য তাঁহাদিগের প্রাসাদে যাইতে বলেন। হরকরা ছাতা লইতে আসিয়া একখানি ৫০ টাকার নোট ও ছাতা ফেরত পাইয়া প্রফুল্ল মনে রাজদম্পতিকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যায়। মহারাণীর সম্বন্ধে এরূপ সুন্দর ঘটনা অনেক আছে, বহুল্য হেতু সকল গুলির উল্লেখ করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

মহারাণী লণ্ডনে বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে বাস করেন। রাজ কার্য্যাদি সেণ্ট জেমস্ প্যালেসে নির্ব্বাহিত হয়। মহারাণীর সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান আড়ম্বরময় রাজপ্রাসাদ—উইণ্ডসর ক্যাসেল। ই:

লণ্ডন হইতে ২৩ মাইল দূরে অবস্থিত। নরমান্দিগের সময় হইতে ইহাই ইংলণ্ডীয় রাজাদিগের প্রধান আবাস ভূমি স্বরূপ চলিয়া আসিতেছে। আধুনিক রাজ প্রাসাদটী প্রায় ৩৭ বিঘা ভূমি খণ্ডের উপর সংস্থাপিত। এখানে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য মন্ত্রিগণের মধ্যে দুই এক জন প্রায় প্রত্যহই আসিয়া থাকেন। ইহাঁদিগের নিকট হইতে রাজকার্য্য সম্বন্ধে গূঢ় সংবাদ পাইয়া ইনি তৎসম্বন্ধে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। যে কয়েকদিন পার্লিয়ামেণ্ট সভা বসে, সে কয়েক দিন প্রধান মন্ত্রী প্রত্যহ মহারাণীকে এক এক খানি পত্র লেখেন—সে পত্রে পার্লিয়া-মেণ্টের সমাচার সকল বিবৃত থাকে। মহারাণী ওয়াইট দ্বিপস্থ অস্বোরণ্ হাউসেও বৎসরের কোন না কোন সময় অতিবাহিত করেন,—বিশেষতঃ বসন্ত কাল। স্কটল্যাণ্ডেও দুইটী রাজ প্রাসাদ আছে, একটী হোলিরুড প্যালেশ (এডিন্বারা) আর একটী ব্যালমোরাল ক্যাশেল (এবারডিন্সায়ার) ব্যালমোরাল স্কট-ল্যাণ্ডের পার্ব্বত্য দেশে অবস্থিত, এখানে যে প্রাসাদটী আছে তাহা বড়ই সুন্দর। মহারাণী এবং প্রিন্স কন্সর্ট উভয়েই ব্যালমোরালের পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা নির্ম্মাণ কালে প্রিন্স যথেষ্ট শ্রম ও অধ্য-বসায় স্বীকার করেন। প্রিন্সের মৃত্যুরপর হইতে ইহাই মহা-রাণীর বিশেষ প্রিয় স্থান। ব্যালমোরাল মহারাণীর কোমল হৃদয়ে অনুক্ষণ প্রিন্সের সকল কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

রাজদম্পতী যুগল এক কালে এই প্রিয় স্থানে যে জীবন যাত্রা অতিবাহিত করিয়াছিলেন, তাহা বস্তুতই সরলতা পূর্ণ,—আড়ম্বর শূন্য। কখন সামান্য সংখ্যক সমভিব্যাহারী সহিত সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে বাধিত হইতেন। কখন পার্ব্বত্য প্রদেশে বিচরণ করিতেন, কখন মৎস্য ধরিতেন, শিকার করিতেন, কখন দরিদ্র কুটিরবাসিদিগের দ্বারস্থ হইতেন, কখন কখন বা ছদ্মবেশে

সামান্য ইংরাজ দিগের ন্যায় পরিভ্রমণ ও সামান্য পান্থনিবাসে বাস করিয়া আনন্দানুভব করিতেন। কিন্তু হায় কালের অখণ্ডণীয় পরিবর্ত্তনে একের বিহনে সেই পুর্ণানন্দময় জীবন অসার মরুভুমি সদৃশ হইয়াছে। তিনি জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ঠা হইয়াছেন—তাঁহার হৃদয়াকাশের একমাত্র সুখতারা অস্তমিত হইয়াছে!

মহারাণী এখনও যখন এই স্থানে থাকেন, তখন তিনি দিবাভাগের অধিকাংশ সময় মাঠে, ও উদ্যানে ক্ষেপণ করেন। ব্যালমোরালে অবস্থান কালেই তিনি রাজকার্য্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন। রজনীতে ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কাগজ পত্র অধ্যয়নেই নিযুক্ত থাকেন। যখন পড়িতে পড়িতে ক্লান্ত হয়েন, তখন সখী-গণকে তাহা পড়িতে আদেশ করেন।

অদ্য আমরা এই স্থানেই মহারাজ্ঞীর সমুজ্জ্বল জীবন চরিতের শেষ করিলাম। এক্ষণে কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি যে আমাদের পবিত্র জীবনা প্রজাবৎসলা রাজরাজেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী ভিক্টোরিয়া দীর্ঘ জীবিনী হইয়া স্বদেশের স্বরাজ্যের এবং এই পঞ্চ বিংশতি কোটী সুদীন ভারতবাসীর হীত সাধনে নিরতা হউন। তাঁহার দৃষ্টান্ত-স্থলীয় রাজ্যের সুশাসন কালে সুধু ভারত নয়, সমগ্র জগত কত প্রকারে উপকৃত হইয়াছে—দেশের কত প্রকার উন্নতি হইয়াছে, তাহার আর ইয়ত্বা নাই!

রাজ-বংশ। *



হার রয়েল এবং ইম্পিরিয়াল হাইনেস্ ভিক্টোরিয়া পরমেশ্বরের অনুগ্রহে সম্মিলিত রাজ্য গ্রেটব্রিটেন এবং আয়ার্ল্যাণ্ডের রাজ্ঞী, ধর্ম্মরক্ষিকা, ভারত-রাজ-রাজেশ্বরী ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন সিংহাসনাধিরোহন করেন, এবং ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন অভিষেকোৎসব সম্পন্ন হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি হিজ রয়েল হাইনেস্ ফ্রান্সিস্ এল্‌বার্ট আগষ্টাস চার্লস ইমানুয়েল প্রিন্স কন্সর্ট, স্যাক্সনির ডিউক, কোবার্গ এবং গোথার রাজপুত্রের সহিত বিবাহ হয়। তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তাঁহার মৃত্যু হয়।

রাজ সন্তান সন্ততি।

[১]

হার রয়েল হাইনেস্ ভিক্টোরিয়া এডিলেড মেরি লুইসা, প্রিন্সেস্ রয়েল, ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২১শে নভেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি হিজ ইম্পিরিয়াল হাইনেস জার্ম্মানির ক্রাউন প্রিন্সের সহিত বিবাহ হয়।

---

* মহারাণীর পুত্র, কন্যা, পৌত্র, ও পৌত্রীদিগের নামোল্লেখ হইল মাত্র। তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিদের আর কোন উল্লেখ করা গেল না।

সন্তান সন্ততি।

১। ফ্রেড্রিক উইলিয়েম ভি, এ, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি জন্ম। ইহাঁর বিবাহ হইয়াছে, এবং সন্তানাদি আছে।

২। ফ্রান্সিস্, জন্ম ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৮ই জুন ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

৩। ভিক্টোরিয়া, জন্ম ১২ই এপ্রেল ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

৪। ওয়াল্‌ডিমার, জন্ম ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ২৭শে মার্চ্চ ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

৫। সোফিয়া ডোরোথিয়া, জন্ম ১৪ই জুন ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ।

৬। মার্গারেট বিয়েট্রিস, জন্ম ২২শে এপ্রেল ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

[২]

হিজ রয়েল হাইনেস এল্‌বার্ট এডওয়ার্ড, প্রিন্স অব ওয়েলস্, ডিউক অব স্যাক্সনি, কর্ণওয়াল, রথ্‌সে, আরল অব ডব্‌লিন্ ইত্যাদি, ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ ডেনমার্কের রাজার প্রথমা কন্যা প্রিন্সেস্ এলেকজেণ্ড্রা সি, এম, সি, এল, জুলিয়ার সহিত বিবাহ হয়। তিনি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন।

সন্তান সন্ততি।

১। এলবার্ট ভিক্টর খ্রীশ্চেন এডওয়ার্ড, জন্ম ৮ই জানুয়ারি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ।

২। জর্জ্জ এফ, ই, এ; জন্ম ৩রা জুন ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ।

৩। লুইস্ ভি, এ, ডি; জন্ম ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ।

৪। ভিক্টোরিয়া, এ, ও, এম ; জন্ম ৬ই জুলাই ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

৫। মড, সি, এম, ভি ; জন্ম ২৬শে নভেম্বর ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ।

৬। এলেক্‌জেণ্ডার, জে, সি, এ ; জন্ম ৬ই এপ্রেল, মৃত্যু ৭ই এপ্রেল ১৮৭১ খৃষ্টাব্দ।

[৩]

হার রয়েল হাইনেস এলিস্ মড মেরি, জন্ম ২৫শে এপ্রেল ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই হিজ রয়েল হাইনেস ৪র্থ লুইস গ্র্যাণ্ড ডিউক অব হেসির সহিত বিবাহ হয়। তিনি ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। রাজকুমারীর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর মৃত্যু হয়।

সন্তান সন্ততি।

১। ভিক্টোরিয়া এল্‌বার্টা, জন্ম ৫ই এপ্রেল ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ, ইহার বিবাহ হইয়াছে।

২। এলিজাবেথ, জন্ম ১লা নভেম্বর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ, ইহাঁরও বিবাহ হইয়াছে।

৩। ইরিণ্, জন্ম ১১ই জুলাই ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ।

৪। আরণেষ্ট লুইস, জন্ম ২৫শে নভেম্বর ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ।

৫। ফ্রেডারিক উইলিয়ম, জন্ম ৭ই অক্টোবর ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ২৯শে জুন ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ।

৬। ভিক্টোরিয়া, এ ; জন্ম ৬ই জুন ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ।

৭। মেরি ভিক্টোরিয়া, জন্ম ২৪শে মে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ, মৃত্যু ১৫ই নভেম্বর ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

[৪]

হিজ রয়েল হাইনেস্ এলফ্রেড আরনেষ্ট এল্‌বার্ট ;- ডিউক অব এডিনবারা, জন্ম ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর রয়েল নেভির ভাইস এড্‌মিরেল পদ প্রাপ্ত হন। খ্রীষ্টীয় ১৮৭৪ অব্দের ২৩শে জানুয়ারি রুষ সম্রাটের একমাত্র কন্যা হার রয়েল এবং ইম্পিরিয়েল হাইনেস্ গ্র্যাণ্ড ডাচেস্ মেরির সহিত বিবাহ হয়।

সন্তান সন্ততি।

১। এল্‌ফ্রেড, জন্ম ১৫ই অক্টোবর ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ।
২। মেরি, জন্ম ২৯শে অক্টোবর ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ।
৩। ভিক্টোরিয়া মেলিটা, জন্ম ২৫শে নভেম্বর ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।
৪। এলেক্‌জেণ্ড্রা, জন্ম ১লা সেপ্টেম্বর ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ।
৫। বিয়েট্রীস, জন্ম ২০শে এপ্রেল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

[৫]

হার রয়েল হাইনেস্ হেলেনা আগষ্টা ভিক্টোরিয়া ; জন্ম ২৫শে মে ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুলাই প্রিন্স ফ্রেডরিক খৃশ্চান সি, এর সহিত বিবাহ। তিনি ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেন।

সন্তান সন্ততি।

১। খ্রীশ্চন ভিক্টর, জন্ম ১৪ই এপ্রেল ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ।
২। এল্‌বার্ট জন্, জন্ম ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।
৩। ভিক্টোরিয়া লুইসি, জন্ম ৩রা মে ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ।

৪। লুইসি আগষ্টা, জন্ম ১২ই আগষ্ট ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ।

৫। হ্যারল্ড, জন্ম ১২ই মে, মৃত্যু ২০শে মে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

[৬]

হার রয়েল হাইনেস্ লুইসি ক্যারোলিন্ এল্‌বার্টা; জন্ম ১৮ই মার্চ্চ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দ। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ্চ স্কটল্যাণ্ডের ডিউক অব আর্গাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র—জন্, মার্কুইস অব লোরেণের সহিত বিবাহ হয়।

[৭]

হিজ রয়েল হাইনেস্ আর্থার উইলিয়েম পাট্রীক এল্‌বার্ট; ডিউক অব কনট, জন্ম ১লা মে ১৮৫০ খৃষ্টাব্দ। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ্চ প্রুসিয়ার প্রিন্স ফ্রেডারিক চার্লসের কন্যা, প্রিন্সেস্ লুইস্ মার্গারেটের সহিত বিবাহ।

সন্তান সন্ততি।

১। মার্গারেট ভি, এ, সার্লটী নোরা; জন্ম ১৫ই জানুয়ারি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ।

২। আর্থার ফ্রেড্রিক পাট্রিক এলবার্ট, জন্ম ১৩ই জানুয়ারি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

[৮]

হিজ রয়েল হাইনেস্ লিওপল্ড জর্জ্জ ডান্‌কেন এল্‌বার্ট, ডিউক অব এল্‌বেণী, জন্ম ৭ই এপ্রেল ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রেল ওয়াল্‌ডেকের প্রিন্সের কন্যা, প্রিন্সেস্ হেলেনের সহিত বিবাহ। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি জন্ম গ্রহণ করেন। রাজ পুত্রের খ্রীষ্টীয় ১৮৮৪ অব্দের ২৮শে মার্চ্চ মৃত্যু হয়।

সন্তান সন্ততি।

১। এলিস্ মেরি ভিক্টোরিয়া আগষ্টা পলিন্; জন্ম ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ।

২। লিওপল্ড সি, ই, জি; ডিউক অব এল্‌বেনী—জন্ম ১৯শে জুলাই ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দ।

[৯]

হার্ রয়েল হাইনেস্ বিয়েট্রিস মেরি ভিক্টোরিয়া ফিওডোরা, জন্ম ১৪ই এপ্রেল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জুলাই বাটেন্‌বার্গের রাজপুত্র প্রিন্স হেনরীর সহিত বিবাহ হয়।

ভারতেশ্বরীর গার্হস্থ্য বিভাগ। *

লর্ড ষ্টুয়ার্ডের বিভাগ

বোর্ড অব গ্রিন্ ক্লথ।

বকিংহাম প্যালেস।

পদ।	নাম।	বেতন।
লর্ড ষ্টুয়ার্ড	রাইট্ অনারেবল আরল্ সিড্নি, G, C, B,	২০০০০) †
ধনাধ্যক্ষ।	রাইট অনাঃ আরল অব ব্রিডেল্বেন	৯০৫০
কণ্ট্রোলার, ঐ	রাইট অনাঃ লর্ড কেনসিংটন M, P,	৯০৫০
মাষ্টার, ঐ	মেজর জেনাঃ সার জে, সি, কাউএল K, C, B,	১১৫৮০
সেক্রেটারী	টমাস্ সি বার্চ্চ	৫০০০
ক্লার্কগণ	এ, ফ, কুরক্স, জি, ও, কুরক্স এবং আর, জে, সিবল্।	
করোণার	উইলিয়ম টমাস ম্যানিং।	
খাস ধনরক্ষক ও প্রাঃ সেক্রেটরী	রাইট অনারেবল জেনারল সার এইচ, এফ, পন্সনবি K, C, B,	২০০০০
সহকারী ঐ	মেজর এফ, আই, এডওয়ার্ডস্ C, B, R, E	৫০০০
ঐ ঐ	কাপ্তেন আর্থার জন্ বিজ্ঞ R, A,	৫০০০
খাস ধনাধ্যক্ষ	ডি, সি, বেল	৩০০০
ক্লার্কগণ	ডব্লিউ এম্, গিবসন, এবং এফ, আর, এনজেলব্যাচ্।	

* কেবল প্রধান প্রধান ভৃত্যগণের নামোল্লেখ করা হইল। মহারাণীর ব্যতীত—রাজপুত্র, রাজ-পুত্রবধূ ও কন্যাগণের স্বতন্ত্র গার্হস্থ্য বিভাগ আছে। বাহুল্যহেতু সে সকল বিবৃত হইল না।

† পাউণ্ড প্রতি ১০) টাকা হিসাবে ধরা হইল, কিন্তু আজ কাল পাউণ্ডের দর প্রায় ১৪ টাকা।

লর্ড চেম্বারলেনের বিভাগ।

আফিস—ষ্টেবল্ ইয়ার্ড।

সেণ্ট জেমস্ প্যালেস্।

লর্ড চেম্বারলেন,	আরল্ অব কেনমেয়ার K. G,	১০০০১
ভাইস ঐ	রাইট অনারেবল লর্ড চার্লস রস্ M. P,	৯২৪০
কণ্ট্রোলার অব একাউণ্টস্	অনারেবল সার স্পেনসার সি, বি, পনসনবি-ফেন K. C. B	১১০০০
চিফ ক্লার্ক,	জি, টি, হাটসলেট	৭০০১
একজামিনার	এফ, ডবলিউ, জেনিংস	
ক্লার্কগণ	এ, জি, হ্যামসায়ার ডি, এ, টুপার, এইচ, এল, হাটসলেট।	
পে-মষ্টার	জি, ম্যারেবল	৫০০১
মাষ্টার অব সেরিমনি,	জেনারেল সার এফ, সেমুর বার্ট K. C. B	
এসিসটাণ্ট মাষ্টার, এ, সেভিল।		
সর্জেন অব ঐ	লেঃ কর্ণেল ডবলিউ, চেন	৩০০০
লর্ডস্ ইন ওয়েটিং	আরল অব ডেলহাউসি K. T, ভাইকাউণ্ট ব্রিডপোর্ট, লর্ড মিথুয়েন, লর্ড বিবলসডেল লর্ড স্টুডলে, লর্ড বটেগলি লর্ড স্যাণ্ডহার্স্ট, এবং লর্ড থার্বলো, প্রত্যেকের বেতন	৭০২০১
এক্সট্রা ঐ	লর্ড সাকভিল (অবৈতনিক।)	
গ্রুমস্ ইন ওয়েটিং	এডমিরেল লর্ড এফ, এইচ, কার, কর্ণেল অনারেবল সি, এইচ, লিণ্ডসে, C, B. লেফটেনেণ্ট জেনারেল সার মাইকেল এ, এস, বিডাল K. C. B, R. A মেজর এফ আর্থ, এডওয়ার্ডস, C. B, R. E, কাপ্তেন ডবলিউ ডি, এস, ক্যাম্বেল, কর্ণেল লর্ড ই, ডবলিউ পেলহ্যাম ক্লিনটন, কর্ণেল ঞ্জি স্মিথ M. P. এবং অনারেবল এ, গ্রেনথাম ইয়র্ক, প্রত্যেকের বেতন	৩৩৪০
এক্সট্রা ঐ	রাইট অনাঃ সার সি এ, মরে, K. C. B. লেফ্টঃ কর্ণেল	

	ডব্লিউ, জি, ষ্টাবলিং, R. A., জেনাঃ সার এফ, সেমুর বার্ট K.C.B. কর্ণেল অনাঃ জি, এ, এফ, লিডেল। (অবৈতনিক।)	
জেণ্টেলমেন আসার অব প্রিভি চেম্বার।	সি, এইচ, এ, ই, ওয়েষ্ট C. B; কাপ্তেন ডব্লিউ জে, ষ্টাফোর্ড, এবং সি, এফ, সি, সেমুর; প্রত্যেকের	২০০০
ঐ ব্ল্যাক রড্	এডমিঃ অনাঃ সার জেমস্ ববার্ট ড্রমণ্ড G C.B.	২০,০০০
ঐ ডেলি অয়েটারস্	অনারেবল সার এস, সি, বি, পনসন বি-ফেন K C, B. এডওয়ার্ড হ্যামিল্টন এন্‌সন্, ওল্‌পিন ম্যাগ্রেগব প্রত্যেকেব বেতন	২০০০
গ্রুমস্ অব দি প্রিভি চেম্বা'র	জেনাবল ই, এস, ক্লেবেমণ্ট C B, মেজর অনারেবল সি, জি, সি, ইলিয়ট, কাপ্তেন এন্, জি, ফিলিপস; এ, রষেলি, C B, প্রত্যেকের বতন	২০০
জেনটেলমেন আসারস্ ক্কোয়'টাবলি ওয়েটারস্	এ, মনটগমাবি; উইলব্রেহ্যাম টেলাব কর্ণেল জি, হাউয়াড ভাইস, কাপ্তেন সি, জি, নেলসন R N; এফ নলিস C. B, আব, জি, সামাবসেট, অনাবেবল এইচ, জে, ষ্টোনব; এবং অনা'বেবল এ, ফিজক্ল্যারেন্স,—প্রত্যেকেব বেতন	৮০০,
সহকাবি ঐ	এফ, ক্যাম্বেল।	
সারজেণ্ট এট আরমস্	এন ম্যাকলিয়ড, টি সি মাচ্চ; কাপ্তেন সাব এ ব্যালিষ্টন্ R N, জি, টি, হার্টসলেট, অনারেবল ডি, জে, মন্‌সন্; মেজর জে, এ, সি, গোব, আব এজ-কোম্ব, এবং লেপ্‌টনেণ্ট কর্ণেল এফ ম্যাকবিন্, প্রত্যেকেব বেতন	৩০০,
বাজকবি	লর্ড টেনিসন	১০০০
একজামিনর অব প্লেজ;	ই, এফ, এস, পিগট্	৫০০,
উইণ্ডসরের লাইব্রেরিয়ন;	আব, আব হমস্ F S. A.,	৫০০০
সাধারণ চিত্রকর	জে, স্যাণ্ট R. A.	
মেরিণ চিত্রকর	ও, ডব্লিউ, ব্রিয়া'ব্‌লি R. W. S.	
ভাস্কর	জে, ই, বোহেম R. A.	

চিত্রপট পরিদর্শক, জে, সি; রবিন্সন F. S. A.

জার্ম্মান লাইব্রেরিয়ন, এইচ, স্যাল।

উইণ্ডসর ক্যাসেলের গভর্ণর এবং কন্সটেবল—ভাইস এডমিরেল এইচ, এস এইচ, কাউন্‌ট গ্লিচেন ১২০০০

মহারাণীর বডিগার্ড এবং ইওমেন অব্ দি গার্ড—কাপ্তেন লর্ড মন্সন ১২০০০

লেপ্টনেণ্ট লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল সার আর্থার নিড,

এন্ সাইন কর্ণেল অনারেবল ডব্লিউ, জে, কলভিল্,

ক্লার্ক অব্ দি চেক্ এবং এড্ জুটেণ্ট—লেপ্টঃ কর্ণেল ডব্লিউ, জি, সাটন্।

এক্সন্স (Exons) লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল, সি, ডি, প্যাটারসন্, কাপ্তেন এফ, বি, মর্‌লি; কর্ণেল এইচ, হিউম C. B; এবং লেপ্টঃ কর্ণেল এফ, ব্যারিং।

অনাঃ কর্পস অব জেণ্টেলমেন এট আরমস্—কাপ্তেন—লর্ড ক্যারিংটন ১২০১০

লেপ্টনেণ্ট লেপ্টঃ কর্ণেল সার গাস্‌টেভাস হিউম।

ষ্ট্যাণ্ডার্ডবেয়ারর, মেজর ডব্লিউ, ও, টেলর।

ক্লার্ক অব দি চেক এবং এডজুটেণ্টে—মেজর পি, এল টিলব্রুক্।

সাব অফিসার লেপ্টঃ কর্ণেল জে, জি, স্যাণ্ডিম্যান।

অশ্বাধ্যক্ষের বিভাগ।

আফিস—রয়েল মিউস্,—পিম্‌লিকো।

ঘোটকাধ্যক্ষ	ডিউক অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার K. G.	২৫০০০)
মাষ্টার অব বাক্‌হাউণ্ডস্, আরল্ অব কর্ক K. P.		১৫০০০)
ক্লার্ক মার্সেল	জেনারল লর্ড এ পেজেট	১০০০০)
রাজব্যাধ	ডিউক অব সেণ্ট এল্‌বান্‌স্	১২০০০)
ক্রাউন ইকোয়ারি এবং অশ্বাধাক্ষের সেক্রেটরী	কর্ণেল জি, এস্‌লি মড C. B., R. A.,	৮০০০)
সাধারণ ইকোয়ারি	মেজর জেনারল সি, টেলর ডু প্ল্যাট, C. B,	৬০০০)

জেনারল এইচ, এল, গার্ডিনার R. A., ৬০০০)
কর্ণেল অনারেবল এইচ, ডব্লিউ, জে, বিং ৬০০০)
মেজর জেনারল সার জন সি, মাকনিল
K. C. B.; V. C. ৫০০০
ক্যাপ্টেন আর্থার জে, বিজি R. A. ৫০০০
লেপ্টেঃ-কর্ণেল অনাঃ ডব্লিউ এইচ, পি ক্যারিংটন ৫০০০
এবং কর্ণেল এইচ, পি, ইউয়ার্ট C. B., ৫০০০

অতিরিক্ত ইকোয়ারি, জেনারল রাইট অনারেবল সার এইচ, এফ, পনসন্‌বি K. C. B.; জেনারল অনাঃ এ, ই, হার্বডিঞ্জ C. B.; জেনারল ভাইকউন্ট ব্রিড্‌পট্‌।

অনারারি ইকোয়ারি, জেনাঃ অনাঃ সার এ, হ্যামিল্টন-গর্ডন K. C. B. M. P; এবং জেনারল ডিউক অব গ্র্যাফ্‌টন K. G.;

পেজেস্‌ অব অনার; পি, ই, এল, কাষ্ট; এ, এ, ডব্লিউ, এইচ, পন্সন্‌বি, অনাঃ ই, এ, ফিজ্‌রয়; জি, এম, এ, ইলিস্‌ প্রত্যেকে ১৫০০

একাউন্‌টেন্ট এফ, ডব্লিউ, ম্যালিসন্‌।
সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট (লণ্ডনের) ডব্লিউ নর্‌টন্‌।
ঐ (উইণ্ডসরের) জে ম্যানিং।
ষ্টোর্‌ কিপার জে মিলার।
ক্লার্ক ডব্লিউ কুলেন।

পরিচ্ছদ কর্ত্রীর বিভাগ।

পরিচ্ছদ কর্ত্রী ডাচেস্‌ অব রক্‌সবার্গ ৫০০০

শয়নাগৃহের লেডিস্‌; ডাচেস্‌ অব এথোল্‌; ডাচেস অব রক্‌সবার্গ (বিধবা) মার্শিয়নেস্‌ অব ইলাই; লেডি চার্চ্চিল; লেডি ওয়াটারপার্ক; কাউন্‌টেস্‌ অব ইরল; লেডি এবার্‌ কর্ম্বি; লেডি সাউদ্যামটন্‌।

অতিরিক্ত ঐ ঐ, ভাইকাউন্‌টেস ক্লিফডেন, কাউন্‌টেস অব গেনস্‌বারা;

কাউনটেস্ অব মেও, কাউনটেস্ অবক্যালিডন্, ডাচেস, অব বেডফোর্ড।

াগৃহ পরিচারিকা, ভাইকাউনটেস চিউটন্; লেডি হ্যামিল্টন গর্ডন; লেডি করিংটন, লেডি সারা এলিজাবেথ লিণ্ডসে; অনারেবল মিসেস্ রবার্ট ক্রস্; অনারেবল ফ্লোরা ক্লেমেনটিনা ইসাবেলা ম্যাকডোলেণ্ড; অনারেবল মিসাস ফর্গুসন; এবং অনারেবল হোরেসিয়া সার্লটী ষ্টপফোর্ড প্রত্যেকে ৩০০০

রিক্ত সয্যাগৃহ পরিচারিকা—মিসেস্ প্র্যাট; অনারেবল মিসেস্ চার্লস গ্রে; লেডি এলিজাবেথ পি বিডালফ; অনারেবল মিসেস্ জেরাল্ড ওয়েলেসলি।

কারী ঐ অনারেবল লেডি বিডাল্ফ।

স্ অব অনার অনাঃ হেরিয়েট এল ফিপাস্, অনাঃ এফ, এম, ড্রমাণ্ড; অনাঃ ই, সি, পেজেট. অনাঃ ই, এইচ, এম, ক্যাডেগ্যান; অনাঃ ই, আই, মুর; অনাঃ এফ, এল, ফিজরয়; অনাঃ সি, এইচ, কের; অনাঃ এম ওকিণ্ডভার প্রত্যেকে ৩০০০

তিরিক্ত ঐ অনাঃ সি. এফ, ক্যাভেনডিস্।

অব রোবস্ এইচ ডি আবস্কিন্।

র্ক ঐ ঐ এ রইলি C B.

রাজকীয় ধর্ম্মশালা বিভাগ

ীন বিসপ অব লণ্ডন!

জীন রেভারেণ্ড ই সেপার্ড M A.

র্ক অব ক্লোসেট বিসপ্ অব ওরসেষ্টার।

পুটী ঐ ঐ রেভারেণ্ড লড ডব্লিউ রাসেল M A; রেভারেণ্ড টি জেমস্ (ক্যানন) রাউসেল M A; ভেরি রেভারেণ্ড ডীন অব ল্যানড্যাফ।

ডোমেসটীক্ চ্যাপলেন,	ভেরী রেভারেণ্ড ডীন অব উইণ্ডসর D. D.
ঐ গার্হস্থ	রেভারেণ্ড ই সেপার্ড M A.
[illegible]নার	রাইট অনারেবল মার্কুইস অব এক্সেটর।
[illegible]নার	ভেরী রেভারেণ্ড ডীন অব ওরসেস্টর।
[illegible] ঐ	রেভারেণ্ড আর ইটন M A

সেক্রেটরী এবং ইওম্যান, জন হ্যানবী।

চিকিৎসা বিভাগ।

সাধারণ চিকিৎসক	সার উইলিয়েম জেনার বার্ট K C B, M D, F R S; সার সর্জ্জ বারোজ বার্ট M D; উইলসন ফক্স্ M D; F R S.
চিকিৎসক একস্‌টায়ডিনারী —	সার উইলিয়েম ডব্লিউ গাল বার্ট M D, F R S. ই, এইচ, সিভকিং M D; সি, জে, বি, উইলিয়েমস্ M D. এ, ফেরার M D, F R S, জি ও রিস M D. F R S.
অস্ত্রচিকিৎসক	সার জেমস্ পেজেট বার্ট, সার পি, জি, হিউয়েট্ বার্ট।
ঐ একস্‌ট্রা অডিনারি —	আর কোএন M D, জে, ই, ইরিচসেন F R S; আর জে লিস্‌টার বার্ট M D.
চিকিৎসক গার্হস্থ	জে আর রেনল্‌ডস্ M D.
[illegible]ৎসক ঐ	সার টি এস ওয়েলস্ বার্ট।
সা[illegible] এপথিকারি	এফ এইচ লেকিং M D.
ঐ ,, (উইণ্ডসরের)	জে ইলিসন M D; ডব্লিউ ফেয়ারব্যাঙ্ক।
অস্‌বোরণের অস্ত্রচিকিৎসক —	সার ডব্লিউ সি হফমিসটার।
চক্ষু চিকিৎসক	ডব্লিউ ডব্লিউ কুপার।
দন্ত চিকিৎসক	সার এ সনডার্স (Knt) F R C S
ঐ গার্হস্থ	ই, ট্রুমান
কেমিষ্ট এবং ড্রাগিষ্ট	পি ওয়াএট (Squire) এ হারবার্ট (Squire)

এডিকং সম্প্রদায়—ফিল্ড মার্সেল হিজ রয়েল হাইনেস প্রিন্স অব ওয়েলস KG; মেজর জেনারল হিজ রয়েল হাইনেস ডিউক অব কনট KG; ফিল্ড মার্সেল হিজ রয়েল হাইনেস ডিউক অব কেম্বিজ KG; কর্ণেল লর্ড উইলমার্লা; কর্ণেল লর্ড ওয়েভেনে RA; কর্ণেল ভাইকউন্ট এভার্সলে; কর্ণেল লর্ড মেথুএল; কর্ণেল মার্কুইস অব এক্সেটর; কর্ণেল লর্ড জেরার্ড; কর্ণেল আরল অব ওয়েমিস্; কর্ণেল্ আরল অব ওয়ারিক্; কর্ণেল ভাইকাউন্ট বারি K C. M G; কর্ণেল ডিউক অব ওয়েষ্টমিনিষ্টার K G; কর্ণেল আরল অব মিথ, কর্ণেল লর্ড লোভাট; কর্ণেল আরল ফিজ উইলিয়েম, এতদ্ব্যতীত আরও প্রায় পঞ্চ-ত্রিংশৎজন।

রাজ পারিবারিক বৃত্তি।

-✻-

হার ম্যাজেষ্টি ভিক্টোরিয়া ঃ——

নিজ খরচ	...	...	৬০০০০০০
কর্ম্মচারি দিগের বেতন	...	...	১৩১২৬০০
গার্হস্থ ব্যয়	...	...	১৭২৫০০০
বদান্যতা	...	...	১৩২০০০
অতিরিক্ত	...	...	৮০৪০০
			৩৮,৫০০০০ †
প্রিন্স অব ওয়েলস্ ‡	...	...	৪০০০০০
প্রিন্সেস্ অব ওয়েলস্	...	...	১০০০০০
প্রিন্সেস্ রয়েল	...	...	৮০০০০
ডিউক অব এডিন্ বারা *	...	...	২৫০০০০
প্রিন্সেস্ হেলেনা	...	...	৬০০০০
প্রিন্সেস্ লুইসী	...	...	৬০০০০
ডিউক অব কনট্	...	...	২৫০০০০
ডাচেস্ অব এলবেনী	...	...	৬০০০০
প্রিন্সেস্ বিয়েট্রীস	...	...	৪০০০০
			৫১,৫০০০০ *†

† এতদ্ব্যতীত মহারাণীর খাস সম্পত্তির বার্ষিক আয় বিংশতি লক্ষ টাকারও অধিক।

‡ প্রিন্স অব ওয়েলস এতদ্ব্যতীত কয়েকটী ডাচির উপস্বত্ব পাইয়া থাকেন। ইহাও নিতান্ত কম নয়, এক কর্ণওয়ালের উপস্বত্বই প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।

* ইনি স্যাক্স কোবার্গ এবং গোথার ডাচির উত্তরাধিকারী—উক্ত দ্বয়ের বার্ষিক আয় ৬ লক্ষ টাকারও অধিক।

*† এই সমস্ত ব্যয় ব্যতীত মহারাণীর আত্ম সম্পর্কীয়েরাও ভাতা পাইয়া থাকেন। রাজপুত্রদিগের গার্হস্থ বিভাগের ব্যয়, মহারাণীর [illegible] খরচ, গৃহাদির সংস্কারকার্য্য ও অন্যান্য সমস্ত ব্যয় বাবদে বার্ষিক [illegible] ৩ কোটী টাকা খরচ হইয়া থাকে।